আর্থার সি ক্লার্ক অবলম্বনে

# ডলফিন আইল্যান্ড

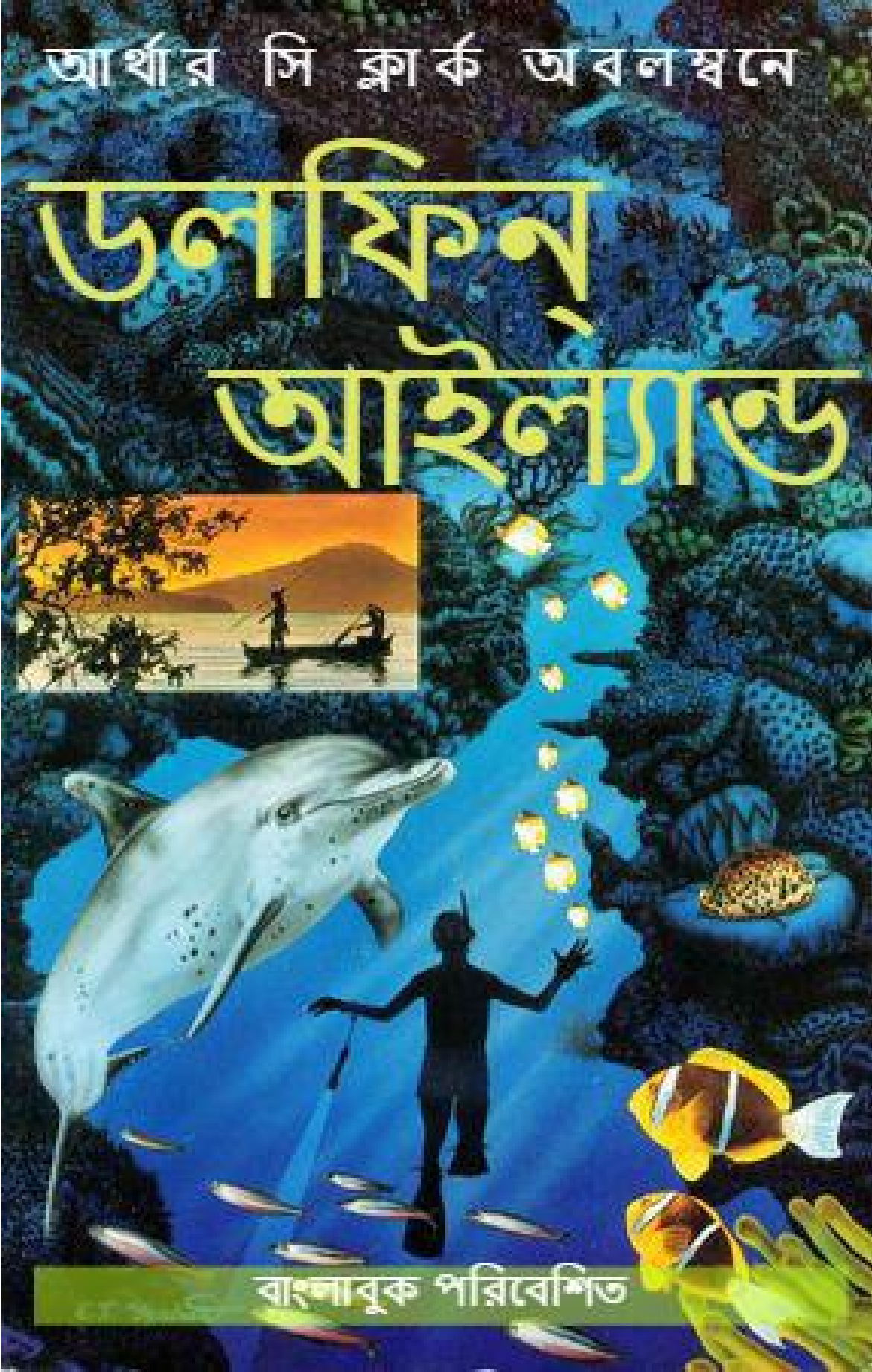

বাংলাবুক পরিবেশিত

আর্থার সি. ক্লার্ক অবলম্বনে

# ডলফিন্ আইল্যাণ্ড

পুনর্লিখন

**সলিল বিশ্বাস**

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কথাশিল্প
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : কার্তিক ১৩৮৮
নভেম্বর ১৯৮১

প্রকাশক : নীহাররঞ্জন রায়
কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মূল্য : দশ টাকা

## আর্থার সি. ক্লার্ক প্রসঙ্গে

স্বনামধন্য বিজ্ঞান-বিষয়ের প্রবন্ধ লেখক, বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী রচয়িতা ও পর্যটক আর্থার সি. ক্লার্কের জন্ম ১৯১৭ সালে, ইংল্যাণ্ডে। বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি সারা পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিচিত। 'র‍্যাডার' ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও উন্নতির সাথে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৫ সালে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট-এর ধারণা প্রথমে তাঁরই মাথায় আসে। বিজ্ঞানের জটিল কথা সহজ ক'রে লিখতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তাঁর রচিত অজস্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প-উপন্যাস সকলের সমাদর পেয়েছে সমাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কল্পনার চমৎকার সংমিশ্রণের জন্য। 'দ্য স্যাণ্ডস্ অব মারস', 'এ ফল্ অব মুনডাস্ট', '২০০১ এ স্পেস্ অডিসি' ইত্যাদি বই তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

ইউনেস্কোর কলিঙ্গ পুরস্কার থেকে শুরু করে বহু পুরস্কার তিনি পেয়েছেন।

দীর্ঘদিন তিনি ব্রিটিশ ইণ্টারপ্ল্যানেটারী সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন। শ্রীলংকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে কাজ করেছেন কয়েক বছর। ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় বিজ্ঞান সম্পর্কে রেডিও আর টেলিভিশনে তাঁর বক্তৃতামালার শ্রোতার সংখ্যা অগুণতি। অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রীফে আর শ্রীলংকার সমুদ্রে জলের তলে গবেষণা নিয়ে ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি ব্যস্ত। এই সূত্রে আহরিত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'দ্য কোস্ট অব কোরাল', 'দ্য চ্যালেঞ্জ অব দ্য সি', 'দ্য ট্রেজারস্ অব দ্য গ্রেট রীফ' প্রভৃতি বইতে লিখেছেন। ১৯৬৩ সালে লেখা তাঁর কিশোর উপন্যাস 'ডলফিন্ আইল্যাণ্ড'-এ সেই অভিজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ বাস্তবনির্ভর কল্পনার এক অপূর্ব মিলন ঘটেছে, সৃষ্টি হয়েছে এক অসামান্য বর্ণময় জগত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'ডকের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। চারদিকটা কেমন যেন নিঝুম লাগছে। এত চুপ্‌চাপ্‌ তো থাকার কথা নয়। রাতের বাড়ীর কয়েকটা খুট্‌-খাট্‌ শব্দ আর ঝি-ঝিঁর ডাক খুব যেন জোর শোনাচ্ছে। একটু কান পাত্‌তেই বুঝলো ডিক—রোজ রাত্রে যে তীক্ষ্ণ শিসের মতো গর্জনটা শুনতে তার মস্তিষ্ক অভ্যস্ত হয়ে গেছে, পুরনো ফাটা-ফুটো ঘাস-আগাছা গজানো হাইওয়ে ধরে ছুটে-চলা হোভারশিপের সেই আওয়াজটা হঠাৎ থেমে গেছে! আশ্চর্য তো! কম করে চারশো মাইলের আগে তো কোনো ষ্টেশন নেই। তাহলে?

দেখতে হচ্ছে! লাফিয়ে খাট থেকে নামতে গিয়েও থমকে গেল ডিক্‌। বাইরে ভীষণ শীত। তারপরেই মনে হ'ল এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে ঘরের কাছেই, না দেখতে গেলে চলে কি করে? কোনো রকমে কাঁপতে কাঁপতে একটা কম্বল টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো ডিক্‌।

একবিংশ শতাব্দীর ছেলে সে। হোভারশিপ্‌ জিনিষটা তার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু তার ষোল বছরের জীবনের বহু মায়াময় স্বপ্ন ঐ বিশাল জাহাজগুলোর শব্দের সাথে জড়ানো। মাটির বুকে আর সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে সমান গতিতে একইভাবে ছুটতে পারে এই অতিকায় জাহাজগুলো। কত আশ্চর্য দেশ, কত অদ্ভুত মানুষ, কত বিচিত্র মালপত্র বহন করে উল্কার মতো ছুটে চলে এই বিশ্বচর যানগুলো। তাদের নাম শুনলেও মনটা এই ছোট্ট, প্রায় পাড়াগেঁয়ে-শহরটা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যেতে চায়। সেই একটা জাহাজ হয়তো তার হাতের একদম্‌ কাছে।

ধপ্‌ধপে কাক-জ্যোৎস্নায় চারদিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হাইওয়েটা বাড়ীর উত্তরদিকে। দক্ষিণের বারান্দা থেকে পা টিপে টিপে নেমে পড়লো ডিক্‌। মাসীর আর মাস্‌তুতো ভাইবোনদের ঘরগুলো

চুপি-চুপি পার হয়ে এসে উত্তরের বারান্দায় উঠতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক অপূর্ব দৃশ্য। সত্যিই তো। বাড়ি থেকে খানিক দূরেই হাইওয়ে থেকে কয়েকশো গজ পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট হোভারশিপ্। সবক'টা আলো জ্বলছে। দেখতে ঠিক একটা ইলেক্‌ট্রিক ইস্তিরীর মতো। ওপরে, শুধু হাতলটার জায়গায় আড়াআড়িভাবে রয়েছে একটা ঘরের মতো। ঠিক মাঝখানে নয়, একটু পেছন দিকে। ওটাই বোধহয় ব্রীজ, যেখান থেকে ক্যাপ্টেন জাহাজটা পরিচালনা করেন। ঘরের মাথায় একটা বড়ো লাল আলো জ্বলছে-নিভছে। অন্য হোভারশিপগুলো যাতে সাবধান হতে পারে।

নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল্ হয়েছে। এত কাছ থেকে ডিক্ কখনো হোভারশিপ্ দেখেনি। যখন ওগুলো ঘণ্টায় তিনশো মাইল গতিতে ছুটে যায় তখন বিশেষ কিছুই বোঝা যায় না। এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। ঘরে ফিরে বেশ কয়েকটা গরমজামা গায়ে চাপিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেছনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়লো ডিক্ আমাদের গল্পের নায়ক রিচার্ড বেভিংটন। সেই মুহূর্তে সে ভাবতে পারেনি কি এক আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার তার জন্য অপেক্ষা করে আছে

কাছ থেকে হোভারশিপ্‌টাকে আরও অনেক অনেক বড় লাগলো ডিকের। লক্ষ টন্ তেল বা খাদ্যশস্য নিয়ে যে জাহাজগুলো যায় তাদের মতো বড়ো অবশ্য নয় এই মালবাহী হোভারশিপ্‌টা। পনেরো-বিশ হাজার টনের বেশী মাল এটাতে ধরবে বলে মনে হয় না। তাহলেও এর আকার দেখলে চমকে যেতে হয় বৈ কি। যাত্রীবাহী নয় বলে প্রথমে ডিক্ একটু থমকে ছিলো। কিন্তু এ কি কম? যাত্রীবাহী হ'লে অনেকগুলো বড়ো জানালা থাকতো এটার মাত্র একটা জানালা। সামনের দিকের দেওয়ালে আবছা হয়ে আসা নামটা পড়তে পারলো ডিক্। 'সিলভার ষ্ট্রীক্'। চাঁদের

BanglaBook.org

আলোতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে জাহাজটা পুরনো। জায়গায় জায়গায় রং চটে গেছে। বেশ কয়েক জায়গায় ঝালাই করা জোড়াতালির ছাপও স্পষ্ট। ভেতরটাও যদি এরকম হয় তাহলে ইঞ্জিন খারাপ হ'য়ে পথের মাঝে থেমে যাওয়াটা আশ্চর্য নয়।

নিথর দৈত্যটার চারপাশে একবার ঘুরে নিলো ডিক্। সব চুপ্‌চাপ্। জনমানবের সাড়া নেই। তাতে অবশ্য কিছু নয়। এসব জাহাজগুলোর প্রায় সবকিছুই স্বয়ংক্রিয় হয়, ডিক্ জানে। এটা চালু রাখতে দশ-বারো জনের বেশি নাবিক লাগে না। তারা সবাই নিশ্চয় ইঞ্জিন ঘরে কি হয়েছে দেখতে ব্যস্ত এখন।

জেট্‌গুলো থেকে তৈরী হাওয়ার কুশনটা বন্ধ ব'লে এখন 'সিলভার ষ্ট্রীক্' দাঁড়িয়ে আছে তার তলায় লাগানো বিশাল চ্যাপ্‌টা হাওয়ায় ভরা বালিশের মতো ঘরগুলোর ওপর। জলের ওপর নামতে হ'লে এগুলোই তাকে ভাসিয়ে রাখে। জাহাজটার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত বিস্তৃত এই ঘরগুলো বিশাল উঁচু দেওয়ালের মতো খাড়া। কয়েকটা জায়গায় অবশ্য গায়ের মধ্যে বসানো সিঁড়ির ধাপ্ আর হাতল্ রয়েছে। সেগুলোর মাথায়, প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে ভেতরে ঢোকার দরজা ; এগুলোও গায়ের মধ্যে বসানো।

দরজাগুলো নিশ্চয় তালা-বন্ধ! দেখবো নাকি একবার উঠে, ভাবলো ডিক্। বন্ধ থাকলে নেমে এলেই হবে। ভেতরে ঢুকলে কি হবে? কি আর হবে? নাবিকরা দেখলে ধরে নামিয়ে দেবে, এর বেশী তো নয়। জীবনে এমন সুযোগ কি আর দুবার আসবে? ভাবতে ভাবতেই হাতের কাছের সিঁড়িটা বেয়ে উঠতে শুরু করলো ডিক্। ফুট-পনেরো ওঠার পরে দম্ নিতে থামতেই হাতের তলায় ডিক্ বেশ অনুভব করলো জাহাজটা কাঁপতে শুরু করেছে। চারদিকের নীরবতা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল জেটের বিকট গর্জনে। সন্ত্রস্ত হয়ে ডিক্ নীচে তাকিয়ে দেখলো, প্রচণ্ড বাতাসের চাপে মাটি, পাথর, ঘাস ছিটকে পড়ছে এদিকে-ওদিকে। ধীরে ধীরে অতিকায়

BanglaBook.org

জাহাজটা মাটি ছেড়ে উঠতে শুরু করলো।

কি হবে এখন? নামতে গেলে প্রচণ্ড হাওয়ায় ঝড়ের মুখে কাগজের টুকরোর মতো উড়ে যাবে সে। তাড়াতাড়ি হাত-পা চালিয়ে দরজায় এসে পৌঁছলো সে। কপাল ভালো। হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। ঢুকে আবছা-আলোয় আলোকিত একটা লম্বা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ডিক্। হাত-পা কাঁপছে। ভালো ক'রে হাঁপ ছাড়তে না ছাড়তেই মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে হোভারশিপ্‌টা উড়ে চললো তার গন্তব্যের দিকে। বাইরে থাকলে আর দেখতে হ'তো না এতক্ষণে। কিন্তু এবার?

প্রথমে কয়েক মিনিট ভয়ে ডিকের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধোবার জোগাড়। তারপরেই সামলে নিলো সে নিজেকে। কি আবার হবে! চিন্তার কিচ্ছু নেই। ক্যাপ্টেনকে বললেই সামনের ষ্টেশনে তাকে নামিয়ে দেবেন তিনি। তারপর পুলিশ ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

কিন্তু···কিন্তু যদি সে বাড়ী না-ই ফেরে তাহলেই বা কি হয়? বাড়ী ফিরে তো সেই মাসীমার বকুনি, মাসতুতো ভাই-বোনদের ঠেস্-দেওয়া কথা আর হুকুম শোনা। ছ' বছর বয়সে তার বাবা-মা চার্লস আর ম্যারি বেভিংটন গাড়ী-দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর থেকেই সে মাসীর কাছে। সেই বয়সেই ডিক্ বুঝেছিলো, তাকে থাকতে দিয়ে মাসী একটুও খুশী হননি। যতদিন দীর্ঘকায় সদাহাস্যমুখ মেসো-মশাই বেঁচেছিলেন ততদিন বিশেষ কষ্ট হয়নি তার। তারপর একদিন তিনিও মারা গেলেন। তারপর থেকে···। সুতরাং না ফিরলে মন্দ কি? ফিরতে হয়তো হবেই। তবু যতক্ষণ এই দারুণ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে থাকা যায়। আগে ভালো ক'রে ঘুরে জাহাজটা দেখে তো নেওয়া যাক্। বোকার মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? আর, একটা লুকোবার জায়গা পেলে তো জাহাজটা যতদূর যায় ততদূর যাওয়া যাবে। ফিরতেও সেখান থেকে বেশ

BanglaBook.org

কিছুদিন সময় লাগবে।

চোরের মতো চুপিচুপি এগোলো ডিক্। একটু পরেই একদম্ রাস্তা হারিয়ে ফেললো সে। কি গোলকধাঁধাঁ রে বাবা! মাইলের পর মাইল ঘুরে-ফিরে বারান্দা যেন আর শেষ হয় না। মালপত্র যেখানে থাকে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দরকার। না হলে ধরা পড়ে যেতে হবে। কখনো ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে, কখনো খাড়া মই-এর মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে, অজস্র অদ্ভুত অদ্ভুত নাম-লেখা দরজা পার হয়ে যেতে যেতে একটা দরজায় লেখা দেখলো ডিক্, 'ইঞ্জিন ঘর'। লোভ সামলাতে না পেরে দরজা একটু ফাঁক করতেই প্রচণ্ড শব্দে কানে তার তালা লাগার জোগাড়। মনে হ'লো যেন হাজারটা ঘূর্ণীঝড় একসাথে ঘুরপাক খাচ্ছে সেখানে। দরজার সামনে দিয়ে অনেকখানি জায়গা ঘিরে একটা সরু ঝোলানো বারান্দা। বেশ নীচে বিরাট বিরাট অদ্ভুত চেহারার সব যন্ত্রপাতি। দরজার উল্টোদিকে প্রায় ফুট-পঞ্চাশেক দূরে দেয়াল-ভর্তি অনেকগুলো সুইচ্, হাতল আর ডায়াল। তিনজন লোক সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে কি-সব বলাবলি করছে। বেশীর ভাগই ইশারায়। কিছু তো শোনার উপায় নেই শব্দের চোটে। একটু দেখেই ডিক্ বুঝলো একটা তর্ক চলছে। একজন অন্য একজনকে খুব কি বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। শেষে 'যা ইচ্ছে করো' এমন একটা ভঙ্গী করে লোকটা দুম্‌দাম্ ক'রে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডিক্ বুঝলো কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট পরেই ডিক্ দিব্যি একটা লুকোবার জায়গা পেলো। একটা ছোট্ট ঘর, প্যাকিং বাক্সে ঠাসা। সবক'টার গায়ে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গার ঠিকানা লেখা। ডিক্ বুঝলো, একটু পরেই হোভার শিপটা প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে চলবে। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর অন্য পারে, না পৌঁছলে এখানে কেউ আর আসবে না। ভালোই হবে। বাক্সগুলো ঠেলে-ঠুলে সরিয়ে একটু

BanglaBook.org

জায়গা ক'রে ডিক্ হেলান দিয়ে বস্‌লো মেঝেতে। উত্তেজনায় মন তার ভরপুর। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তার চোখ বুজে এলো ঘুমে। একটু পরেই সেই ইস্পাতের শক্ত মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

ঘুম যখন তার ভাঙলো, তখন হোভারশিপ্‌টা দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক চুপ্, কোথাও কোনো কাঁপুনি অনুভব করা যাচ্ছে না। হাত-ঘড়িতে ডিক্ দেখলো, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সে ঘুমিয়েছে। অন্য কোথাও থেমে না থাকলে 'সিলভার ষ্ট্রীক' এতক্ষণে কম করে পাঁচ হাজার মাইল চলে এসেছে। তার মানে এখন সে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বিশাল বন্দর-শহরগুলোর একটাতে দাঁড়িয়ে আছে। মাল বোঝাই শেষ হ'লেই সাগর পাড়ি দেবে।

এখন ধরা পড়ে গেলে, ডিক্ বেশ বুঝলো, তার অ্যাডভেঞ্চারের দফা-রফা। কাজেই, সমুদ্রের মধ্যে অনেকটা না এগোলে তার এই খুপ্‌রি থেকে বাইরে যাওয়া চলবে না। সমুদ্রের মাঝখান থেকে এক পলাতককে বাড়ী পৌঁছে দিতে ক্যাপ্টেন নিশ্চয় জাহাজ ঘোরাবেন না।

কিন্তু ভীষণ যে ক্ষিদে পেয়েছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে বসেছে। যদি 'সিলভার ষ্ট্রীক্' এখানে বেশীদিন আটকে থাকে, তবে কি হবে? শেষ পর্যন্ত ক্ষিদের তাড়নায় তার অ্যাডভেঞ্চার নষ্ট হবে? সুতরাং খাবার কথা ভাবা চলবে না। যত কষ্টই হোক্। বড়ো বড়ো পর্যটকরা, আবিষ্কারকরা এর চেয়ে কতো বেশী কষ্ট সহ্য করেছেন, এ তো সামান্য ক্ষিদে। পেটে বেল্টটা শক্ত করে বেঁধে বসে রইলো ডিক্।

তবে, সুখের বিষয়, ঘণ্টাখানেক পরেই 'সিলভার ষ্ট্রীক্' রওনা দিলো আবার। ঘণ্টা দুয়েক পরেই, ডিক্ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলো, আমরা মাঝসমুদ্রে পৌঁছে যাবো। অবশ্য যদি আমার হিসেবে কোনো ভুল না থেকে থাকে।

খুব ধৈর্য ধরে দু'ঘণ্টা বসে রইলো ডিক্। তারপরে সে বেরিয়ে

BanglaBook.org

পড়লো ধরা দিতে। একটু ভয়-ভয় করছিলো না যে, তা নয়। অথচ ক্ষিদের ঠ্যালায় তার সাহস বেশ বেড়ে গেল। কিন্তু বাইরে এসে সে দেখলো, ধরা দেওয়াটাই বেশ কঠিন। বাইরে থেকে 'সিলভার ষ্ট্রীক্'-কে মনে হয়েছিলো অতিকায়, ভেতরে ঘুরে দেখা যাচ্ছে এটা প্রায় একটা ছোটখাটো শহরের মতো বড়ো। নাবিকদের কাউকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এদিকে ক্ষিদের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। মাঝপথে তার চোখে পড়লো একটা ছোটো জানালা, দেওয়ালের গায়ে। বাইরে তাকিয়ে সে দেখলো—যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল, ঢেউ আর ঢেউ। 'সিলভার ষ্ট্রীক্' সেই বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে।

এই প্রথম ডিক্ সমুদ্র দেখলো স্বচক্ষে। সারাজীবন তার কেটেছে আমেরিকা মহাদেশের মাঝামাঝি জায়গায়। বিংশ শতাব্দীর শেষেও যাকে বলা হোতো মোজেভ্ মরুভূমি, সেই বর্তমান 'নিউ ফরেষ্ট' অঞ্চলে অবস্থিত একটি গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক ছিলেন তার বাবা। তাই এই বিশাল বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। সামান্য ভয়ের সাথে সাথে তার রক্তের মধ্যে, মনের মধ্যে জাগতে লাগলো এক অদ্ভুত আলোড়ন। অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ডিক্। এই প্রথম তার মনে হ'লো, সে তার পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে এক অজানা জগতের দিকে ছুটে চলেছে। মনটা একটু খারাপ লাগলো। কিন্তু তার পরেই অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তার সব দ্বিধা কাটিয়ে দিলো। আর দ্বিধা করেই বা লাভ কি? আর কিছু করার নেই।

হঠাৎই তার খাবার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। যেতে যেতে 'সিলভার ষ্ট্রীক্'-এর লাইফ্ বোট্ 'এস. এল. ওয়ান'-এর সামনে এসে পড়লো সে। নৌকোটার ভেতরে এসে একটা ছোট কুলুঙ্গীতে সে আবিষ্কার করলো কয়েকটা প্যাকেট। ওপরে লেখা—'আপৎকালীন খাদ্য'। ভেতরে পাওয়া গেল কিছু বিস্কুট আর শুকনো মাংস। পেট

BanglaBook.org

ভরে খেয়ে অনেকটা আরাম পেলো ডিক্। একটা লোহার জলের বোতল থেকে তেষ্টাও মিটলো তার।

পেটে খাবার পড়তেই বুদ্ধি খেললো মাথায় আবার। ধরা দেবার প্রয়োজন কি? এখান থেকে খানিকটা খাবার নিয়ে লুকিয়ে থেকে তো অষ্ট্রেলিয়াই চলে যাওয়া যাবে! অত বড় দেশে কে তাকে খুঁজে পাবে? আর হোভারশিপ্ থেকে সট্ করে নেমে লুকিয়ে পড়া এমন কিছু কঠিন হবে বলে মনে হয় না। ভেবে-চিন্তে পকেট ভরে বেশ খানিকটা খাবার নিয়ে নিল ডিক্। ঘণ্টা কুড়ি বেশ চলে যাবে ওই খাবারে। তার বেশী সময় নিশ্চয় লাগবে না পৌঁছে যেতে।

চোরকুঠুরীতে ফিরে আরাম করে শোবার চেষ্টা করলো ডিক্। ঘড়ি দেখে খানিক ধারণা করার চেষ্টা করলো, এখন 'সিলভার ষ্ট্রীক্ কোথায়? হাওয়াই দ্বীপ অথবা অন্য কোনো দ্বীপে থামবে না কি জাহাজটা? না থামলেই ভালো। মাঝে মাঝে তার চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে। কল্পনায় সে ভাবতে লাগলো ভবিষ্যতের কথা। অনেক বছর পরে বিখ্যাত পর্যটক হয়ে বীরের মতো দেশে ফিরবে সে মাসীমা আর মাসতুতো ভাই-বোনদের অবাক করে দিয়ে। প্রমাণ হবে, সে হেলা-অশ্রদ্ধার পাত্রই নয়। সকলে তাকে ঠাট্টা করতো তার ছোটোখাটো চেহারার জন্য। বিদ্রূপ করে নাম রেখেছিলো 'চিংড়ি' দেখা যাবে! প্রমাণ করে দেবে সে, বুদ্ধি আর একাগ্রতা গায়ের জোরের চেয়ে অনেক বেশী বড়ো। ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে টেরও পায়নি।

ঘুমটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভেঙে গেল একটা বিরাট কানফাটা বিস্ফোরণের শব্দে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়লো 'সিলভার ষ্ট্রীক্'। ডিক্ ছিটকে পড়লো একপাশে। সাথে সাথে আলোগুলো গেল নিভে। চারদিক্ ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল।

জীবনে ডিক্ কখনো এত ভয় পায় নি। হাত-পা তার ঠাণ্ডা হয়ে

BanglaBook.org

এলো, মনে হ'লো বুকের ওপর যেন একটা পাথর চেপে বসেছে। মনে হ'লো, 'সিলভার ষ্ট্রীক্' তাকে নিয়ে এক্ষুণি যেন সাগরের অতলে তলিয়ে যাবে। যেমন করেই হোক এই ঘরটা থেকে বেরোতে হবে। কিন্তু বেরোবে কি করে! ঘোর অন্ধকার। চারপাশে অজস্র ছোট বড় প্যাকিং বাক্স, কোনদিকে দরজা কিছুতেই ঠাহর করা যায় না। দিক্ ভুল করে বেশ কয়েকবার জোর গুঁতো খেল ডিক্। বেশ কয়েকটা ধাক্কা খাবার পর ব্যথা আর ঝাঁকুনি তার মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করলো। খামোখা এদিক-ওদিক ছুটে লাভ নেই, বুঝলো সে। প্রথমে যে-কোনো একটা দেওয়ালের কাছে পৌঁছানো দরকার, তারপর দেওয়াল হাতড়ে এগোলেই শেষ পর্যন্ত দরজায় পৌঁছনো যাবে। পরিকল্পনাটা ভালোই, কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করতে ডিকের বেশ খানিকটা সময় লাগলো। ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে বাক্সগুলো। সেগুলোর সাথে বেশ কয়েকটা সংঘর্ষের পর, হাতে পায়ে বেশ যন্ত্রণা নিয়ে, ডিক্ দরজাটা খুঁজে পেলো এবং বেরিয়ে আসতে পারলো বাইরের বারান্দায়।

ভয় ছিলো, বাইরেও হয়তো একই রকম অন্ধকার থাকবে। কিন্তু খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ডিক্ দেখলো, দেওয়ালে দূরে দূরে বসানো কতকগুলো খাঁজ থেকে একটা আবছা নীলাভ আলো বেরোচ্ছে। প্রধান বৈদ্যুতিক লাইন জ্বলে গেলেও আপৎকালীন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে যায়নি। পথ দেখে চলতে অসুবিধা হবে না। এতক্ষণে তার নজরে পড়লো, মেঝেটা আর সমতল নেই, জাহাজের পেছন দিকে ঢালু হয়ে রয়েছে অনেকটা। ওদিক্টাতেই ইঞ্জিন ঘর। বিস্ফোরণে জাহাজের বাইরের খোলে গর্ত হয়ে জল ঢুকছে। ধোঁয়ার গন্ধও পেলো ডিক্। বড় একটা অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে কোথাও, তাও বোঝা যাচ্ছে। জাহাজের অবস্থা যে বিশেষ সুবিধের নয়, এ-কথা বুঝতে অসুবিধা হ'লো না তার। অসহায় জাহাজটার বিশ্রী দুলুনীতে পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠলো। সমুদ্রপীড়ার প্রথম লক্ষণ।

আর দেরী করা ঠিক হবে না। কোনো রকমে ঢালু মেঝে ধরে

BanglaBook.org

ছুটলো সে লাইফবোট্‌টার দিকে। সকলেই নিশ্চয় এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেছে। অতিরিক্ত একজন লোক দেখে চট্‌বে সকলেই, কিন্তু অত ভাববার সময় নেই।

আরে, লাইফ্‌বোট্‌টা কোন্‌দিকে? কয়েকবার ভুল বাঁক নিয়ে, একবার একটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে অনেকটা সময় নষ্ট হ'লো তার। যখন হতাশ হয়ে আশা ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা, ক্লান্তি আর ভয়ে হাত-পা কাঁপছে, তখন ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছলো সে। সামনের সিঁড়িটার ক'টা ধাপ নামলেই ছোট ডিঙিটায় পৌঁছানো যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে-দৃশ্য ডিকের চোখে পড়লো তাতে তার রক্ত হিম্‌ হয়ে গেল। সামনে একটা বিরাট দরজা হাঁ ক'রে খোলা। তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আছে দুটো লোহার ডাণ্ডার মতো কি-একটা, তার থেকে দু'টো কপিকল আর দড়িদড়া ঝুলছে। প্রচণ্ড দমকা বাতাস মাঝে মাঝে সমুদ্রের জলের ঝাপটা নিয়ে আসছে সেখান দিয়ে। লাইফবোট্‌ চলে গেছে।

শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ডিকের। ধীরে ধীরে এসে দরজাটা দিয়ে উঁকি মারলো সে। রাত কাটে নি। আকাশে ডুবন্ত চাঁদের আলো রয়েছে। তিন-চার ফুট নিচেই সমুদ্রের ঢেউ আঘাত করছে জাহাজের গায়ে। মাঝে মাঝে এক-একটা বড়ো ঢেউ-এর মাথা তার পায়ের পাতাও ভিজিয়ে দিচ্ছে। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় 'সিলভার ষ্ট্রীক্‌' ভেসে থাকতে পারবে, এমন আশা কম।

কাছেই কোথাও একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। তার চাপা শব্দ কানে এলো। জাহাজটা থরথর করে কেঁপে উঠলো একবার। আপৎকালীন আলোগুলো দপ্‌ করে নিভে গেল। ডাঙ্গা থেকে শত শত মাইল দূরে, ডুবন্ত 'সিলভার ষ্ট্রীক্‌'-এর বুকে দাঁড়িয়ে ডিক্‌ ভাবতে লাগলো, কি করবে সে এখন।

একটা বিরাট ঢেউ তার মুখে ঝাপটা মেরে তাকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য অন্ধ করে দিল। সাথে সাথে 'সিলভার ষ্ট্রীক্‌' হঠাৎ ভীষণভাবে

BanglaBook.org

লাফিয়ে উঠলো একবার। আর দেরী করা যাবে না। আর কয়েক মিনিট, বেশ বুঝতে পারলো সে। ওপরে হাত তুলে, দেহটা সটান্ ক'রে সোজা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডিক্।

জলে পড়ে সমুদ্রের উষ্ণতায় অবাক হ'লো সে। তার মনেই ছিল না, গত কয়েক ঘণ্টায় সে এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে, শীত থেকে গ্রীষ্মে এসে পড়েছে। যাই হোক্, এখন যত দ্রুত সম্ভব জাহাজটা থেকে দূরে সরে যাওয়া দরকার। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সাঁতরাতে শুরু করলো সে। পেছন থেকে কানে এলো ডুবে যাওয়ার গব্‌গব্ শব্দ আর মোটা পাইপ থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার মতো হিস্ হিস্ আওয়াজ। হঠাৎই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। 'সিলভার ষ্ট্রীক্' তলিয়ে গেল। সমুদ্রের অতলে।

জাহাজ ডুবে যাবার সময় তার চারপাশে একটা ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়। তার টানে কাছাকাছি ছোটখাট সবকিছু তলিয়ে যায়। সেই ভয়ে ডিক্ যতটা সম্ভব দূরে সাঁতরে চলে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু 'সিলভার ষ্ট্রীক্' এত ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল যে ঘূর্ণী আদৌ হ'লো না। তবুও ডিক্ আরো খানিকটা দূরে সরে গিয়ে তবেই থামলো। জলের মধ্যে খাড়া হয়ে সাইকেল চালাবার মতো পা চালিয়ে এক জায়গায় থেমে থেকে চারদিকটা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করলো সে।

কোথাও কিছু নেই। চাঁদের আলোয় তার চারদিকে শুধু সমুদ্রের অথৈ জলরাশি ঢেউ-এ ঢেউ-এ উঠছে আর নামছে। যতক্ষণ শরীরে শক্তি থাকবে ততক্ষণ সে ভেসে থাকবে জলে। ডিক্ লক্ষ্য করলো, সমুদ্রে ভেসে থাকা এমনি জলে ভেসে থাকার চাইতে সহজ। কিন্তু একসময় তো তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়বেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে কেউ তাকে খুঁজে পেয়ে উদ্ধার করবে এমন সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কাজেই খানিক বাদে তাকেও ওই ভেঙে-পড়া হোভারশিপটার মতোই সলিল-সমাধি বরণ করতেই হবে। মুষড়ে পড়লো ডিক্।

হঠাৎ তার গায়ে কি একটা যেন ধাক্কা মারলো। চমকে নিজের

BanglaBook.org

অজান্তেই একটা আর্তনাদ করে উঠলো সে, খানিক ভয়ে, খানিক অবাক হয়ে। তাকিয়ে দেখে—কিছুই না, ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে ভেসে-আসা একটা কিসের যেন টুকরো। এতক্ষণে তার নজরে পড়লো, তার চারপাশে এখন অনেক কিছু ছোটবড় জিনিষ জলে ভাসছে। ভাসতে ভাসতে আস্তে আস্তে ঘুরপাক্ খাচ্ছে আগের চাইতে অনেক শান্ত সমুদ্রের জলে। ভাঙা জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসা তেল চারপাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে সমুদ্রের ঢেউগুলোকে অনেকটা শান্ত করে দিয়েছে। দেখে ডিকের মনে একটু আশা হ'লো। হয়তো এইসব টুকরোগুলো একসাথে ক'রে একটা ভেলা বানানো যাবে। তাহলে তার বেঁচে যাবার সম্ভাবনা খানিকটা বাড়বে। হয়তো সে ভাসতে ভাসতে সেই ভেলায় ক'রে তীরেও পৌঁছে যেতে পারবে।

সাঁতরে সাঁতরে সে ওই জিনিষগুলো দেখতে লাগলো। কোনোটা ছোট বাক্স, কোনোটা বোতল, কোনোটা বা কাঠের টুকরো। একটাও তার কাজে লাগবে না। আবার তার মনটা দমে গেল। চারপাশে সমুদ্রের ঢেউ-এর প্রতাপ তেলের প্রভাবে কমে গেলে তাদের উচ্চতা কিন্তু কমে নি। প্রথমে অত বড়ো বড়ো ঢেউ দেখে ভয় পেলেও একটু পরেই সে দেখলো, ঢেউ-এর সাথে তাল রেখে ঠিক মতো সাঁতরালে সে উঠছে-নামছে নিরাপদেই। বরং খানিকটা মজাই লাগলো তার এই ভেবে যে সবচেয়ে উঁচু ঢেউটার মাথায় উঠে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু ভেলার আশা বোধহয় ছাড়তে হ'লো। শেষ বারের মতো একটা উঁচু ঢেউ-এর মাথা থেকে তাকাতেই খানিক দূরে ডিক্ দেখলো একটা কালো আয়তাকার জিনিষ উঠছে নামছে।

জিনিষটা আর কিছুই নয়, একটা বড়ো প্যাকিং বাক্স। কোনো রকমে তার উপরে চড়লো সে। ভেলা হিসেবে জিনিষটা যে খুব অসাধারণ তা নয়। কেবল উল্টে যেতে চায়। তবে তার ভারে ডুবে যাচ্ছে না, এই যা। ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে সবখানে সমানভাবে ভর দিয়ে দেখলো ডিক্। ইঞ্চি তিনেক জলের ওপরে রইলো, ব.কিটা

BanglaBook.org

ডুবে রইলো। এই অবস্থায় থাকলে সে ভেসে থাকতে পারবে।

এইবারে তার বেশ শীত করতে লাগলো। ভিজে জামাকাপড়ে হাওয়া লেগে রীতিমতো হাত পা কাঁপতে লাগলো। সূর্য ওঠা পর্যন্ত এই কাঁপুনি সহ্য করতেই হবে। ভোরের অপেক্ষায় রইলো ডিক্ একভাবে শুয়ে। আস্তে আস্তে ভয় কিছুটা কাটলো তার। এতক্ষণ যখন কিছু হয়নি, তখন নিশ্চয় সে বেঁচে যাবে। জল বা খাবার না থাকলেও কয়েকটা দিন সে নিশ্চয় নিরাপদ। তারপর কি হবে সে দেখা যাবে'খন।

আকাশে চাঁদ ক্রমশ ডুবে যেতে লাগলো। চারপাশটা ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। অন্ধকার বাড়তেই ডিক্ অবাক হয়ে দেখলো, সমুদ্রের জলে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জলের ওপর ভাসছে অজস্র ছোট ছোট আলোর বিন্দু। জ্বলছে-নিভছে বৈদ্যুতিক আলোক সঙ্কেতের মতো। তার ভাসমান ভেলার পিছনে একটা আলোয় ঝলমল পথের সৃষ্টি হয়েছে। জলে হাত ডুবিয়ে দেখলো, হাত থেকে যেন তরল আগুন গড়িয়ে পড়লো। দৃশ্যটা এত সুন্দর যে ডিক্ তার বিপদের কথা প্রায় ভুলেই গেল। সে জানতো যে সমুদ্রে জোনাকীর মতো উজ্জ্বল প্রাণী আছে, কিন্তু তারা যে সংখ্যায় এত বেশী এটা তার অজানা ছিলো। এই প্রথম সে অনুভব করলো, সমুদ্র কতো রহস্যময়, কতো নতুন নতুন জিনিষ লুকিয়ে আছে তার বুকে।

চাঁদ ইতিমধ্যে দিগন্ত ছুঁয়েছে। এক মুহূর্ত সেখানে থেমেই সে হারিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে। আকাশে জ্বলজ্বল করতে লাগলো অগণিত তারা। মাঝে মাঝে বেশী উজ্জ্বল কতকগুলো নক্ষত্র আকাশের এদিক থেকে ওদিকে দ্রুত সরে যাচ্ছে। ওগুলোর সৃষ্টিকর্তা মানুষ। গত আশী বছরে এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলো আকাশের অনেকটা জায়গা দখল করেছে। কিন্তু আকাশের সব তারাই যেন ম্লান হয়ে গেছে সমুদ্রের জীবন্ত তারকামণ্ডলীর কাছে।

চাঁদ ডুবে যাবার অনেক পরে ভোর হ'লো। পূব আকাশে আবছা

BanglaBook.org

আলোর দিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলো ডিক্। সেই আলো ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত দিগন্ত জুড়ে। তারপর সোনালী থালার মতো সূর্য দেখা দিলো পৃথিবীর কিনারায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কালো আকাশ আর তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেল আলোর আড়ালে। সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে ডিক্ বিভোর হয়ে তাকিয়ে রইলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তাতে তার সমস্ত শরীর ভয়ে অসাড় হয়ে এলো। পশ্চিম দিকে, সমুদ্রের ওপর দিয়ে তার দিকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে বিদ্যুৎগতিতে চব্বিশ পঁচিশটা ধূসর রঙের ত্রিভুজাকৃতি পাখনা।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে ডানাগুলো জল কেটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চোখের পলকে ডিকের মনের মধ্যে জেগে উঠলো রাক্ষুসে মানুষখেকো হাঙরের ভয়াবহ সব কাহিনী। ভেলার মাঝখানটাতে জড়োসড়ো হয়ে, যত ছোট করা সম্ভব নিজেকে ততটা কুঁকড়ে বসলো ডিক্। ভেলাটা দুলে উঠলো আশংকাজনক ভাবে। একটা ছোট্ট ধাক্কা লাগলেই উল্টোবে তার পল্কা ভেলা। অবাক হয়ে সে দেখলো, তার যে খুব ভয় করছে তা নয়। কেবল মনটা তার হু-হু করে উঠলো। কোথায় গেল ডিক্, কেউ জানতেও পারবে না।

মুহূর্তের মধ্যে ভেলার চারপাশ ভরে গেল অজস্র মসৃণ, ধূসর-বর্ণের দেহে। জলের ওপরে শরীরগুলো ঢেউ-এর মতো ওঠা-নামা ক'রে সাঁতরে বেড়াতে লাগলো। সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে ডিকের কোনো ধারণা না থাকলেও হাঙর যে এভাবে সাঁতার কাটে না এটা তার জানা। তাছাড়া প্রাণীগুলি সরাসরি বাতাস নিঃশ্বাস নিচ্ছে। নিঃশ্বাস নেবার গর্তগুলি খুলছে বন্ধ হচ্ছে, কানে আসছে ফোঁস-ফোঁস শব্দ। আরে! কি আশ্চর্য! এগুলো তো ডলফিন্!

BanglaBook.org

নিশ্চিন্ত হলো ডিক্। সিনেমায় টিভিতে অনেক ডলফিন্ দেখেছে সে। তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের কথা, তাদের বুদ্ধির কথা অনেক শুনেছে। আর জড়োসড়ো হয়ে না থেকে সে হাত-পা ছড়ালো এবার। তাকিয়ে রইলো তাদের দিকে। 'সিলভার ষ্ট্রীক'-এর দৃশ্যাবশেষের মধ্যে আপন মনে শিশুসুলভ উচ্ছলতা নিয়ে খেলে বেড়াতে লাগলো ডলফিন্গুলো। কেউ মাথা দিয়ে এটা-ওটা ঠেলা-ঠেলি করছিলো, কেউ-বা ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল। একটা অদ্ভুত শিসের মতো শব্দ করছিল ডলফিন্গুলো। ঠিক যেন তেল না-দেওয়া দরজার কব্জা, হাওয়ায় বন্ধ হচ্ছে খুলছে।

একটা ডলফিন্ ইতিমধ্যে জল থেকে পুরো মাথাটা বার করে একটা তক্তা নাকের ডগায় খাড়া দাঁড় করিয়ে সার্কাস করছিল। ভাবখানা—'দেখ, আমি কেমন ওস্তাদ'। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে তার চোখ পড়লো ডিকের ওপর। ভীষণ অবাক হবার ভঙ্গী ক'রে খেলার জিনিষ ফেলে দিয়ে উত্তেজিতভাবে কিচ্মিচ্ শব্দ ক'রে সে ডুব মারলো। আর, দু'-এক মুহূর্তের মধ্যে ডিক্কে ঘিরে ফেললো অনেক-গুলো চক্চকে কৌতূহলী মুখ। প্রত্যেকটা মুখে একগাল ক'রে হাসি। ডলফিন্দের মুখগুলোই হাসি-হাসি, দেখলে মনে হয় সব সময়, যাকে বলে, 'কান এঁটো করা' হাসি হাসছে তারা। সে হাসি দেখে ডিক্ও মুচকি না হেসে থাকতে পারলো না।

জাহাজ ডোবার পর থেকেই ডিক্ ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। এবার সেটা কাটলো তার। ডলফিন্দের তার ঠিক বন্ধু বলে মনে হ'লো। একবারও মনে হ'লো না এরা মানুষ নয়, এরা তাকে একটুও সাহায্য করতে পারবে না। মুগ্ধ হয়ে সে দেখতে লাগলো, কেমন অনায়াসে ধূসর রঙের অপরূপ দেহগুলো সাঁতরে বেড়াচ্ছে, কেমন খেলা করছে একদল প্রাণ-চঞ্চল বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতো, মহা ফুর্তিতে। মাঝে মাঝে দু'-চারজন এসে মুখ তুলে তাকে দেখে যাচ্ছে। যেন দেখে নিতে চাইছে—'নতুন সঙ্গী চলে যায়নি তো কোথাও'।

BanglaBook.org

এদিকে আকাশে রোদের তেজ আছে। ডিক্ বুঝলো, সূর্যের হাত থেকে একটু আড়াল চাই। নইলে ঝল্‌সে যাবে সারা শরীর নিরক্ষবলয়ের রোদে। কয়েক টুকরো ভেসে যাওয়া কাঠ রুমাল দিয়ে বেঁধে তার ওপরে সার্টটা লাগিয়ে একটা পুঁচকে তাঁবু খাটালো ডিক্। নিজের কাজে নিজেই গর্বিত বোধ করতে করতে তাকিয়ে দেখলো, ডলফিনেরাও মনোযোগ দিয়ে দেখছে আর, ঠিক যেন, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছে।

আর তো কিছু করার নেই! ডিক্ তার তৈরী ছোট্ট ছায়ার নীচে শুয়ে পড়লো। দেখা যাক্, বাতাস আর জলের স্রোত তাকে ভাসিয়ে কোথায়, কোন্ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। ক্ষিদে বিশেষ পায়নি, কিন্তু তেষ্টায় মুখ আর ঠোঁট বেশ শুকিয়ে গেছে। তবে আরও বেশ কিছুক্ষণ চালানো যাবে নিশ্চয়।

অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে সমুদ্র। ঢেউগুলো আলতোভাবে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভেলাটাকে। বেশ আরামবোধ হতে লাগলো ডিকের। এত প্রশান্তি, এত মোলায়েম চারপাশের হাবভাব যে সে ভুলেই গেল তার বিপদের কথা। দোল খেতে খেতে, চার-পাশে অলৌকিক প্রাণীগুলির আনন্দময় খেলা দেখতে দেখতে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙলো হঠাৎ। ভেলাতে কিসের ধাক্কা লাগলো। অবাক হয়ে ডিক্ দেখলো সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। এতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে! আবার ভেলাতে একটা ঠেলা লাগলো। যা তার চোখে পড়লো তাতে সে একেবারে থ হয়ে গেল।

চারটে ডলফিন্, পাশাপাশি সাঁতরে, ভেলাটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। একটা মানুষ যত জোরে সাঁতরাতে পারে তার চেয়েও বেশী জোরে চলছে ভেলাটা। গতি আরও বাড়ছে। এ আবার কি ব্যাপার? নতুন একটা খেলা না কি?

না! তা তো নয়! চারপাশে সবক'টা ডলফিনের ব্যবহারই

BanglaBook.org

পাল্টে গেছে। সকলে যা করছে একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়েই করছে যেন। খেলার সময় শেষ, এবার কাজ শুরু। হাবেভাবে ঠিক তাই মনে হচ্ছে। প্রাণীগুলোর একটা বিরাট ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে রয়েছে সে। সকলে চলেছে একই দিকে। সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে, শত শত ডলফিন্ চলেছে। ঠিক যেন একটা শৃংখলাবদ্ধ সশস্ত্রবাহিনী তাকে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে ভেলা থেকে একটা ডলফিন্ সরে যাচ্ছে। তার জায়গা নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। ফলে গতি একটুও কমছে না। ডিকের আন্দাজে মনে হ'লো—অন্তত ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে চলেছে তারা। কোনদিকে যাচ্ছে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। সূর্য একেবারে মাথার ওপরে।

অনেকক্ষণ বাদে বোঝা গেল পশ্চিম দিকেই যাচ্ছে তারা। কারণ সূর্য ডুবছে সোজা সামনে। রাত হচ্ছে দেখে ডিক্ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সারাদিন রোদ্দুরে তার সারা গা পুড়ে যাবার দাখিল। তেষ্টা পেয়েছে ভীষণ, চারপাশে জল দেখে ইচ্ছে করছে খেতে। কিন্তু ও-জল খাওয়া বিপজ্জনক। বমি হতে শুরু করবে। তেষ্টা এত বেশী যে ক্ষিদে পাচ্ছে না তার একটুও। গলা এত শুকনো যে কিছু খাবার মতো অবস্থাই নেই।

সূর্য ডুবে গেল। চাঁদ উঠলো। তারায় ভরা আকাশের তলায়, চাঁদের আলোয়, ডিকের নতুন বন্ধুরা তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে তো চলেছে। হিসেব করে ডিকের মনে হলো, এভাবে চললে সারা রাতে প্রায় একশো মাইল যাওয়া যাবে। বেশ বোঝা যাচ্ছে এদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু সেটা কোথায়? কাছাকাছি কি কোনো তীরভূমি আছে, যেখানে এই বুদ্ধিমান, বন্ধুর মতো প্রাণীরা তাকে নিয়ে চলেছে? কেনই বা তাকে নিয়ে যাচ্ছে তারা সেখানে? কি উদ্দেশ্য?

রাত যে এত দীর্ঘ হয় ডিকের জানা ছিল না। তেষ্টা বেড়েই



BanglaBook.org

চলেছে। ঘুম আসছে না তার ফলে। তার ওপরে গায়ের অনেক জায়গা রোদের তেজে পুড়ে গেছে। ঠিক মতো শোয়া যাচ্ছে না। এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। কাপড় দিয়ে যন্ত্রণার জায়গাগুলো ঢেকে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো ডিক্। মাঝে মাঝে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ধীরে ধীরে এক-একটা উজ্জ্বল কৃত্রিম উপগ্রহ চলে যাচ্ছে। আরও খারাপ লাগছে ভাবলে যে ওই উপগ্রহগুলোর লোকজন বসে আছে এমন সব যন্ত্র নিয়ে যার দ্বারা অতি সহজেই তাকে খুঁজে পেতে পারে তারা চেষ্টা করলেই। কিন্তু চেষ্টা করলে তবে তো! তারা তো জানেই না যে সে এমন বিপদে পড়েছে।

চাঁদ ডুবলো এক সময়ে। ভোরের আগে খানিক অন্ধকার। সমুদ্রের জল আবার ঝল্‌সে উঠলো সমুদ্র-জোনাকীর আলোয়। ভেলার চারপাশে সুন্দর সুঠাম-দেহ ডলফিন্‌গুলির গায়েও সেই আগুনের রেখা। এক-এক সময় এক-একটা ডলফিন্ জল থেকে লাফিয়ে উঠছে। অন্ধকারে উজ্জ্বল রামধনুর সৃষ্টি হচ্ছে।

এবারে ভোর হতে দেখে ডিক্ খুশী হতে পারলো না। আবার সেই রোদের অসহ্য তাপ। কোনোমতে তার তুচ্ছ চাঁদোয়া খাটিয়ে তার তলে গুঁড়ি মেরে বসলো সে। তেষ্টার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো মনে মনে। তাই কি সম্ভব? কেবল তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো আইসক্রীম, ঠাণ্ডা সরবৎ আর স্বচ্ছ, শীতল টলমলে জলের ছবি। প্রায় তিরিশ ঘণ্টা সে জলে ভাসছে। জোর করে মনে মনে ভাবলো সে, এর চাইতে বেশী সময়ও তো লোকে জল না খেয়ে থেকেছে অনেক সময়।

মন তার ভেঙ্গেই পড়তো। কিন্তু তাকে নিয়ে চলেছে যারা তাদের দৃঢ় একাগ্রতা তার মনোবল যোগালো। ডলফিনের ঝাঁকটা চলেছে তাকে নিয়ে একভাবে, একটুও গতি শ্লথ না করে। কোথায় চলেছে তারা, এ-নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিলো ডিক্। দেখাই যাক্ না!

BanglaBook.org

তারপরে, খানিকটা সকাল এগোতে, অনেক দূরে আব্‌ছা ডাঙা দেখা গেল। প্রথমে তার ভয় হ'লো, কি জানি, হয়তো এক টুকরো মেঘ দেখে ভুল মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু একটু করে সন্দেহ দূর হয়ে গেল। দিক্‌চক্রবালে এক টুকরো মাটি, কোনো সন্দেহ নেই, গরম বাতাসের মধ্যে তার কিনারাগুলো কাঁপা-কাঁপা লাগছে।

এক ঘণ্টা পরে জায়গাটার খুঁটিনাটি নজরে আসতে লাগলো। ওই তো। গাছে-ছাওয়া লম্বা একটা সরু স্থলভূমি। ওই তো চারপাশে তাকে ঘিরে রয়েছে সরু সাদা বালির পাড়। ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদে। তার ওপারে মনে হচ্ছে একটা প্রবাল প্রাচীর রয়েছে। সমুদ্রে অনেকটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আছড়ে-পড়া সাদা সাদা ঢেউএর মাথা। প্রথমে ডিক্‌ কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখতে পেলো না। তার একটু পরে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে সে দেখলো অনেকটা ভেতরের এক জায়গা থেকে সরু একটা ধোঁয়ার রেখা উঠছে আকাশে। ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে, মানুষ নিশ্চয় আছে ওখানে।

তীর থেকে যখন সে বেশ কয়েক মাইল দূরে, ডলফিন্‌রা তাকে একচোট ভয় পাইয়ে দিল। তীরের এত কাছে এসে তারা দিক পরিবর্তন করে চললো অন্য দিকে। কি হ'লো? পরক্ষণেই বুঝলো ডিক্‌, প্রবাল প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয় বলে অন্য দিক দিয়ে তীরের কাছে যাচ্ছে তারা।

অন্য পথে যেতে সময় লাগলো আরও এক ঘণ্টা। এতক্ষণে ডিকের মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। আর ভয় নেই। বিপদ কাটলো তাহলে। ভেলাটা নিয়ে তার অক্লান্ত বাহকরা এগিয়ে এলো দ্বীপের পশ্চিম দিকে। দেখা গেল, নোঙর ফেলে রয়েছে কতকগুলো নৌকো, তীরের ওপরে কয়েকটা নীচু সাদা বাড়ী, আর কতকগুলো কুঁড়েঘর। তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে বাদামী-চামড়া কিছু লোকজন। বেশ কিছু লোক আছে তাহলে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই একরত্তি মাটির টুকরোর ওপর।

BanglaBook.org

এবারে ডলফিন্‌গুলো একটু ইতস্তত করতে লাগলো। ডিকের মনে হ'লো, অল্প জলে যেতে তারা অনিচ্ছুক। ভেলাটাকে নোঙর করা নৌকোগুলোর মধ্যে ঠেলে দিয়ে তারা পিছিয়ে যেতে লাগলো আস্তে আস্তে। যেন বলতে চাইলো—'আমরা তো এতদূর নিয়ে এলাম, এবার যাও, নিজে নিজে আপনার জনের কাছে যাও।'

ডিকের ভীষণ ইচ্ছে করলো তাদের কিছু বলতে। কিন্তু মুখ এত শুকনো যে কোনো কথা বেরোলো না। ভেলা থেকে জলে নামলো সে। মোটে কোমর জল। জল ঠেলে হেঁটে তীরে উঠলো ডিক্।

এদিকে বালির ওপর দিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে অনেক লোক। আসুক গে! ডিক্ ফিরে দেখলো অপূর্ব, শক্তিশালী প্রাণীগুলোর দিকে। হাত নেড়ে বিদায় জানালো। ততক্ষণে ডলফিন্‌রা ফিরে চলেছে তাদের ঘরের দিকে, খোলা সমুদ্রের অতল জলের দিকে।

তারপরেই, অচেতন হয়ে, ডিক্ লুটিয়ে পড়লো বালির ওপরে।

ডিকের ঘুম ভাঙলো একটা ঝকঝকে ঘরে নিচু খাটে শোয়া অবস্থায়। পর্দায় ঢাকা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ছে ঘরের সাদা দেওয়ালে। আসবাবপত্র ঘরে অল্পই। একটা বেতের চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, একটা হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন। একপাশে ছোট একটা আলমারী, বাতাসে একটু ডেটল আর ওষুধের গন্ধ। হাসপাতালের ঘর, সন্দেহ নেই।

উঠে বসতে চেষ্টা করতেই আর্তনাদ ক'রে শুয়ে পড়তে হ'লো আবার। সারা গা-হাত-পা জ্বলে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখলো, সমস্ত শরীরে দাগড়া দাগড়া লাল দাগ। অনেক জায়গায় চামড়া উঠে উঠে গেছে। বেশী যন্ত্রণার জায়গাগুলো অবশ্য সাদা একটা মলমে ঢাকা। নড়চড়া না ক'রে, আস্তে ক'রে ঠিক হয়ে শুতে গিয়ে পোড়ার জ্বলুনীতে মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এলো আবার। তক্ষুণি ঘরের

BanglaBook.org

দরজা খুলে ঢুকলেন এক মহিলা। যেমন রোগা তেমন লম্বা। চোখে একটা প্রাচীন সোনালী ফ্রেমের চশমা। রোগা হ'লেও চেহারায় কোনো দুর্বলতার ছাপ কিন্তু নেই।

"বলি ব্যাপারটা কি হে ছোকরা?" খন্‌খনে গলায় যেন বিশ্বের বিরক্তি। "এত হট্টগোল কিসের? একটু রোদ লেগে গা পুড়েছে বৈ তো নয়!"

ডিক্ চটেমটে একটা উত্তর দিতে যাবে, হাত নেড়ে তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে মাথায় এসে হাত রাখলেন মহিলা। সে-হাতের ছোঁয়ায় এত স্নেহ এত মমতা যে ডিকের চোখে জল এসে গেল। আস্তে আস্তে জ্বর দেখলেন, নাড়ী দেখলেন তিনি। তারপর সেই একই রকমের কাংস্যবিনিন্দিত গলায় বলে উঠলেন, "এবারে তোমায় একটা ওষুধ খাওয়াবো, তাতে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম ভাঙলে দেখবে ব্যথাট্যাথা সব সেরে গেছে। তার আগে বলো তো বাপু তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা কি? টেলিফোন করে খবর দিয়ে দি।"

এই রে! এত কাণ্ডের পর এক্ষুণি পরের জাহাজে বাড়ী ফিরতে হবে? গম্ভীর মুখে ডিক্ উত্তর দিলো, "আমার বাড়ীতে কেউ নেই। কাউকে খবর দিতে হবে না।"

"হুঁঃ!" বোঝাই গেল মহিলা আদৌ তার কথা বিশ্বাস করেন নি। "সে যাই হোক্, ওষুধটা তাহলে খেয়ে নাও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ো দয়া করে।"

"একটা কথা বলবেন?" অনুনয়ের সুরে ডিক্ প্রশ্ন করলো, "এটা কি অষ্ট্রেলিয়া?"

একটা কাপে ওষুধ ঢালতে ঢালতে মহিলা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ-ও বলতে পারো, না-ও বলতে পারো। এটা অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে পড়ে বটে, তবে এ দ্বীপটা মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে। গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের একটা দ্বীপে আছ এখন তুমি। এখানে যে পৌঁছেছো তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। নাও, আর বকিয়ো না, এটা খেয়ে

BanglaBook.org

নাও দেখি। না, না, খুব খারাপ খেতে নয় রে বাবা।"

সত্যিই ওষুধটা মন্দ খেতে নয়। চুমুক দিয়ে ওষুধটা শেষ করে ডিক্ আবার প্রশ্ন করলো, "এ দ্বীপটার নাম কি?"

"সেটা তোমারই তো ভালো জানা উচিত, বাছা। এ জায়গাটাকে সকলে বলে 'ডলফিন্ দ্বীপ'।"

ডলফিন্ দ্বীপ! ডলফিন্ দ্বীপ! ডলফিন্ দ্বীপ! নামটা মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ডিকের তার চোখ আবার বুজে এলো ঘুমে।

সে ঘুম ভাঙলো অনেক পরে। হাত পা একটু আড়ষ্ট লাগছে বটে, কিন্তু জ্বালাটা চলে গেছে একদম। সাথে সাথে অবশ্য চামড়াও উঠে গেছে প্রায় সবটা। সাপের খোলসের মতো তখনও পরতে পরতে তার মরা চামড়া উঠে আসছে।

মহিলা তাকে জানিয়ে দিলেন, তিনি নার্স, তাঁর নাম লাবণ্য, তিনি এসেছেন বাংলা দেশের ঢাকা শহর থেকে, এ-দ্বীপটা অলস লোকেদের স্বর্গ এবং যে-সব ছেলেরা ডলফিনের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায় আর খাবার-দাবার না খেয়ে দিব্যি থাকে তাদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। ব'লে, ডিকের মাথায় একপ্রস্থ হাত বুলিয়ে, থালা ভরে ডিম, পাঁউরুটি-মাখন এবং নানারকম ফল সামনে ধরে দিলেন তিনি। ধমক দিয়ে দিয়ে সবটা খাইয়ে তবে ছাড়লেন তাকে।

খাবে কি! ডিক্ তখন ভাবছে কতক্ষণে চারদিকটা ঘুরে দেখবে।

"অতো ব্যস্ত হ'য়ো না তো।" এক ধমক লাগালেন নার্স। "অনেক সময় পাবে টহলদারী করার এখন এই হাফ্ প্যান্ট, এই সার্ট আর টুপিটা পরে দেখ দেখি। একদম রোদ লাগাবে না। এখানে রোদ কিন্তু ভয়ানক চড়া। যদ্দিন না চামড়া পুড়ে বেশ তামাটে হচ্ছে তদ্দিন সাবধান। নাহলে আবার এইখানে ফিরে আসতে হবে। আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করবো তাহলে।"

বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়লো ডিক্। মহিলা যেমন আদর ক'রে

BanglaBook.org

খাওয়ান, ধমকটাও দেন তেমন কড়া। চটিয়ে কাজ নেই বাবা।

ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকলো ছোট একটা মেয়ে। নার্স তাকে ডেকে বললেন, "এই নাও ম্যারী, তোমাদের 'ডলফিন বালক'কে নিয়ে যাও ডাক্তারবাবুর অফিসে। অপেক্ষা করছেন উনি।"

কড়া রোদে চোখ ধাঁধানো সাদা ভাঙ্গা প্রবালের কুচো ছড়ানো রাস্তা দিয়ে মেয়েটার পিছু পিছু চললো ডিক্। রাস্তাটা গেছে বড়ো বড়ো ছায়াময় কতকগুলো গাছের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে। গাছগুলো অনেকটা ওক্ গাছের মতো। একটু এগিয়ে রাস্তাটা এসে পড়লো একটা বড়ো খোলা জায়গায়। বেশ কয়েকটা একতলা কংক্রীটের বাড়ী রয়েছে সেখানে। একটা থেকে আরেকটায় যাওয়ার জন্য পথ-গুলোর ওপরে আবার সাঁকো করা আছে কাঠ দিয়ে। কতকগুলো বাড়ীর বড়ো বড়ো জানালা দিয়ে ভেতরে কর্মরত লোকেরা উৎসুক দৃষ্টিতে ডিক্‌কে দেখতে লাগলো। সে ইতিমধ্যেই বেশ খ্যাতনামা ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ডলফিন্‌দের কল্যাণে। সত্যিই! যেভাবে সে এই দ্বীপে এসেছে তাতে লোকের অবাক হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। এক-একবার ডিকের নিজেরই মনে হচ্ছে, গোটা ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় তো?

বাড়ীগুলোর মধ্যে কয়েকটার আবার জানালা নেই মোটেই। তাদের গায়ে লাগানো রয়েছে অনেক মোটা মোটা নল আর বেশ কিছু তার। মনে হয় ভেতরে নানান্ রকম যন্ত্রপাতি আছে। এমনি একটা ঘরের দরজায় লেখা রয়েছে 'ডাঃ নীল স্যাণ্ডারসন— অ্যাসিস্টাণ্ট ডাইরেক্টর'। সেখানে ডিক্‌কে পৌঁছে দিয়ে লাজুক চোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে উধাও হয়ে গেল ম্যারী। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে দু'টো টোকা দিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ডিক্। ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। শীততাপনিয়ন্ত্রিত।

ডাঃ স্যাণ্ডারসনকে দেখে ডিকের কেন যেন একদমই ভালো লাগলো না। বেশ মোটাসোটা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। এই প্রথম

BanglaBook.org

একজন সাদা চামড়ার লোক এই দ্বীপে দেখলো ডিক্। ভদ্রলোকের মুখ ঘামে চক্‌চক্ করছে, জামাটাও জায়গায় জায়গায় ভেজা। বড়ো একটা ফুল-আঁকা রুমাল দিয়ে সারাক্ষণ মুখ মুছে চলেছেন তিনি।

"ওই চেয়ারটায় বসো খোকা।" গলাটা সর্দিবসা।

'খোকা' ডাক শুনে ডিকের বিরক্তি আরও বাড়লো। কি করা যাবে, পড়েছি মোগলের হাতে, সভ্য হয়ে চেয়ারে বসে ধন্যবাদ জানালো ডিক্। ডাঃ স্যাণ্ডারসনের পরের কথা শুনে ডিক্ চেয়ার থেকে প্রায় উল্টে পড়ে আর কি!

"বল দেখি খোকা, 'সিলভার ষ্ট্রীক্' ডুবে যাবার পর থেকে কি কি ঘটেছিলো?"

হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ডিক্। তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ভেবেছিল জাহাজডুবিতে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে বলে ক'দিন ঘাপ্‌টি মেরে থাকবে সে। কিন্তু হোভারশিপ্‌টার খবর যখন জানে তখন সবই এরা জেনে গেছে নিশ্চয়। এবার বাড়ী তাহলে তাকে যেতেই হবে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্।

"আমি তো 'সিলভার' না-কি নাম বললেন এমন কোনো জাহাজের কথা জানি না।" যতটা সম্ভব সত্যবাদী-সত্যবাদী মুখ করা যায় ততটা ক'রে ডিক্ উত্তর দিল।

ডাঃ স্যাণ্ডারসন মুখটা একবার বাঁকালেন। হাসি চাপলেন, না বিদ্রূপ করলেন, বোঝা গেল না।

"খোকা, আমাদের মাথায় কি কেবলই গোবর ভেবেছ? অমন অদ্ভুতভাবে যখন তুমি তীরে ভিড়লে তখন আমরা প্রথমেই বেতারে খবর নিলাম উপকূল-রক্ষী বাহিনীর কাছে, কোনো জাহাজ-ডুবি হয়েছে নাকি। ওরা জানালো 'সিলভার ষ্ট্রীক্'-এর কথা। বললো, নাবিকরা সকলে ব্রিস্‌বেনে পৌঁছে বলেছে, তাদের জাহাজ ডুবেছে তীর থেকে শ'খানেক মাইল দূরে। কিন্তু যখন শুনলাম সেই জাহাজের সকলেই উদ্ধার পেয়েছে তখন আবার একটু ফাঁপরে পড়লাম।

BanglaBook.org

তখন কে যেন বললো— এ খোকাটি জাহাজটায় লুকিয়ে ওঠে নি তো? তখন ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেল। 'সিলভার ষ্ট্রীক'-এর যাত্রাপথ ধরে পুলিসের সাথে যোগাযোগ করতেই বোঝা গেল সব।" ডিকের হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে থামলেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন। ধীরে সুস্থে একটা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বা'র করে ধীরে ধীরে দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরালেন তিনি। তাঁর পরের কথাগুলো শুনে ডিকের মন থেকে তাঁর সম্পর্কে সব অভক্তি দূর হয়ে গেল।

"তোমার তো বেশ সাহস, খোকা! বাড়ী থেকে পালিয়েছো, তা ভালোই করেছো। তোমাকে পাওয়া গেছে শুনে তোমার মাসী যে খুব খুসী হলেন তা তো মনে হ'ল না।"

ডিক্ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলো, "তাহলে আমাকে নিয়ে এখন কি করবেন?"

মুখটা বার দু'য়েক মুছে নিয়ে ডাঃ স্যাণ্ডারসন উত্তর দিলেন, "এক্ষুনি বিশেষ কিছু করার নেই হে। আমাদের জাহাজটা গেছে মেইনল্যাণ্ডে। ফিরবে কাল, তারপর সপ্তাখানেক পরে আবার যাবে সেখানে। কাজেই দিন আষ্টেক এখানে তোমাকে থাকতেই হবে। কি? ভালো লাগবে তো?"

খুশীতে অধীর হয়ে ডিক্ এত জোরে মাথা নাড়লো যে তার ঘাড়ের কাছ থেকে খানিকটা মরা চামড়া চড়্চড়্ করে উঠে গেল। আট দিনে কত কিছু ঘটতে পারে। আর নিজে থেকে কিছু যদি না ঘটে তাহলে ঘটাতে কতক্ষণ?

তারপর আধ ঘণ্টা ধরে ডাঃ স্যাণ্ডারসনের কাছে তার অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দিলো ডিক্। তিনি অনেক প্রশ্ন করলেন, কিছু কিছু কথা টুকে রাখলেন। ঘটনাটা শুনে তিনি যে বিশেষ অবাক হলেন তা মনে হ'লো না। কতকগুলো ডলফিনের ছবি বা'র করে ডিক্কে দেখালেন তিনি। এত রকমের যে ডলফিন্ হয় তা ডিকের জানাই ছিল না।

BanglaBook.org

"তুমি তোমার বন্ধুদের চিনিয়ে দিতে পারবে?" জানতে চাইলেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন।

"দেখি চেষ্টা ক'রে।" বলে ডিক্ দেখেশুনে গোটা পাঁচেক ছবি বেছে বার করলো।

ডাঃ স্যাণ্ডারসন বেশ খুশী হয়ে উঠলেন।

"হ্যাঁ, এরাই হবে বলে মনে হয়।" বলেই তিনি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, ওরা কেউ তোমার সাথে কথা বলেছিলো?"

প্রথমে ডিক্ ভাবলো ভদ্রলোক রসিকতা করছেন। কিন্তু তারপরেই বুঝলো, প্রশ্নটা ঠাট্টা নয়।

"নানারকম শব্দ করছিলো, ডাকছিলো, শিস দিচ্ছিলো। কিন্তু আমি তো কিছু বুঝিনি সে-সব শব্দের।"

এবারে ডাঃ স্যাণ্ডারসন হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর একটা বোতাম টিপলেন। ঘরের পাশের একটা স্পীকার থেকে কতকগুলো শব্দ ভেসে এলো। প্রথমে শোনা গেল ক্যাঁচক্যাঁচে একটা আওয়াজ, যেন একটা জংধরা লোহার কব্জা খুলছে। তারপর মনে হ'লো, ফোঁস ফোঁস ক'রে একটা পুরনো ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে। তারপর পরিষ্কার শোনা গেল— "সুপ্রভাত, ডাঃ স্যাণ্ডারসন।" কথাগুলো খুব দ্রুত উচ্চারিত কিন্তু একদম পরিষ্কার, আর টিয়াপাখির মতো শব্দ নকল করে বলাও নয়। বেশ বুঝে-শুনেই বলা, পরিষ্কার বোঝা গেল।

ডিকের মুখের চেহারা দেখে ফিক্ করে হেসে ফেললেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন।

"জানো না তুমি, ডলফিন্‌রা কথা বলতে পারে?"

মাথা নাড়লো ডিক্।

"বহুদিন থেকেই আমরা জানি, ডলফিনদের একটা বিশদ ভাষা আছে। আমরা সেটা শেখার চেষ্টা করছি, সাথে সাথে ওদেরকেও বুনিয়াদী ইংরেজী শেখাবার চেষ্টা করছি। ডাঃ কিন্‌টে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন! তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে আমরা

BanglaBook.org

অনেকটা এগিয়েছি। কাল উনি জাহাজে ফিরবেন। তখন ওঁর সাথে আলাপ হবে তোমার। তোমার গল্প শুনতে ওঁরও খুব আগ্রহ। যাই হোক্, আপাতত তোমাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন লোক চাই।"

টেবিলের ওপর আরেকটা বোতাম টিপতেই একটা ইন্টারকম্ স্পীকার থেকে উত্তর এলো, "স্কুল বলছি। বলুন, ডাঃ স্যাণ্ডারসন।"

"বড়ো ছেলেদের কেউ খালি আছে নাকি?"

"চিকো খালি আছে—ওকে হ'লে চলবে?"

"হ্যাঁ চলবে। আমার অফিসে ওকে পাঠিয়ে দিন।"

ডিক্ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। এখানেও স্কুলের হাত থেকে নিস্তার নেই। চোখ তুলে দেখলো ডিক্, ডাঃ স্যাণ্ডারসন কপাল মুছতে মুছতে মিটিমিটি হাসছেন।

চিকোকে মন্দ লাগলো না ডিকের। গুলতাপ্পিটা একটু বেশী মারে আর দ্বীপ সম্পর্কে জানে বেশী বলে একটু অহংকার আছে, এই যা। তা সেটুকু মেনে নেওয়া যায়, কেননা ওর সাথে সাথে যা দেখা যাচ্ছে আর শেখা যাচ্ছে তার বদলে একটু-আধটু বুক্নি সহ্য করতে ডিকের আপত্তি নেই। কতকগুলো তাপ্পি ধরে ফেলতে দেরী হয় না। দ্বীপের রেডিও খারাপ হয়ে গেলে লাবণ্যদিকে একটু উঁচু জায়গায় দাঁড় করিয়ে চিৎকার করে কথা বলিয়ে মেইনল্যাণ্ডে খবর-টবর পাঠানো চলে আর তারপরে দিন পনেরো একটাও মাছ ধরা পড়ে না আশপাশের জেলেদের জালে—এ-কথা যে গুল্ তা কে না বোঝে? কিন্তু কতকগুলো কথা ডিকের মনে প্রায় বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। সব কথাই চিকো গম্ভীর চালে বিজ্ঞের মতো ঘোষণা করে, ধরা শক্ত হয়ে পড়ে বৈকি মাঝে মাঝে।

বেশ কয়েকদিন ধরে চিকোর সাথে দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখলো

BanglaBook.org

ডিক্। দ্বীপের দু'ধরনের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের সাথেই আলাপ হলো। দু'ধরনের অধিবাসী বলতে, এক হচ্ছে গবেষণা সংস্থার বৈজ্ঞানিক আর যন্ত্রবিদ্‌রা, আরেক হচ্ছে জেলের দল যারা মাছ ধরার ব্যবসা করে এবং নৌকো আর ক্ষুদে জাহাজগুলোকে চালায়। এই জেলেদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ আবার গবেষণা সংস্থার নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলো দেখাশুনা করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, রান্নাবান্না, কাপড়কাচা আর গুটি দশেক গরু নিয়ে তৈরী ছোট্ট ডেয়ারীটা, সবই এই সব কর্মীদের হাতে।

প্রথম দিনের কথা ডিকের চিরকাল মনে থাকবে। ম্যারী গম্ভীর ভাবে চিকোর সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিল। পরমুহূর্ত থেকেই সে চিকোর দখলে। একটু বেঁটে, কিন্তু চমৎকার গড়নের ছেলে চিকো। কোঁচকানো কোঁচকানো একমাথা কালো চুলের নীচে অস্থির একজোড়া চোখ ডিক্‌কে এক ঝলক দেখেই যেন মেপে নিল সব দিক থেকে। তার পরেই চ্যাপ্টা নাক কুঁচকে ধপ্‌ধপে সাদা দাঁত বার করে হেসে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো দ্বীপ পরিদর্শনে।

তৈরী রাস্তা ছেড়ে বাড়ীঘর ফেলে দ্বীপের অন্য দিকে যাবার জন্য তারা একটা ছোট বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। বনটা খুব ঘন হ'লেও হাঁটতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। দ্বীপের অনেকটাই এই বনে ঢাকা। কতকগুলো গাছ দেখে ডিকের খুব অবাক লাগছিল। গোড়ার কাছে ছোট ছোট কাঠি দিয়ে যেন গাছগুলোকে ঠেক্‌নো দেওয়া হয়েছে। কাছ থেকে দেখে ডিক্ বুঝলো, ঠেক্‌নো নয়, ওগুলো গাছেরই অংশ। নরম বালিমাটি যদি ধরে না রাখতে পারে, তাই গাছগুলো নিজেরাই যেন ভর দেবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। তার মুখে কৌতূহল দেখে চিকো ব্যাখ্যা করে দিল, "ওগুলো হচ্ছে প্যাণ্ডানাস। কেউ কেউ নাম দিয়েছে রুটি গাছ। ওর ফল থেকে রুটির মতো খাবার বানানো যায় কি না। আমি একবার খেয়েছি।"

BanglaBook.org

"কেমন খেতে ?"

"জঘন্য। রুটির মতো একেবারেই নয়।"

"এখানে কবে থেকে আছো তুমি ?"

"এসেছি বছর পাঁচেক হ'লো। আমরা আসলে কর নিকোবরের লোক। আমার বাবা ও কাকা খুব দক্ষ নাবিক তো। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওঁদের মনে হ'লো কাজটা বেশ ভালো লাগবে, তাছাড়া মাইনেও ভালো। আমরা যখন আসি তখন আমার এগারো বছর বয়েস।"

"তোমার ভালো লাগে এখানে ?"

"লাগে না আবার ? আমি আর কখনো নিকোবরে ফিরবোই না। প্রবাল প্রাচীরটা তো এখনো দেখোনি, তাই বুঝছো না। দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

কথা বলতে বলতে তারা এসে পৌঁছলো দ্বীপের পূব দিকের বেলাভূমিতে। তাদের সামনে উন্মুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বিস্তার। দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসই হ'লো না যে সে আরও দূর থেকে ভেসে এসেছে।

কোথাও কোন জনমানব নেই। তারাই যেন একমাত্র বাসিন্দা দ্বীপের। ঝড় হ'লে এই দিকটাই খোলা বলে আক্রান্ত হয় বেশী, তাই বাড়ী-ঘর, জাহাজঘাট সবই অন্য দিকে। সমুদ্রের ধারে পড়ে আছে বিরাট বিরাট, অনেক টন ওজনের প্রবালের চাঁই। ঢেউ-এর ধাক্কায় পাড়ে এসে পড়েছে। অত বড় চাঁইগুলোকে ভাসিয়ে আনে যে ঢেউ সে না-জানি কতো বড়।

বালিয়াড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকে ডিক্ আর চিকো। কর্কশ শব্দ ক'রে মাথার ওপর দিয়ে নানা রকম সমুদ্রের পাখি উড়ছে। তাদেরই একটাকে দেখিয়ে চিকো বললো, "ওই পাখিগুলোর নাম হচ্ছে গ্যানেট্। ওরা দিনে অনেক সময় দু'শো মাইল পর্যন্ত উড়ে যায় মাছ ধরতে। আকাশ থেকে যখন ছোঁ মারে মাছের দিকে

BanglaBook.org

তাক্ করে তখন ঠিক রকেটের মতো জোরে ডাইভ দেয় ওরা। জলে পড়লে দশ ফুট পর্যন্ত জল ছিট্‌কে ওঠে। আর জলের তলায় কত গভীর পর্যন্ত যে চলে যায় সে কি বলবো! একবার প্রায় ষাট ফুট জলের তলায় সাঁতরাচ্ছি, দেখি আমার পাশে একটা পাখি উড়ছে। আমি তো ভিরমী খাবার জোগাড়! তারপর দেখি, না, একটা গ্যানেট্।"

এমন ঘটনা ঘটতে পারে না বলেই ডিকের মনে হ'লো। তবু ভদ্রতার খাতিরে একটা "আশ্চর্য তো" বলে প্রসঙ্গ বদ্‌লালো সে।

"ডাঃ স্যাণ্ডারসনের কাছে শুনলাম, ডাঃ কিন্‌টে আসবেন সাত দিন পরে। কে উনি?"

"আরে তাও জানো না? উনিই তো আসল লোক! যাদের নিয়ে উনি গবেষণা করেন তাদের দেখাতেই তো নিয়ে এসেছি তোমাকে এখানে। চলো, দেখতেই পাবে ব্যাপারটা কি।" ব'লে, রহস্যময় মুখ করে চুপ করে এগোতে লাগলো চিকো আর কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে। চটে গিয়ে ডিক্‌ও চুপ করে চলতে লাগলো।

হাঁটতে হাঁটতে দ্বীপের উত্তর দিক ঘুরে পশ্চিম পাড় ধরে দক্ষিণ পাশে বাড়ী-ঘরগুলোতে পৌঁছবার আগে তারা একটা বড়ো বাঁধানো পুকুরের পাশে এসে পৌঁছলো। পুকুরটার একদিক থেকে একটা সরু খাল বেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ভাঁটার সময়। খালের মুখে একটা লক্-গেট পুকুরের জলটা আটকে রেখেছে। জোয়ার এলে সেটা খোলা হয়।

পুকুরের মধ্যে তাকিয়ে ডিক্ যা দেখলো তাতে তার সব রাগ জল হয়ে গেল। পুকুরটার মধ্যে ধীরে ধীরে সাঁতরে বেড়াচ্ছে দু'টো ডলফিন্। বেশী কাছে যাওয়া যাবে না। পুকুরটা একটা উঁচু জালের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটা সাইনবোর্ডে লাল হরফে লেখা রয়েছে—"কথা বলবেন না! হাইড্রোফোন চলছে!"

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে এলো দু'জনে।

BanglaBook.org

এতক্ষণে মুখ খুললো চিকো, "ডাঃ কিন্‌টে ভয়ানক চটে যান এখানে কথা বললে। উনি বলেন, তাতে ডলফিন্‌রা গোলমালে পড়ে। কথা শিখছে তো! একদিন একজন জেলে মাতাল হয়ে এখানে এসে ডলফিনদের একগাদা খারাপ খারাপ কথা বলেছিল। ক্ষেপে গিয়ে ডাঃ কিন্‌টে পরদিন তাকে দ্বীপ থেকে তাড়িয়ে দেন।"

ডিক্ একটু ঘাবড়ে গেল। ভদ্রলোক তো বেশ রাগী মনে হচ্ছে! ওঁকে বাগে আনতে না পারলে তো তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। কি করা যায়!

"না, না। ভয়ের কিছু নেই। লোক উনি মন্দ নন্।" তাকে আশ্বাস দিলো চিকো। "তাছাড়া তোমাকে ডলফিনরা এখানে এনেছে। তোমার খাতিরই আলাদা

"উনি কি সত্যি সত্যি ডলফিনদের ভাষা বলতে পারেন? ওরকম অদ্ভুত শব্দ কোনো মানুষ করতে পারে?"

"উনি দুটো চারটে শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন। তবে টেপ-রেকর্ড করা ওদের কথাবার্তা যন্ত্র-গণকের সাহায্যে উনি অনুবাদ করতে পারেন। তারপরে নতুন টেপ বানিয়ে ওদের সাথে কথা চালান উনি। ব্যাপারটা খুবই জটিল

ডিকের খুব অবাক লাগলো। ডলফিনদের ভাষা শেখা! সে তো খুব আশ্চর্য ব্যাপার!

"আচ্ছা বল তো," চিকো তাকে প্রশ্ন করলো, "মানুষ কথা বলতে শেখে কি করে?"

"মা বাবার কথা শুনে শুনে।"

"ঠিক বলেছ। ডাঃ কিন্‌টে ঠিক সেই পদ্ধতি ধরেছেন। উনি করেছেন কি, একটা মা-ডলফিন আর বাচ্চা-ডলফিন নিয়ে পুকুরে রেখেছেন। দু'জনকে একসাথে রেখেছেন অন্য সব ডলফিনদের থেকে আলাদা ক'রে। মা-ডলফিন যা যা বলে, রেকর্ড করছেন। কাজেই বাচ্চা ডলফিনটার সাথে সাথে উনিও ওদের ভাষা শিখতে

BanglaBook.org

পারছেন।"

"শুনে তো দিব্যি সহজ কাজ মনে হচ্ছে।" বললে ডিক্।

"অতো সোজা নয়। অনেক বছর শিখে তবে ডাঃ কিন্‌টে কয়েক হাজার শব্দ শিখেছেন। এখন উনি ডলফিনদের ইতিহাস লিখছেন।"

"সে আবার কি?" ডিকের গলায় বিস্ময়।

"বলতে গেলে তাই। ওদের তো বই-টই নেই। তাই ওদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। বহু বহু বছর আগে সমুদ্রে কি কি ঘটেছে ওরা আমাদের জানাতে পারে। মানুষ যখন এত কিছু আবিষ্কার করেনি তখন তো তাকে সব মনেই রাখতে হতো। ডলফিনরাও তাই করে আর কি।"

ডিক্ ক্রমশ আরও অবাক হতে লাগলো। এ তো এক অপূর্ব জায়গায় এসে পড়েছে সে!

হঠাৎ চিকো পিছন ফিরে বালিয়াড়ির দিকে দৌড়তে লাগলো। ডিক্ অবাক হয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, ছুটলো পিছনে।

"কি হ'লো হঠাৎ।"

"ধূর। তোমার সাথে কথা বলতে বলতে ভুলেই গেছিলাম। একটা জিনিষ নিতে হবে।"

খানিকটা গিয়ে দেখা গেল, সমুদ্র থেকে বালির উপর কিছুটা জায়গা মসৃণ হয়ে আছে। ভারী কিছু টেনে নিয়ে গিয়েছে যেন কেউ। সেই জায়গাটার শেষে জলের অনেকটা দূরে খানিকটা বালি চেপে চেপে যেন দুরমুশ করে সমান করা। সেখানে হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে চিকো কয়েক ডজন টেব্‌ল-টেনিস বলের আকারের ডিম বার করলো। খোলাগুলো শক্ত নয়, চামড়ার মতো। সার্ট খুলে ব্যাগের মতো ক'রে তার মধ্যে সেগুলো ভরলো।

"কি বলো তো এগুলো?"

"কচ্ছপের ডিম তো?" তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল ডিক্। "কি

BanglaBook.org

করে বাচ্চাগুলো ডিম ফুটে গেলে বালি সরিয়ে বেরিয়ে আসে, টেলিভিশনে দেখেছি।"

জ্ঞান দিতে না পেরে চিকো একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো।

"কি করবে ওগুলো?" প্রশ্ন করলো ডিক্।

"খাবো, আবার কি করবো। ফ্রায়েড্ রাইসের সাথে যা লাগবে না, আঃ!"

"এ বাবা! আমি খাচ্ছি না ওগুলো!"

"ধরতেই পারবে না।" বিজ্ঞ হেসে চিকো বললো, "যা রাঁধে না আমাদের রাঁধুনি, তুমি টেরই পাবে না খাচ্ছো কি খাচ্ছো না।"

ঘণ্টায় পঞ্চাশ 'নট' বেগে দ্রুত ছুটে এসেছে হাইড্রোফয়েল লঞ্চ 'করমোরাণ্ট'। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড, দ্বীপের লোকের ভাষায় 'মেইনল্যাণ্ড', থেকে একশো মাইল পথ দু'ঘণ্টায় অতিক্রম করেছে। ডলফিন্ দ্বীপের কাছে পৌঁছে সে তার বিশাল 'স্কী' দু'টো নিল গুটিয়ে। জলের ওপর অন্য পাঁচটা জলযানের মতো ভেসে এবারে সে গতি কমিয়ে ধীরে সুস্থে দশ 'নট্' বেগে এসে ভিড়লো তীরে।

দিগন্তে 'করমোরাণ্ট'-এর চেহারা আবছা দেখা যেতেই দ্বীপের বহু লোক এসে দাঁড়িয়েছিল সমুদ্রের ধারে। তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ডিক্ দেখলো, দুধ-শাদা লঞ্চটা সাবধানে প্রবাল প্রাচীর কাটিয়ে তৈরী করা পথ দিয়ে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো জাহাজঘাটে।

প্রথমে নামলেন ডাঃ কিন্‌টে। পরণে চোখ-ধাঁধানো শাদা জাহাজী পোশাক। মাথায় চওড়া-কিনারা টুপি। বাচ্চা থেকে বুড়ো, ছেলে থেকে শুরু করে যন্ত্রবিদ্, সকলে সমান উষ্ণতা নিয়ে স্বাগত জানাল তাঁকে। অসাধারণ মানুষ এই ডাঃ কিন্‌টে, দেখেই বুঝলো ডিক্। দ্বীপের প্রতিটি লোক এই মানুষটিকে অদ্ভুত ভালোবাসে আর শ্রদ্ধা করে।

BanglaBook.org

ঘণ্টাখানেক ধরে চললো 'করমোরাণ্ট' থেকে মাল খালাস। সকলে হাতে হাতে মালপত্র নামিয়ে 'মালখানা' ঘরে জমা করলো সেগুলো। অনভ্যস্ত পরিশ্রমে ঘেমে নেয়ে ডিক্ সবে একগ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ নিয়ে বসেছে, ডাক এলো, দয়া করে একবার পাঁচ নম্বর বাড়ীতে চলে এসো।

বেশ বড়ো একটা ঘরভর্তি নানা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। তার মধ্যে মস্ত একটা কণ্ট্রোল ডেস্কের সামনে ডাঃ কিন্‌টে আর ডাঃ স্যাণ্ডারসন বসে মনোযোগ সহকারে কি করছেন। ডিকের দিকে ফিরেও তাকালেন না তাঁরা। ডিক্ অবাক বিস্ময়ে চতুর্দিক দেখতে লাগলো। কথা বলার একটুও ইচ্ছে তারও হ'লো না।

একটা স্বরবর্ধক যন্ত্র / লার্ডড-স্পীকার থেকে আসছে কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ। বারে বারে একই অনুক্রমে একই শব্দ। শব্দগুলো পরিচিত, ডলফিনের ডাক। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে। ডিক্ একটু শুনেই বুঝলো, শব্দগুলোর উচ্চারণের দ্রুততা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের অপটু কানকে সুবিধা করে দিতে, খুঁটিনাটি বুঝতে সাহায্য করতে।

পাশেই রয়েছে দূরদর্শনের একটা বিরাট পর্দা। যত বার শব্দগুলো হচ্ছে ততবার সেই পর্দায় আলো-ছায়ার একটা প্যাটার্ণ ফুটে উঠছে। উজ্জ্বল আলোর রেখা আর আবছা আবছা 'ব্যাণ্ড' মিলে একটা ম্যাপের মতো তৈরী হচ্ছে। ডিকের অশিক্ষিত চোখে তার কোনো অর্থ ধরা না পড়লেও, বৈজ্ঞানিক দু'জনের কাছে যে অনেক অর্থ বহন করছে ওগুলো, তা বোঝাই যাচ্ছে। খুব মন দিয়ে তাঁরা পর্দাটা লক্ষ্য করছিলেন, মাঝে মাঝে চাবি ঘুরিয়ে আলোগুলোর ঔজ্জ্বল্য কমাচ্ছিলেন, বাড়াচ্ছিলেন।

হঠাৎ ডাঃ কিন্‌টের চোখ পড়লো ডিকের ওপর। শব্দটা বন্ধ করে ঘুরে বসলেন তিনি। পর্দাটা অবশ্য চালুই রইল। নিঃশব্দে জ্বলতে নিভতে থাকলো আলোগুলো বিচিত্র এক মোহজাল বিস্তার ক'রে।

BanglaBook.org

ডিক্ এবার ভালো করে দেখে নিলো ডাঃ কিন্‌টেকে। ছাপান্ন সাতান্ন বছরের সুগঠিত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। গায়ের রং বেশ কালো। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মুখের ওপর একটা বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ আত্মসমাহিত ভাব। সব সময় মনটা তাঁর যেন দুরূহ কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যার মধ্যে ডুবে আছে। পরে ডিক্ চিকোর কাছে শুনেছিলো ডাঃ কিন্‌টের গভীর পাণ্ডিত্য আর যুগান্তকারী প্রতিভার কথা। আরও একটা কথা শুনেছিলো, কিন্তু কিছুই মানে বোঝে নি। ডাঃ কিন্‌টের পূর্বপুরুষেরা নাকি 'ক্রীতদাস' ছিলো। 'ক্রীতদাস' কথাটার মানে কী জানতে চাওয়ায় বলেছিল, অর্থ সেও জানে না। লাইব্রেরীতে অভিধান দেখেও বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি। কয়েকজন মানুষ অন্য কিছু মানুষকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে তাদের দিয়ে জোর ক'রে কাজ করিয়ে নিতো —এ ব্যাপারটা ডিকের কিছুতেই বোধগম্য হয় নি। তারপরে, বাজে কথা যতো, এই ব'লে বেমালুম ভুলে গেছে।

এই মুহূর্তে ডাঃ কিন্‌টের দিকে তাকিয়ে ডিকের মনে হ'লো ওঁর মন যেন ঠিক দু'টো স্তরে চলাফেরা করে। এক স্তরে তিনি প্রাত্যহিক নানা কাজ নানা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অন্য স্তরে তাঁর মন নিমগ্ন থাকে বিজ্ঞানের জটিল রহস্য সমাধানের সূত্রের মধ্যে, যেখানে অন্য কারো প্রবেশের জায়গা নেই।

"বোসো ডিক্", বললেন ডাঃ কিন্‌টে। "আমাকে ডাঃ স্যাণ্ডারসন মেইনল্যাণ্ডে বেতারেই তোমার খবর জানিয়েছিলেন। সত্যি, তোমার মতো ভাগ্যবান ছেলে দেখা যায় না।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো ডিক্।

"অনেক শতাব্দী ধরেই কিংবদন্তী বলে যে অনেক সময় ডলফিনরা ডুবন্ত মানুষকে ঠেলে ডাঙায় তুলে দেয়। তবে তা নিছক গল্পকথা মনে করতো লোকে। ইদানিং অবশ্য অন্যরকম ভাবছি আমরা। তাছাড়া, তোমাকে তো ওরা শুধু ঠেলে ডাঙায় তুলেছে এমন নয়, তোমাকে একশো মাইল বয়ে নিয়ে এসেছে। তার ওপরে, নিয়ে

BanglaBook.org

এসেছে সোজা আমাদের কাছে। আমরা জানতে চাইছি সেটাই। আমাদের কাছেই তোমাকে নিয়ে এলো কেন? তোমার কী মনে হয়?"

তার মত জানতে চাওয়ায় খুশী হ'লো ডিক্। আন্দাজেই উত্তর দিলো, "ওরা নিশ্চয় জেনেছে আপনারা ডলফিন্‌দের সাথে কাজ করছেন। কিন্তু—কিন্তু ওরা জানলো কি করে?"

"সেটা খুব সমস্যা নয়," বলে উঠলেন স্যাণ্ডারসন। "আমরা যে সব ডলফিন্‌দের ছেড়ে দিয়েছি তারাই নিশ্চয় খবরটা ছড়িয়েছে। মনে পড়ছে, ডিক্ ছবি দেখে তাদের পাঁচজনকে চিনেছে এখানে এসেই।"

"তাই হবে।" মাথা নাড়লেন ডাঃ কিন্‌টে। "এর থেকে আর একটা মূল্যবান তত্ত্ব পাচ্ছি আমরা, উপকূল অঞ্চলের যে ডলফিন্‌দের নিয়ে আমরা কাজ করি আর তাদের আরও গভীর জলের ভাইবন্ধুরা একই ভাষায় কথাবার্তা চালায়। এটা কিন্তু আমরা জানতাম না।"

"কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি?" প্রশ্ন করলেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন। "যে সব ডলফিন্‌দের সঙ্গে মানুষের কোনো সরাসরি যোগাযোগ নেই তারা এতটা ঝামেলার মধ্যে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে, আমাদের কাছে ওরা কিছু চাইছে। খুব দরকারী আর জরুরী কিছু চাইছে। ডিক্‌কে উদ্ধার করলো ওরা। মনে হচ্ছে বোঝাতে চাইছে—তোমাদের তো সাহায্য করলাম, এবার তোমরা আমাদের সাহায্য করো।"

"হতে পারে, হতে পারে। কিন্তু কেবল আলোচনা ক'রে এ প্রশ্নের সমাধান পাবো না। পাবার একমাত্র পথ হ'লো ডিকের বন্ধুদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করা।"

"ওদের যদি খুঁজে পান, তবে তো!"

"দেখুন, ওরা যদি সত্যি সত্যি কিছু চায় আমাদের কাছে, তাহলে ওরা আশেপাশেই আছে। এখানে বসেই ওদের সন্ধান পেয়ে যাবো আমরা।" এই বলে হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপ্‌লেন ডাঃ কিন্‌টে। ঘরটা আবার ভরে উঠলো নানা শব্দে। এবারে ডিক্ শুনতে পেলো

BanglaBook.org

সমুদ্রের তলার বহু কণ্ঠস্বর, কেবল একজন ডলফিনের কথা নয়।

অবিশ্বাস্য রকম জটিল সেই মিশ্রিত শব্দের ঝাঁক। কিছুটা হিস্-হিস্, কিছুটা খড়খড়ে আওয়াজ, আবার কিছুটা ঘড়ঘড়ানি মিশে আছে একসাথে। মাঝে মাঝে পাখির ডাকের মতো কিচ্‌মিচ্ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সব ছাপিয়ে আসছে কোটি কোটি ঢেউ-এর ফিস্-ফিসানি। বেশ কয়েক মিনিট এই আশ্চর্য শব্দমণ্ডলী কান পেতে শুনলো সকলে। তারপরে আর একটা সুইচ্ টিপলেন ডাঃ কিন্‌টে সেই বিশাল যন্ত্রের বুকে।

"আগেরটা ছিলো পশ্চিম দিকের হাইড্রোফোন। এবারে শোনো পূর্ব দিকের হাইড্রোফোনে কি ধরা পড়ে। এটা আরও গভীর জলে, প্রবালপ্রাচীরেরও ওপাশে।" ডিক্‌কে বুঝিয়ে দিলেন ডাঃ কিন্‌টে।

শব্দের ছবি পাল্টালো এবার। ঢেউ-এর শব্দ অনেক কমে গেছে, সমুদ্রের অজ্ঞাত প্রাণীদের কুঁইকুঁই আর ক্যাঁচক্যাঁচ অনেক জোর হয়েছে। কয়েক মিনিট শুনে ডাঃ কিন্‌টে বন্ধ করে দিলেন এই ফোনটাও। উত্তরের আর দক্ষিণের হাইড্রোফোনদুটোও চালিয়ে শুনে নিলেন। "টেপগুলোকে এবার বিশ্লেষক যন্ত্রের মধ্যে দেখে নিন্ তো একবার। তবে মনে হয় আশেপাশে ডলফিনের বড়ো কোনো ঝাঁক নেই।"

"তাহলে আমার ধারণা ভুল?" ডাঃ স্যাণ্ডারসন একটু হতাশ।

"তা কেন? ডলফিনদের কাছে কুড়ি পঁচিশ মাইল কোনো ব্যাপারই নয়। তাছাড়া ওরা তো শিকারি, এক জায়গায় ওরা থাকবে কি করে, ওদের তো খাদ্যের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াতে হয়। যে ঝাঁকটা ডিক্‌কে বাঁচিয়েছিলো, এদ্দিনে তারা তো প্রবাল প্রাচীরের সব মাছ সাবাড় করে দিয়েছে।

"যাই হোক্, আপনি বিশ্লেষণটা সেরে ফেলুন। আমি একটু পুকুরধারটা থেকে ঘুরে আসি। চলো ডিক্, আমার বন্ধুদের সাথে আলাপ করবে চলো।"

BanglaBook.org

খানিক কি ভাবলেন ডাঃ কিন্‌টে বীচের দিকে যেতে যেতে। তারপর ডিক্‌কে অবাক করে দিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সাথে দ্রুত বিশেষ এক-একটা সুরে কতগুলো শিস্ দিয়ে উঠলেন।

"কোনো মানুষ কখনো ডলফিনদের ভাষা পুরো আয়ত্ত করতে পারবে না, তবে আমি ওদের ভাষায় কয়েকটা কথা বলতে পারি।" ডিকের অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন ডাঃ কিন্‌টে। "অনেক কসরৎ করতে হয় আমাকে তার জন্য। উচ্চারণ আমার অবশ্য ভয়াবহ। যে সব ডলফিনরা আমাকে ভালো চেনে তারাই আমার কথা বোঝে। তাও এক-এক সময় মনে হয় নেহাৎ ভদ্রতা ক'রে বোঝার ভান করছে।"

পুকুরের তারের বেড়ার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার বন্ধ করে দিলেন ডাঃ কিন্‌টে। মুখে একটা মমতা আর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ভাব দেখা দিল তাঁর। তাদের আসার শব্দে পুকুরের মাঝখানে অর্ধেক শরীরটা জলের উপরে তুলে তাদের দিকে তাকালো একটি ডলফিন। মুখে সেই সর্বক্ষণের হাসি, দুটো চোখ খুশী ভরা, উত্তেজিত। চক্‌চকে শরীর তার, তিনশো পাউণ্ড ওজন। নাম রিটা। তার পাশে শুধু মুখটা বার করে ডাঃ কিন্‌টে আর ডিক্‌কে দেখছে তার আট মাসের ছেলে রিকি। সে একটু লাজুক, মা'কে মাঝখানে রেখে সে একটু দূর থেকে অতিথিদের দেখছে।

বিশেষ পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে কিন্‌টে বললেন, "ভালো আছো, রিটা? ভালো আছো, রিকি?" তারপর শিস্ দিয়ে ওদের ভাষায় কি-একটা বলতে চেষ্টা করলেন। উচ্চারণটা নিশ্চয় খুব মজার শোনালো রিটার কাছে। সে বেশ শব্দ করে হেসে উঠে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল ডাঃ কিন্‌টের গায়ে। তারপর সাঁতরে পাড়ে এসে মুখ বাড়িয়ে দিল জল থেকে। পকেট থেকে এক ব্যাগ খাবার বার করলেন ডাঃ কিন্‌টে। হাত উঁচু করে একটা টুকরো ধরলেন। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে জল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে তাঁর হাত থেকে টুকরোটা

BanglaBook.org

নিয়ে নিল রিটা। ডুব মারলো জলে। পরমুহূর্তেই মাথা বার ক'রে পরিষ্কার ইংরাজীতে বললো, "থ্যাংক ইউ, ডক্টর!"

এবারে খাবারের ব্যাগটা ডিকের হাতে দিলেন কিন্‌টে। "দেখ তো, তুমি রিকিকে খাওয়াতে পারো কি না। আমাকে ও একটু অবিশ্বাসের চোখে দেখে।"

থলিটা থেকে যা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছিল তাতে গা গুলিয়ে উঠলেও সেটাকে ডিক্ নিল। খাবারটা না কি ডলফিন্‌দের অতি প্রিয়, মানুষদের কাছে যেমন মিল্ক-চকোলেট প্রিয়। বহু গবেষণার পর কিন্‌টে এটা তৈরী করেছেন। এই খাবারের লোভ দেখালে ডলফিন্‌রা করে না এমন কাজ নেই। "রিকি! রিকি!" ডাকলো ডিক্। "এসো, খাও এসে মাথা বার করে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো রিকি। একবার মাকে দেখলো, একবার ডিক্‌কে। তারপর কিন্‌টের দিকে তাকিয়েই আবার মারলো ডুব। খুব যে লোভ হয়েছে, কিন্তু কাছে আসতে সাহস হচ্ছে না, বোঝা গেল। জলের তলায় একবার এদিকে একবার ওদিকে ছুটে তোলপাড় করতে লাগলো জল। ডিক্ বুঝলো, ডাঃ কিন্‌টের ভয়ে ও আসছে না কাছে। পুকুরের পাড় ঘেঁসে হাঁটতে হাঁটতে পনেরো-বিশ গজ দূরে গিয়ে সে আবার ডাকলো রিকিকে। এবারে সাড়া মিললো। বেশ করে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে আস্তে আস্তে এসে মুখ বাড়ালো রিকি। মুখটা খুলতেই তার ধারালো ছোট ছোট সূঁচের মতো দাঁত দেখে ডিকের বেশ ভয় লাগলো। হাত থেকে খাবারের টুকরোটা নিয়ে নিতে গোপনে সে একটু নিশ্চিন্তই হ'ল। যাক্ বাবা, আঙুলগুলো যে যায় নি এই যথেষ্ট। হাজার হোক্ মাংসাশী প্রাণী তো!

আরও একটু খাবারের আশায় রিকি পাড়েই রয়েছে দেখে ডিক্ আর এক টুকরো দিতে যাবে, হাত নেড়ে নিষেধ করলেন কিন্‌টে। টুকরোটা থলিতে পুরে সাহসে ভর ক'রে রিকির পিঠে হাত রাখলো ডিক্। প্রথমটা একটু কেঁপে উঠলেও স্থির হয়ে রইলো শিশু

BanglaBook.org

ডলফিন্‌টি। আস্তে আস্তে মসৃণ, নরম রবারের মতো পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো ডিক্। গায়ে হাত দিয়ে বেশ অনুভব করলো সে, মাছের মতো জলে থাকলেও ডলফিন্ জৈবিক দিক থেকে মানুষেরই আত্মীয়।

রিকির সাথে খেলার ইচ্ছে থাকলেও ডাঃ কিন্‌টের ইশারায় ডিক্‌কে চলে আসতে হ'লো। পুকুরের তল্লাট থেকে বাইরে এসে ডাঃ কিন্‌টে তাঁর উত্তেজনা প্রকাশ করলেন। "আশ্চর্য! রিকি কারো ধারে-কাছে আসে না। আমি কবে থেকে চেষ্টা করছি ওকে পটাতে। তুমি এক-দিনেই পারলে! দারুণ ব্যাপার, বুঝলে হে, দারুণ ব্যাপার! ডলফিনদের সাথে তো তোমার খুব বনে।" ডিক্ বুঝতে পারলো না, এত উত্তেজিত হবার কি আছে। খানিক চুপ করে থেকে কিন্‌টে বললেন, "তুমি ঘটনাচক্রে এসে পড়েছো এখানে। ভাগ্য মানলে বলতাম, সবই ভাগ্যের খেলা। তোমাকে দিয়ে বোধহয় অনেক কাজ হবে হে।" আবার খানিক নীরবতা। এবারে ডিকের উত্তেজিত হবার পালা। তাহলে কি···? আড়চোখে ডিকের দিকে তাকিয়ে ছদ্ম গাম্ভীর্যে এবারে কিন্‌টে বললেন, "তা বাড়ি যাবে কবে?"

বাড়ী! কি সর্বনাশ! আমতা আমতা করে ডিক্ বললো, "বাড়ী··· মানে বাড়ী যাবার···মানে তাড়া কি? যাবো 'খন।"

"ধরো যদি," মিটি মিটি হেসে কিন্‌টে বললেন, "ধরো যদি তোমার মাসীমাকে বলে তোমার এখানে থাকার ব্যবস্থা করি? আপত্তি আছে?"

আপত্তি? ডিক্ প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। রিটা আর রিকি কাছে আছে বলে আনন্দের প্রকাশটা স্তিমিত করতে হ'লো তাকে।

"আমি তো থাকতেই চাই। যা কাজ বলবেন তাই করবো, স্যার! সব করবো। আপনার ডলফিন্‌দের আমার ভারী ভালো লেগেছে।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাঃ কিন্‌টে।

"ডলফিন্‌রা মোটেই 'আমার' নয়। প্রতিটি ডলফিন্ এক-একটি

BanglaBook.org

আলাদা ব্যক্তিত্ব। ওরা স্বাধীন, ওরা মুক্ত। ওরা আমাদের বন্ধু। আমাদের সমকক্ষ। ওদের সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো। ওদের কক্ষনো স্রেফ্ আরেকটা জন্তু মনে করবে না, কেননা ওরা বুদ্ধিমান প্রাণী। নিজেদের ভাষায় ওরা নিজেদের কি বলে জানো—বলে, 'সাগরের নাগরিক'। সত্যিই ওরা তাই। আশা করি ওরা চিরদিন স্বাধীন থাকবে, তোমার বা আমার বা আর কারো সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে না।"

লজ্জা পেল ডিক্। সত্যিই তো, তার অমন কথা বলা ঠিক হয় নি। তাকে যারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে তাদের সাহায্য করা তার কর্তব্য। এই দ্বীপে সে কেবল মজা করতেই থাকবে না, সে থাকবে এক মহান দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়ে। ডাঃ কিন্‌টের দিকে তাকিয়ে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ডিক্ হাঁটতে লাগলো ল্যাবরেটারি ঘরের দিকে।

ডলফিন দ্বীপের চারপাশে ছড়িয়ে আছে এক মায়াপুরী—প্রবাল প্রাচীর। সে-জগতের সব রহস্য জেনে দেখে শেষ করা সারা জীবনেও সম্ভব নয়। ডিক্ স্বপ্নেও ভাবেনি কখনো—এমন একটা জগৎ আছে যেখানে এত অদ্ভুত, এত অপরূপ সব প্রাণী থাকতে পারে এবং সংখ্যায় তারা এমন অগুন্তি।

জোয়ারের সময় গোটা প্রবাল প্রাচীর থাকে জলের তলায়, ভেসে থাকে কেবল শাদা বালিতে ঢাকা অপ্রশস্ত বেলাভূমি দ্বীপটিকে ঘিরে। কিন্তু ভাটার সময় কয়েক মাইল পিছিয়ে যায় সমুদ্র। এক-একদিকে সমুদ্র একেবারেই চোখের আড়াল হয়ে যায়, দেখা যায় শুধু আদিগন্ত প্রবালের অধিত্যকা। এই সময় প্রবালপ্রাচীরের মধ্যে অভিযান চালানো চলে। পায়ে দিতে হয় একজোড়া শক্তপোক্ত জুতো, মাথায় দিতে হয় রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বড়ো ঘেরের একটা টুপি, আর সাথে রাখতে হয় একটা মুখ ঢাকবার কাঁচ-লাগানো মাস্ক। খালি

BanglaBook.org

পায়ে চলা যায় না, কারণ ধারালো ভাঙা ভাঙা প্রবালে পা কাটতে পারে। সেই কাটা ঘা পেকে ওঠে সহজেই, চট্ করে সারতেও চায় না।

প্রথমবার ডিকের সাথে ছিল চিকো। সব কিছুই ডিক্‌কে অবাক করে দিচ্ছিল। একটু ভয় ভয়ও করছিলো অপরিচিত অদ্ভুত সব দৃশ্য আর প্রাণী দেখে। সাবধানেই ছিলো ডিক্। নতুন জায়গায় সাবধান না হওয়াটা বোকামী, বিশেষ করে প্রবাল প্রাচীরের মতো জায়গায় যেখানে ছোট আপাতনিরীহ জিনিষ সহজেই অসাবধানীর মরণ ডেকে আনতে পারে।

দ্বীপের পশ্চিম দিকে ভাটার সময় প্রবাল প্রাচীর আধ মাইল মতো ভেসে থাকে জলের বাইরে। সেদিক দিয়ে দু'বন্ধুতে সোজা হাঁটতে লাগলো সমুদ্রের পানে। প্রথমে খানিকটা জায়গায় দেখার কিছু নেই, কেবল টুকরো টুকরো ভাঙ্গা প্রবাল ছড়িয়ে আছে চারপাশে। বহু শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝার ফল এই প্রবালের কুচিগুলো। গোটা দ্বীপটাই এগুলো জমে তৈরী। আস্তে আস্তে তার ওপর মাটির আস্তরণ পড়েছে, গজিয়েছে আগাছা আর ঘাস, সব শেষে মাথা তুলেছে গাছগুলো। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে ডলফিন্ দ্বীপ।

খানিক বাদে ডিকের মনে হ'লো, মৃত প্রবালের রাজ্য ছেড়ে তারা এসে পড়েছে এক আশ্চর্য বাগিচায়। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তরীভূত গাছপালা। কোথাও সরু সরু রঙীন পাথরের ডালপালা, কোথাও বা বিশাল বিশাল ব্যাঙের ছাতা আর শ্যাওলা। এত শক্ত যে সেগুলোর ওপর হাঁটলেও সেগুলো ভাঙবে না। চেহারাগুলো গাছের মতো হ'লেও এগুলো উদ্ভিদ কিন্তু নয় মোটেই, এরা জীবিত প্রাণীসমষ্টি। ভালোভাবে নজর দিয়ে ডিক্ দেখলো, এগুলোর সারা শরীরে অজস্র ছোট ছোট ছিদ্র। প্রত্যেকটি এক একটি প্রবাল পলিপ-এর প্রকোষ্ঠ। এই পলিপগুলো ছোট ছোট সামুদ্রিক অ্যানিমোনের মতো প্রাণী। জীবিত অবস্থায় এরা চূণের মতো একটা পদার্থ নিঃসৃত করে। সেই চূণ দিয়ে তৈরী হয় প্রকোষ্ঠ-

BanglaBook.org

গুলো। এদের মৃত্যু হলে খালি ঘরটা পড়ে থাকে আর তার উপরে আরেকটা ঘর বানায় পরের পুরুষ। এইভাবে বংশানুক্রমে, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবাল প্রাচীর তৈরী হতে থাকে। ডিকের যা কিছু নজরে এলো, সেই মাইলের পর মাইল-জোড়া জগতের সবই সৃষ্টি করেছে এমন একটি প্রাণী যার আয়তন তার হাতের একটি নখের চেয়েও ছোট।

শুধু কি তাই! যে প্রবালভূমি ডিক্ দেখছে সেটা গ্রেট ব্যারিয়ার রীফের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে এক হাজার মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ, যার সবটাই সৃষ্টি করেছে এই ক্ষুদ্র প্রাণীরা। পৃথিবীতে এর চাইতে বিশাল কোনো সৃষ্টি প্রাণীজগতে কারোর নেই।

হাঁটছে ডিক্, হঠাৎ তাকে ভয়ানক চমকে দিয়ে একটু সামনে একটা জলের ফিন্‌কি উঠলো।

"এ আবার কি?" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো সে।

চিকো হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে।

"কি আবার? ক্ল্যাম, অতিকায় ঝিনুক আর কি! তোমার পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ বন্ধ করলো।"

পরের ক্ল্যামটাকে সময় মতো দেখতে পেলো ডিক্। এক ফুট মতো চওড়া, প্রবালের মধ্যে খাড়া ঢুকে আছে, শুধু ঠোঁটদুটো দেখা যাচ্ছে। খোলার বাইরে তার দেহের খানিকটা বেরিয়ে আছে, রঙীন ভেলভেটের টুকরোর মতো দেখতে, পান্নার মতো সবুজ আর নীলাভ। পাথরের ওপর পা ঠুকতেই চমকে খোলা বন্ধ করে দিলো ক্ল্যামটা, ভেতরের জলটা ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এলো। একটুর জন্যে চিকোর মুখে লাগলো না।

অবজ্ঞাভরে চিকো ডিক্‌কে বোঝালো যে এটা নেহাতই শিশু ক্ল্যাম। সে নিজে অন্তত পাঁচ ফুট চওড়া ক্ল্যাম দেখেছে। তার ঠাকুরদা একবার একটা বারো ফুট ক্ল্যাম দেখেছিলেন। ঠাকুরদার

BanglaBook.org

অবশ্য একটু গুল মারা স্বভাব ছিলো।

তুমিই কি কম যাও, ভাবলো ডিক্। পাঁচ ফুট ক্ল্যাম! বোকা পেয়েছ আমায়? কিন্তু সত্যিই বোকা বনতে হ'লো তাকে পরে, কেননা ডাঃ কিন্‌টেও বললেন, পাঁচ ফুট চওড়া হয় বৈকি কোনো কোনো ক্ল্যাম।

আরও শ'খানেক গজ এগিয়ে গেল চিকো আর ডিক্, বিরক্ত ক্ল্যামদের জলের ফোয়ারার মধ্যে দিয়ে। এসে পড়লো পাথরে ঘেরা একটা অগভীর জলাশয়ের ধারে। স্বচ্ছ জলের তলায় সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কত রকমের রঙীন মাছ। রামধনুর সব ক'টা রং তাদের গায়ে। কেউ জেব্রার মতো, কারো গায়ে গোল গোল দাগ, কারো গায়ে আবার নানা ধরনের আঁকিবুকি। সবচেয়ে জমকালো প্রজাপতি-টাও বোধহয় এদের রঙের বাহারের কাছে ম্লান হয়ে যাবে।

জলে আরও বাসিন্দা রয়েছে। চিকো একটা একটা করে দেখাতে লাগলো। "ওই দেখ, ছোট গুহাটার মুখে দাঁড়া নাড়ছে, ওটা হ'লো রঙীন ক্রেফিস। এগুলো খেতে খুব ভালো" এভাবে সে ডিক্‌কে সন্ন্যাসী কাঁকড়া, কয়েক রকম রঙীন শামুক, স্টারফিস দেখালো।

ডিকের সবচেয়ে ভালো লাগলো যখন চিকো খুঁচিয়ে একটা বাচ্চা অক্টোপাস্ বার করলো পাথরের আড়াল থেকে। খানিকটা কালি ছিটিয়ে প্রবালের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে পালাতে লাগলো সেটা। ম্যাটমেটে ধূসর রং তার পালটে হয়ে গেল হাল্‌কা গোলাপী।

আবার তারা এগোলো সমুদ্রের জলের দিকে। একটু এঁকেবেঁকে যেতে হ'লো তাদের। মাঝে মাঝে প্রবাল আছে পল্‌কা। ভার বইতে পারবে না। মাঝপথে চিকো লম্বাটে লাট্টুর মতো একটা শামুক তুলে দেখালো ডিক্‌কে। সারা গায়ে ফুটকি ফুটকি, খোলার একদিক থেকে ছোট্ট একটা কাস্তের মতো বেরিয়ে চেষ্টা করছে চিকোর হাতে খোঁচা মারতে।

"ভয়ানক বিষাক্ত এটা। খোঁচা লাগলেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়তে

BanglaBook.org

হয়। মারাও যেতে পারো।”

অবাক হয়ে ডিক্ ভাবলো, এত ছোট সুন্দর প্রাণী। কিন্তু কি সাংঘাতিক! মনে থাকবে।

চিকো তাকে বোঝালো, “বিপদ আছে বটে প্রবাল প্রাচীরে। তবে দু'টো নিয়ম মেনে চললে তোমার কিছু হবে না। কোথায় পা ফেলছো খেয়াল রাখবে। আর নিরাপদ না জানলে কোনো কিছুতে চট্ করে হাত দেবে না।”

অবশেষে তারা এসে পৌঁছলো সমুদ্রের ধারে। এখানে অনেকগুলো বড়ো বড়ো জলাশয় তৈরী হয়ে আছে। তাদের একটা দিক খোলা সমুদ্রের সাথে মিশেছে। এটা প্রবাল প্রাচীরের কিনারা। ভাটার টানে জল তখনও বেরিয়ে যাচ্ছে। জল ঝরে ঝরে পড়ছে জীবন্ত পাথরের গায়ে তৈরী অসংখ্য উপত্যকা থেকে। জলাশয়গুলোতে সাঁতরাচ্ছে বড়ো বড়ো মাছ।

মুখে মাস্কটা লাগিয়ে “চলে এসো” বলে চিকো নেমে পড়লো একটা জলাশয়ে। পিছন ফিরে দেখে নিলো ডিক্ আসছে কি না। ভয় পেলেও, ডিক্ সাহসে ভর করে ধীরে ধীরে নামলো জলে। মুখের ওপরে জল উঠতেই অপূর্ব সৌন্দর্য তার সব ভয় দিলো ভুলিয়ে। জলে নামতেই সাগরতলের জগতের আসল রূপটা স্পষ্ট হ'লো তার কাছে। মুখটা জলে ডুবিয়ে ভেসে থাকতে থাকতে মাস্কের কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তার মনে হ'লো সে যেন বিরাট একটা অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে মাছেদের সাথে সাঁতরাচ্ছে। চতুর্দিকের জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

আস্তে আস্তে চিকোর পিছন পিছন ডিক্ সাঁতরে চললো আঁকাবাঁকা দেয়ালের মতো, ছোট ছোট টিলার মতো প্রবালস্তূপের মাঝখান দিয়ে। খোলা সমুদ্রের যত কাছে তারা এগোয় ততই টিলাগুলোর মাঝে ব্যবধান বাড়ে। প্রথমে জল ছিলো দু'তিন ফুট গভীর। তারপর হঠাৎ, ডিক্ দেখলো, তার বুকের নীচে আর মাটি নেই। প্রায় কুড়ি

BanglaBook.org

ফুট গভীর জলে সে চলে এসেছে। প্রবালের মেঝে হঠাৎ খাড়া নেমে গেছে সমুদ্রের অতলে।

এত আচমকা গভীর জলে এসে পড়ে প্রথমটা ঘাবড়ে গেল ডিক্। সাঁতার থামিয়ে জলের মধ্যে খাড়া হয়ে পিছন ফিরে দেখে নিল, হাতের কাছে নিরাপদ ডাঙা আছে কি না। তারপর আবার তাকালো নীচের দিকে।

সোজা ঢাল নেমে গেছে বেশ খাড়া ভাবে। আশ্চর্য এক জগৎ তার চোখের সামনে। এতক্ষণ সূর্যের ঝল্‌মলে আলো ছিল জলের তলায়। কিন্তু সামনে এখন তার রহস্যময় অন্ধকার-অন্ধকার নীল জল। কতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একশো গজ তো হবেই। সেই নীল অন্ধকারের মধ্যে অনেক নিচে বিরাট বিরাট কয়েকটা আকৃতি ঘুরছে ফিরছে, দেখা গেল।

মাথা তুলে বিস্মিত কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করে চিকোকে প্রশ্ন করলো ডিক্, "ওগুলো কি ?"

"ওগুলো গ্রুপার।" বললো চিকো। "দেখবে ?" বলে ডিক্‌কে হতচকিত করে চিকো জলের তলায় ডুব মারলো আর তীরের মতো সুন্দর গতিতে সেই আকৃতিগুলোর দিকে নেমে গেল।

যত ওদের কাছে পৌঁছয় তত চিকোর আকার ছোট হয়ে আসে, মাছগুলো দেখায় তুলনায় অনেক বড়ো। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে চিকো থামলো। মাছগুলোর ঠিক ওপরে। হাত বাড়িয়ে একটার গা ছুঁতে চেষ্টা করলো। সামান্য পাখনা নেড়ে অতিকায় মাছটা ছোঁয়া এড়ালো চিকোর। তাকিয়েই আছে ডিক্, চিকো আর উঠতেই চায় না ওপরে।

যখন ডিক্ প্রায় ভয়ে কাঁপছে, চিকো হাত নেড়ে বিদায় জানালো গ্রুপারগুলোকে আর উঠে আসতে লাগলো আস্তে আস্তে।

চিকো উঠে আসতে ডিক্ জানতে চাইলো সাগ্রহে, "মাছগুলো কতো বড়ো ?"

BanglaBook.org

দম নিতে নিতে চিকো উত্তর দিলো, "চল্লিশ পঞ্চাশ কেজি তো বটেই। তবে ওরা আরও বড়ো হয়। আমার ঠাকুরদা, বুঝলে, একবার কেয়ার্নস দ্বীপপুঞ্জের কাছে চারশো কেজি একটা গ্রুপার ধরেছিলেন।"

"কোন ঠাকুরদা? যিনি খুব গুল মারেন?" হেসে ফেললো ডিক্।

চিকোও একগাল হাসলো। "না হে না! এটা গুল নয়। এবারে ঠাকুরদা একটা ছবিও তুলেছিলেন মাছটার।"

সাঁতরে প্রবাল প্রাচীরের কিনারায় ফিরতে ফিরতে একবার নীল অতলের দিকে ফিরে তাকালো ডিক্। বড় বড় প্রবালের উপলখণ্ড আর বারান্দা, তার মধ্যে হেলে দুলে সাঁতরাচ্ছে অতিকায় মাছগুলো। কি অদ্ভুত অপরিচিত জগৎ! কি অপূর্ব রহস্য! তার মনে বিস্ময়, ভয়মিশ্রিত আকর্ষণ আর কৌতূহল।

কৌতূহল মেটাতে হবে। ভয়কে জয় করতে হবে। চিকোর পিছনে পিছনে ডুব দিতে হবে সাগরের অতলে।

"আমাদের হাইড্রোফোনগুলোর আওতার মধ্যে কোনো ডলফিনের বড়ো ঝাঁক নেই, দেখলাম!" ডাঃ স্যাণ্ডারসন ঘাম মুছতে মুছতে বললেন। "আপনি ঠিকই বলেছিলেন ডাঃ কিন্‌টে। কি করে ধরেছিলেন বলুন তো?"

এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটু হাসলেন ডাঃ কিন্‌টে। বললেন, "ওদের খুঁজে বের করতে হবে তাহলে। চলুন বেরিয়ে পড়ি 'করমোরাণ্ট'-এ চড়ে।"

"কিন্তু খুঁজবেন কোথায়? দশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে কোথায় ওরা আছে কে জানে!"

"আমাদের স্যাটেলাইট আছে কি করতে মশাই! আপনি উমেরা

BanglaBook.org

সদর দপ্তরে খবর দিন। কাল সূর্য ওঠার ঠিক পরে দ্বীপের ওপর দিয়ে যে সার্ভে স্যাটেলাইট যাবে সেটা যেন দ্বীপের চারপাশে পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধ-বিস্তৃত সমুদ্রের ছবি তুলে আমাদের পাঠায়। ভোরের ঠিক পরে পূব দিক থেকে আলো পড়লে জলের মধ্যে ডলফিন্‌দের ছায়া লম্বা দেখাবে। ছবি তুলতে সুবিধে হবে।"

পরদিন সকালে তলব পেয়ে ডিক্ এসে দেখলো, দ্বীপের চিত্রগ্রাহক যন্ত্রটির মাধ্যমে পঁচিশটি আলাদা ছবি এসে পৌঁছেছে। এক-একটা ছবিতে পঁচিশ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলের ছবি। নিখুঁত খুঁটিনাটি দেখা যাচ্ছে। সূর্যোদয়ের ঠিক এক ঘণ্টা পরে তোলা হয়েছে ছবিগুলো, পাঁচশো মাইল উচ্চতায় আবহাওয়া দপ্তরের একটা মনুষ্য-সৃষ্ট উপগ্রহ থেকে। পরিষ্কার আকাশ থেকে তোলা ছবি, খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণ ক্যামেরা দিয়ে। ফলে সবকিছু অত্যন্ত স্পষ্ট উঠেছে।

ডিক্‌কে যে ছবিটা দেখতে দেওয়া হয়েছিল সেটাতেই ডল্‌ফিনের ঝাঁকটা চোখে পড়লো। ডাঃ কিন্‌টে তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "আবার সেই অদ্ভুত ঘটনাচক্র।"

দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ষাট মাইল দূরে সন্ধান মিললো ডলফিন্‌দের। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডজন ডজন কালো কালো দেহ জলের ওপর দিয়ে দ্রুত চলেছে। কয়েকটা জল থেকে লাফিয়ে উঠেছে, দেখা যাচ্ছে ছবিতে। তারা চলেছে পশ্চিম দিকে।

ডাঃ কিন্‌টে মহা খুশী। "আমাদের দিকেই আসছে ওরা। এই পথে আসতে থাকলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সাথে মোলাকাৎ হবে। 'করমোরাণ্ট' তৈরী আছে?"

"আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়া যাবে।" উত্তর দিলেন স্যাণ্ডারসন।

"খুব ভালো। কুড়ি মিনিটের মধ্যে জাহাজঘাটায় চলে এসো সবাই।"

ডিক্ 'করমোরাণ্ট'-এ পৌঁছে গেল চক্ষের পলকে। তার প্রথম

BanglaBook.org

জাহাজে চড়া। 'সিলভার ষ্ট্রীক' ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। চারদিকে ঘুরে দেখার আগেই জাহাজে পৌঁছে গেলেন সদলবলে ডাঃ প্যাট্রিস কিন্‌টে। পরনে সেই সাদা জাহাজী পোশাক, কাঁধে ক্যামেরা ও বাইনোক্যুলার, হাতে ব্রীফ্‌কেস্‌। মিনিটখানেকের মধ্যেই 'করমোরাণ্ট' রওনা দিলো।

তৈরী করা খালটা ধরে প্রবাল প্রাচীর পার হয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল 'করমোরাণ্ট'।

"ব্যাপার কি? থামছি কেন?" অধীর হয়ে জানতে চাইলো ডিক্‌।

চিকোর মুখে সেই অসহ্য সবজান্তা হাসি। "দু'জন দোস্ত যাবে আমাদের সাথে জাহাজে। তাদের জন্য দাঁড়াচ্ছি।"

পরমুহূর্তেই ডিকের সব বিরক্তি ধুয়ে-মুছে গেল। জলের মধ্যে দিয়ে 'করমোরাণ্ট'-এর দিকে আসছে দু'টো ডলফিন্‌। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে জলের বাইরে। জাহাজের পাশে এসে, কপিকল দিয়ে একটা ক্যানভাসের ব্যাগ ঝুলিয়ে দিতে, তার মধ্যে সাঁতরে ঢুকলো ডলফিন্‌রা। তাদের তুলে নিয়ে রাখা হ'লো ডেকের একপাশে ছোট একটা চৌবাচ্চার মধ্যে। জায়গাটা অপ্রশস্ত, কিন্তু ডলফিন্‌ দু'টো দিব্যি রয়েছে। দেখে বোঝা গেল, তারা এভাবে জাহাজে চড়তে বেশ অভ্যস্ত।

ডিকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে চিকো বললো, "এরা দু'জন হ'লো ড্যানিয়েল আর রুথ। আমাদের পরিচিত ডলফিন্‌দের মধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমান। বেশ কয়েক বছর আগে ওদের ছেড়ে দিলেও ওরা চলে যায়নি। আমরা বেরোলেই ওরা এসে উপস্থিত হয়। আজ অবশ্য ডাঃ কিন্‌টে ওদের জলের তলায় স্পীকার দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"চেনো কি ক'রে ওদের? দেখতে তো একই রকম লাগছে।"

"সব ডলফিন্‌দের যে দেখলেই চেনা যায় তা নয়। তবে ড্যানিয়েল আর রুথ দু'জনেরই পাখনায় দু'টো ক্ষতের দাগ আছে।



BanglaBook.org

ড্যানিয়েলের ডানদিকের পাখনায় আর রুথের বাঁদিকে।”

এদিকে ‘করমোরাণ্ট’ চলেছে তার পথে, ঘণ্টায় দশ ‘নট’ গতিতে। প্রবাল-প্রাচীর দু’ মাইল পিছনে ফেলে তবেই ক্যাপ্টেন ভ্যান ত্রয় বিশাল ‘স্কী’গুলো জলে নামিয়ে হাইড্রো-জেটগুলো চালু করেছেন। আস্তে আস্তে গতি বাড়তে বাড়তে কয়েক শো গজ গিয়েই ‘করমোরাণ্ট’ জল থেকে উঠে পড়লো নীচু দিয়ে উড়ন্ত একটা পাখির মতো। এখন তার দেহের বিরুদ্ধে জলের বাধা আর নেই। ফলে জলের মধ্যে দিয়ে দশ ‘নট’ গতিতে চলতে তার যতটা শক্তি লাগবে সেই একই পরিমাণ শক্তিতে সে পঞ্চাশ ‘নট’ গতিতে চলতে পারবে এইভাবে।

সামনের খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে রইলো ডিক্। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে ঝড় তুলে চলেছে ‘করমোরাণ্ট’। সেই ঝড়ের ঝাপটা মুখে লাগছে তার। অসাধারণ অনুভূতি! একটু পরে বাতাসের ঠেলায় খানিক বিপর্যস্ত হয়ে ডিক্ এসে দাঁড়ালো ‘করমোরাণ্ট’-এর ‘ব্রীজে’র আড়ালে। দেখলো, ডলফিন্ দ্বীপ দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ছোট থেকে আরো ছোট সবুজ বালির টুকরোর মতো হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্বীপটা একটু পরেই।

ঘণ্টাখানেকের যাত্রাপথে বেশ আরো কয়েকটা দ্বীপ চোখে পড়লো। সবগুলোই জনশূন্য। কেউ থাকে না সেগুলোতে। দূর থেকে তাদের দেখে ভীষণ আকর্ষণীয় মনে হ’লো।

একটু পরে ‘করমোরাণ্ট’ হঠাৎ জলের মধ্যে বসে পড়লো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল একদম।

“চুপ, সকলে চুপ।” ক্যাপ্টেন ত্রয় চেঁচিয়ে বললেন, “ডাঃ কিন্‌টে হাইড্রোফোনে শুনছেন, ডলফিন্‌দের সাড়া পাওয়া যায় কি না।”

পাঁচ মিনিট পরেই কিন্‌টে বেরিয়ে এলেন ক্যাবিন থেকে। মুখে খুশীর হাসি। “আসছে ওরা। মাইল পাঁচেকের মধ্যেই আছে। উঃ! কি বক্‌বক্‌ই না করতে পারে!”

BanglaBook.org

আবার চললো 'করমোরাণ্ট' আর একটু পশ্চিমে মুখ ঘুরিয়ে। মিনিট দশ যেতে না যেতেই তাকে ঘিরে ফেললো ডলফিনের ঝাঁক। শ'য়ে শ'য়ে ডলফিন্, অবলীলাক্রমে চলেছে জলের মধ্যে দিয়ে। 'করমোরাণ্ট' থামতেই চারপাশে ভীড় জমালো তারা। ঠিক যেন অপেক্ষা করছিল জাহাজটার জন্য।

আবার কপিকলটা লাগানো হ'লো। ড্যানিয়েল আর রুথকে নামিয়ে দেওয়া হ'লো জলে।

চিকো আর ডিক্ ডেক-এ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, ড্যানিয়েল আর রুথের চারপাশে এসে জমলো চিক্কণ, কালচে-ধূসর দেহগুলো। কি বলছে ওরা কে জানে! কে জানে ড্যানিয়েল আর রুথ তাদের দূর সমুদ্রের ভাইবোনদের ভাষা বুঝবে কি না! ডাঃ কিন্‌টে আবার ড্যানিয়েলদের নিয়ে-আসা বার্তার অর্থ বুঝতে পারবেন তো? সে যাই হোক্ না কেন, এই আশ্চর্য বন্ধুত্বপূর্ণ সুঠাম প্রাণীদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ডিকের মন ভরে গেল। আশা করি ওরা যা চায় তা ওদের দিতে পারবো আমরা। আশা করি ডাঃ কিন্‌টে ওদের সাহায্য করতে পারবেন।

ঝাড়া আধ ঘণ্টা পরে ডলফিন্‌দ্বয় ফিরে এলো। ডাঃ কিন্‌টে দুশ্চিন্তার ভান করে বলে উঠলেন, "বাপ রে! আধ ঘণ্টা ডলফিন্‌দের কথা চললো। এবারে সাত দিন যাবে তার মানে বুঝতে। কম্‌পিউটারের সাহায্য নিয়েও। সবটা আশা করি জরুরি কথা হবে না! একটু আধটু পরনিন্দা-পরচর্চা কি মিশে নেই এই আলাপের মধ্যে?"

এবারে 'করমোরাণ্ট' গর্জন করে ফিরে চললো ডলফিন্ দ্বীপের দিকে। আবার জাহাজটা চলতে চলতে উঠে পড়লো জল থেকে। খানিকক্ষণ ডলফিনের দল চেষ্টা করলো সাথে সাথে চলার। কিন্তু কয়েক শো গজের পর হাল ছেড়ে দিল তারা। অনেক খবর, অজানা এক বার্তা নিয়ে এসেছে ড্যানিয়েল আর রুথ। গভীর আগ্রহ নিয়ে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলো তার মর্মোদ্ধারের।

BanglaBook.org

শিক্ষক হিসেবে চিকো একেবারেই অচল, ডিক্ মনে মনে ভাবলো। প্রথম প্রথম সকলেই আনাড়ী থাকে। সবটা শিখলে তবেই না দক্ষতা অর্জন করা যায়। জন্ম থেকেই কেউ স্কিন ডাইভিং জানে নাকি! কিন্তু চিকো বিলকুল ভুলে গেছে, তাকেও একদিন আনাড়ীর মতো জলের মধ্যে হাত পা ছুঁড়তে হয়েছিলো।

জাহাজঘাটার জেটির ঠিক নীচে কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলে স্কিন ডাইভিং-এ ডিকের হাতেখড়ি। এখানে জল মোটে চার-পাঁচ ফুট গভীর। ভুল কিছু ক'রে বসলেও ভয় নেই। মুখে কাঁচের মাস্ক আর পায়ে রবারের ফ্লিপারের ব্যবহার শেখার প্রশস্ত জায়গা। প্রথম প্রথম কিছুতেই জলে ডুবতে পারে না ডিক্। কেবলই ভেসে থাকে, জলের ওপর বৃথাই শূন্যে পা ছোঁড়ে।

চিকো মহা বিরক্ত হয়। সারা জীবনই সে সাঁতরে বেড়িয়েছে জলে, ডুব দিয়ে জলের নীচে মাটি ছোঁয়া তার কাছে শোয়া-বসার মতোই সহজ। দু'তিন মিনিট ডুবসাঁতার দিতে পারেনা এমন কোনো ছেলে সে প্রায় দেখেই নি। কাজেই ডিক্‌কে বেশ কয়েকটা চোখা চোখা বাক্যবাণ ঝাড়ে সে। কি আর করা, স্কিন ডাইভিং রপ্ত করার তাগিদে ডিক্ দাঁতে দাঁত চেপে সব হজম করে।

অবশ্য খুব বেশী সময় ডিকের লাগলো না কায়দাটা আয়ত্ত করতে। শিখে গেল ডিক্—ডুব দেবার আগে ফুস্‌ফুস্ ভরে নিঃশ্বাস নিলে চলবে না। তাতে বেলুনের মতো সে কেবল ভেসে ভেসেই উঠবে। কাজেই দম্ ছেড়ে তবেই ডুব দিতে হবে। তাছাড়া, জল থেকে পা সোজা তুলে উল্টো হ'লেই তার পায়ের ওজনই তাকে জলের তলায় ঠেলে নামাবে। আর পা দু'টো একবার তলায় গেলে ফ্লিপার দিয়ে জল কেটে সে যেদিকে খুশী যেতে পারবে। ঘণ্টা

BanglaBook.org

কয়েক অভ্যাস করার পরই ডিক্ খানিকটা দক্ষতা অর্জন করলো। জলের তলায় তার শরীরের কোনো ওজন থাকছে না। সোজা ছোঁ মেরে নামতে পারছে নীচের দিকে, ডিগবাজী খেতে পারছে সহজেই। ওপরে নীচে বা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরপাক খেতে পারছে ; জলের তলায় এক-একটা গভীরতায় স্থির হয়ে ভেসে থাকতে পারছে। এ এক অদ্ভুত মজা। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে চিকোর মতো অতক্ষণ ডুবে থাকতে পারলো না। সময় লাগবে, অনেক অভ্যাস করতে হবে। কোনো ভালো জিনিষ কি আর বিনা পরিশ্রমে শেখা যায়!

মহা আনন্দে দিন কাটছে ডিকের। দ্বীপের সব বাসিন্দারাই খুব অন্তরঙ্গ, কিন্তু ডিকের জমলো বেশী জেলেদের সাথে। হাসিখুশী, মিশুকে এই লোকগুলো যে খুব কঠোর পরিশ্রমী তা নয়। আর তার দরকারই বা কি? যেখানে কোনোদিন না পড়ে ভীষণ গরম, না লাগে ভীষণ ঠাণ্ডা, যেখানে হাত বাড়ালেই সমুদ্র-ভর্তি খাবার, সেখানে বেশী খাটুনি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। রোজ রাত্রে সমুদ্রের ধারে একটা না একটা আমোদ লেগেই আছে। কোনোদিন নাচগান, কোনোদিন পিক্‌নিক্, কোনোদিন সিনেমা। বৃষ্টি হ'লে টেলিভিশন তো আছেই। রীলে স্যাটেলাইটের কল্যাণে পৃথিবীর যে কোনো শহরের অনুষ্ঠান দ্বীপের লোকের আঙুলের ডগায়। পৃথিবীর সব ভালো জিনিষই দ্বীপবাসীদের কাছে পরিচিত। শহর জীবনের সব সুবিধা এখানে আছে, অসুবিধাগুলো নেই একটাও।

চিকোকে তো ডিক্ পেয়েছে সর্বক্ষণের বন্ধু আর মাষ্টারমশাই হিসেবে। কিন্তু দ্বীপে পৌঁছনোর দিন থেকেই তার এক অন্ধ ভক্তও জুটে গেছে। এমনিতেই দ্বীপের ছেলেমেয়েরা ডিক্‌কে বেশ সম্ভ্রমের সাথে দেখে, ডলফিন্‌দের সাথে তার খাতির আর দ্বীপে তার নাটকীয় আগমনের জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যেও ম্যারীর মতো খাতির আর শ্রদ্ধা তাকে কেউ করে না। সেই যে হাসপাতালের লাবণ্যদির কাছ থেকে চিকোর কাছে নিয়ে গিয়েছিলো ডিক্‌কে, তারপর থেকে সময়

BanglaBook.org

পেলেই ডিকের পিছন পিছন ঘোরে ম্যারী। মেয়েটাকে ডিকের বেশ ভালোই লাগে। কেমন কথাটথা শোনে, কেমন ফাইফরমাস খাটে! কিন্তু এক-এক সময় অন্য ছেলেদের, বিশেষ করে চিকোর, ঠাট্টায় অতিষ্ঠ হ'লে ডিকের ম্যারীর ওপর বিরক্ত লাগে। ওরা বলে, নার্সারী ছড়ায় আছে ম্যারী আর তার ভেড়ার ছানার গপ্পো। সেখানে ভেড়ার ছানা ম্যারীর পিছনে পিছনে ঘুরতো। এখানে দেখছি ম্যারী ঘুরছে তোর পিছনে পিছনে। তুই তাহলে কি? বুড়ো ভেড়া? এইসব রসিকতা শুনলে কার না রাগ হয়? ম্যারী অবশ্য এসবে একটুও বিচলিত হয় না। যতো অস্বস্তি সব হয় ডিকের।

এই মনোরম পরিবেশে একটাই শুধু যন্ত্রণা! ডাঃ কিন্‌টের কড়া হুকুম অনুযায়ী কুড়ি বছরের কমবয়সী অন্য সব ছেলেমেয়ের মতো ডিক্‌কেও দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হয় স্কুলে।

দ্বীপে আছে বারোজন শিক্ষক। তার মধ্যে দু'জন মানুষ আর বাকী আটজন যন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে পুরো শিক্ষা-পদ্ধতিই আগাগোড়া পাল্টে গিয়েছিলো। সেই থেকেই চলে আসছে এই নিয়ম। কয়েকজন মানুষ-শিক্ষকের অধীনে কাজ করবে ইলেক্ট্রনিক-শিক্ষণযন্ত্র এবং এই যন্ত্রগুলো আবার যুক্ত থাকবে একটা বড়ো প্রধান কম্‌পিউটারের সাথে।

ডলফিন্ দ্বীপের বড়ো কম্‌পিউটার 'হ্যাল'-এর সাথে সবকটা শিক্ষণযন্ত্র যুক্ত। ডিক্ দ্বীপে আসার পর 'হ্যাল' তাকে বেশ করে পরীক্ষা করেছিলো নানান্ প্রশ্ন করে। তার উত্তরের ওপর ভিত্তি করে ডিকের জন্য একটা বিশেষ সিলেবাস আর রুটীন 'হ্যাল'-ই তৈরী করে দিয়েছে। দিনের মধ্যে কখন শিক্ষণযন্ত্রের সামনে পড়তে বসবে সেটা ডিকের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। বাঁধাধরা কোনো সময় নেই। কিন্তু কাজ কামাই করা চলবে না একদিনও। কামাই করলেই 'হ্যাল' নিজেই সোজা নালিশ করে দেবে হয় ডাঃ

BanglaBook.org

কিন্‌টের কাছে নয়তো ডাঃ স্যাণ্ডারসনের কাছে।

দিব্যি দিন কাটে ডিকের। সমুদ্র আর আকাশ, দ্বীপের অধিবাসী আর ডলফিনের ঝাঁক, বন্ধুবান্ধব, হৈ চৈ, সব নিয়ে বেশ লাগে। শুধু মাঝে মাঝে একটু মন খারাপ করে মাসীমা আর মাসতুতো ভাইবোনদের কথা ভেবে। কি করছে ওরা এখন কে জানে ?

দুই বৈজ্ঞানিকের প্রায় বসে পড়ার মতো অবস্থা। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ডলফিন্‌দের কাছ থেকে ড্যানিয়েল আর রুথের বয়ে আনা বার্তা ইংরেজীতে ভাষান্তর করেছেন ডাঃ কিন্‌টে আর ডাঃ স্যাণ্ডারসন 'হ্যাল'-এর সাহায্যে। 'হ্যাল' সেটাকে সুন্দর করে টাইপ্‌ করে দিয়েছে। সেই বার্তা হৃদয়ঙ্গম করেই দু'জনে পড়েছেন মহাসংকটে। শেষে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে ডলফিন্‌দের মিত্রশক্তি হিসেবে ?

বারে বারে মুখে গলায় কপালে ঘাম মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন, "কি করবেন, ডাঃ কিন্‌টে ?" দাড়ি কামানো হয় নি, জামাকাপড় অবিন্যস্ত। "মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কি করা যাবে, আপনি কি বলেন ?"

কিন্‌টের অবস্থাও একই রকম। ঘুম হয় নি, চোখ লাল। কট্‌মট্‌ করে তাকাচ্ছেন টাইপ-করা কাগজগুলোর দিকে। ভস্ম করে দিতে পারলে খুশী হতেন মনে হচ্ছে। খুব নরম স্বভাবের লোক ডাঃ কিন্‌টে। যুদ্ধ ব্যাপারটাই তাঁর কাছে অতিশয় আপত্তিকর।

"আমার মনে হয় উপদেষ্টা কমিটির সাথে একবার আলোচনা করা উচিত। ওঁরা কি বলেন, দেখুন।"

"ঠিক বলেছেন। দেখি কাকে কাকে এখন পাওয়া যাবে।" দেরাজ থেকে একটা নামের লিষ্ট বার করলেন কিন্‌টে। "আমেরিকান-

BanglaBook.org

দের কাউকে পাবেন না। এখন তো ওদের ওখানে মাঝরাত। ইউরোপেরও সকলে এখন গভীর ঘুমে। এখন পাওয়া যাবে··· কলকাতায় লাহিড়ীকে···পিকিঙে চেনকে আর করাচীতে ওমরকে। এতেই হবে, কি বলেন ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! অধিক সন্ন্যাসীর দরকার কি ?"

"চলুন দেখি, ডাকা যাক্ ওদের।"

চালু করা হ'লো দ্বীপের অতি শক্তিশালী যোগাযোগ কেন্দ্রকে। কন্‌ফারেন্স কক্ষে দশটা ছোট ছোট টেলিভিশন পর্দার তিনটে সচল হ'লো। দেখা গেল ডাঃ লাহিড়ী, অধ্যাপক ওমর এবং অধ্যাপক চেন-এর মুখ।

প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বলতে শুরু করলেন ডাঃ কিন্‌টে, "বন্ধুগণ, এক বিরাট সমস্যার সামনে পড়েছি আমরা। কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ডাকতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে। আন্তর্জাতিক সরকারের অনুমতিও নিতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত জেনে নিতে চাই বলে আপনাদের ডেকেছি।" টেলিভিশন-পর্দার মুখগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। কিন্‌টের বাচনভঙ্গী শুনে অনেক দূর থেকেই তিন বৈজ্ঞানিক বুঝলেন, সমস্যাটা সত্যিই জটিল।

"দ্বীপে ডিকের পদার্পণের কাহিনী আপনারা সকলেই জানেন," ব'লে সংক্ষেপে আর-একবার সে ঘটনা বিবৃত করলেন ডাঃ কিন্‌টে। তারপরে বললেন 'করমোরাণ্ট' কিভাবে ড্যানিয়েল আর রুথের সাথে ডলফিনের ঝাঁকটার দেখা করিয়ে দেয় এবং তারা কিভাবে আলোচনা করে।

"ওই আলোচনার সারাংশ আমরা অনুবাদ করে বুঝেছি। কি বুঝেছি সেইটা বলছি এবার।

"আমি জানি, আপনারা কেউ কেউ মনে করেন যে ডলফিন্‌দের বুদ্ধি সম্পর্কে আমার ধারণা একটু বেশী উঁচু। কিন্তু এবারে আপনারা

BanglaBook.org

নিজেরাই বুঝবেন যে আমার ধারণা খুব ভুল নয়। ডলফিন্‌রা নিজেরাই আমাদের কাছে এসেছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। তারা চায় তাদের সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে আমরা তাদের সাহায্য করি। সমুদ্রে দু'রকমের প্রাণী আছে যারা সাধারণত ডলফিন্‌দের আক্রমণ করে। এক হচ্ছে হাঙ্গর, আরেক হচ্ছে খুনে তিমি।

"হাঙ্গরদের নিয়ে ডলফিন্‌রা চিন্তিত নয়। ওরা হাঙ্গরদের নিছক অবজ্ঞার চোখে দেখে, কারণ হাঙ্গরগুলো হচ্ছে মাছেদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিহীন। দুটো কি তিনটে ডলফিন্ একসাথে থাকলেই হাঙ্গরের আক্রমণ থেকে তারা নিরাপদ। কানকোতে গুঁতো মেরে একটা হাঙ্গরকে মেরে ফেলা ওদের কাছে কিছুই নয়।

"কিন্তু খুনে তিমির ব্যাপারটা অন্য। খুনে তিমি হচ্ছে ডলফিন্‌দেরই সগোত্র, 'অরসিনুস্ অর্কা'। একথা বললে ভুল হবে না যে 'অর্কা' হ'লো একটা দৈত্যাকার ডলফিন্, যে নিজেই ডলফিন্-থেকো হয়ে উঠেছে, ইতিহাসে বর্ণিত প্রাচীন কালের মানুষ-খেকো মানুষের মতো। একটা খুনে তিমি প্রায় তিরিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, আর এমনও খুনে তিমি মারা হয়েছে যার পেটের মধ্যে কুড়িটা ডলফিন্ একসাথে পাওয়া গেছে।. ভেবে দেখুন, কি রাক্ষুসে ক্ষিদে!

"স্বাভাবিক, ডলফিন্‌রা আমাদের সাহায্য চাইবে। ওরা দেখেছে, অনেক ব্যাপারে আমরা ওদের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর। আমাদের জাহাজগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ওদের কাছে। এমন হতেই পারে যে এতদিন যে ডলফিনরা আমাদের সাথে বারে বারে বন্ধুত্ব পাতাতে চেয়েছে, সাহায্য করেছে, সে-সবই আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য; তাদের চিরকালের শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের মিত্রশক্তি হিসেবে পাওয়ার জন্য। আমরাই ওদের বক্তব্য বুঝিনি। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের লজ্জিত হওয়া

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই উচিত।”

গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন কলকাতার শারীরতত্ত্ববিদ্ ডাঃ লাহিড়ী। সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁর দিকে।

“একটু দাঁড়াও, প্যাট্রিস্। আমার একটা প্রশ্ন আছে। আশা করি কিছু মনে করবে না। তুমি যা বলছো তা খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তুমি যেভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছো সেটা যে পুরো সঠিক, এ-বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত? আমরা জানি তুমি ডলফিন্‌দের কতটা ভালবাসো। আমরাও বাসি। এমন নয় তো যে তুমি তোমার নিজের চিন্তা-ভাবনা ডলফিন্‌দের মুখে বসিয়ে দিচ্ছো?”

এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন। “দেখুন, আমি ডাঃ কিন্‌টের মতো ডলফিন্‌দের ভাষা অতো ভালো বুঝি না। কিন্তু এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই নেই। ডাঃ কিন্‌টের সমর্থনে আমি যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।”

“যাই হোক্, পরের কথায় আসা যাক্।” বললেন কিন্‌টে। “আমার এবারের কথায় বুঝবেন যে আমি ডলফিন্‌দের অন্ধ সমর্থক নই। আমি প্রাণীতত্ত্ববিদ্ নই, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমার আছে। মনে করুন, ইচ্ছে করলে আমরা খুনে তিমিদের বিরুদ্ধে ডলফিন্‌দের সাহায্য করতে সক্ষম। কিন্তু প্রশ্ন হ'লো সক্ষম হলেই কি তা করা আমাদের উচিত হবে?”

এবারে পিকিং থেকে মুখ খুললেন বিখ্যাত ইকলজিষ্ট অধ্যাপক চেন্। “এ-ব্যাপারে অনেক কিছু বিবেচনা করার আছে। দেখুন, প্রাকৃতিক পরিবেশে সব প্রাণীরই শত্রু থাকে। শত্রু না থাকলেই মুস্কিল হয়। আফ্রিকার কথাই ধরুন না। একই অঞ্চলে সিংহ আর অ্যান্টিলোপ হরিণ থাকে। হরিণরা তৃণভোজী আর তাদের ধরে খায় সিংহ। মনে করুন, অ্যান্টিলোপদের প্রতি আপনার খুব মায়া হলো, সব সিংহগুলোকে আপনি মেরে ফেললেন। কি হবে? খুব শীগ্‌গীর অ্যান্টিলোপদের বংশবৃদ্ধি হতে হতে এমন হবে যে

BanglaBook.org

সংখ্যায় তারা ভয়ানক বেশী হয়ে যাবে। অঞ্চলের সব খাবার যাবে শেষ হয়ে। আর অ্যান্টিলোপগুলো মরতে থাকবে অনাহারে। আশেপাশের শস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বনজঙ্গলের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে, কেননা সাধারণভাবে অভ্যস্ত খাদ্য না পেয়ে হরিণগুলো যা খায় না তাও খেতে থাকবে; সাধারণত যেখানে তারা থাকে সেখান থেকে অন্যত্র খাদ্যের খোঁজে হানা দেবে। অ্যান্টিলোপরা যতই দুঃখিত হোক না কেন, সিংহের পেটে মাঝে মধ্যে যাওয়া তাদের পক্ষেই ভালো।"

"তুলনাটা মোটেই ঠিক হ'লো না।" প্রতিবাদ করলেন কিন্‌টে। "আমরা তো বন্য পশু নিয়ে কথা বলছি না, আমরা কথা বলছি বুদ্ধিমান প্রাণী নিয়ে। তুলনাটা এভাবে দিলে ঠিক হবে। মনে করুন, এক জায়গায় কয়েকজন চাষী আছে, চাষবাস করে। তাদের মাঝে মাঝেই আক্রমণ করছে মানুষখেকো জংলীর দল। এক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন, মানুষখেকো জংলীরা চাষীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, না কি আপনি মানুষখেকোদের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন?"

"হৃদয় পরিবর্তন? খুনে তিমির?"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান!" অধ্যাপক ওমর, স্বনামধন্য জৈব রসায়নবিদ্, করাচী থেকে বলে উঠলেন, "আমার জানার পরিধির বাইরে চলে যাচ্ছেন আপনারা। খুনে তিমিরা কতোটা বুদ্ধিমান? যদি ডলফিন্‌দের মতো অতোটা বুদ্ধিমান না হয় তাহলে চাষী-মানুষখেকো তুলনাটাও আসে না। নৈতিক সমস্যাও থাকে না।"

"আরে ঝামেলা তো সেখানেই।" কিন্‌টের গলায় আক্ষেপের সুর। "আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, খুনে তিমিরা ডলফিন্‌দের চেয়ে কোনো অংশে কম বুদ্ধিমান নয়।"

"খুনে তিমি কি মানুষ খায়?" জানতে চাইলেন অধ্যাপক ওমর।

"হ্যাঁ, প্রমাণ আছে, বেশ কিছু স্কিন-ডাইভার ওদের পেটে গেছে।"

BanglaBook.org

এ খবরটা সকলকেই একটু চিন্তায় ফেললো। আলোচনা আবার শুরু করলেন ডাঃ লাহিড়ী।

"বোঝাই যাচ্ছে আমাদের মনস্থির করার আগে আরো তথ্য দরকার। খুনে তিমি ধরে তাদের ওপর বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে হবে। ভালো ক'রে গবেষণা করতে হবে। প্যাট্রিস্, তুমি কি ডলফিন্‌দের সাথে যেমন যোগাযোগ করেছো তেমনি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো?"

"পারি হয়তো, কিন্তু কবে পারবো কে জানে!"

"আরে, কি করবে সেটা আগে ঠিক করে নাও।" অধ্যাপক চেন একটু অসহিষ্ণু। "কিভাবে কাজটা করা হবে সেটা তো পরের প্রশ্ন। খুনে তিমিদের পক্ষে আর ডলফিন্‌দের বিপক্ষে একটা বিরাট যুক্তি আমার মনে পড়ছে।"

"কি বলবেন বুঝতে পারছি" বলে উঠলেন কিন্‌টে, "তবু বলুন শুনি।"

"জানেনই তো, আমাদের খাদ্যসামগ্রীর অনেকটাই আসে সমুদ্র থেকে। বছরে দশ কোটি টন মাছ ধরা হয় সমুদ্র থেকে। এক্ষেত্রে ডলফিন্‌রা আমাদের সরাসরি প্রতিযোগী। ওরা যে-পরিমাণ মাছ খায় সে-পরিমাণ মাছ আমাদের হাত-ছাড়া হয়। খুনে তিমিদের সাথে যেমন, আমাদের জেলেদের সঙ্গেও তেমন ডলফিন্‌দের যুদ্ধ আছে। জেলেদের জাল ছিঁড়ে দেয়, জাল থেকে মাছ ছিনতাই করে, ঝামেলা ওরা কম করে না। এই যুদ্ধে, মশাই, খুনে তিমিরাই আমাদের মিত্র। খেয়ে খেয়ে ওরা ডলফিন্ বংশ কমিয়ে রাখছে।"

কে জানে কেন, এই যুক্তিটা শুনে ডাঃ কিন্‌টে খুব খুশী হয়ে উঠলেন। বলে উঠলেন, "ধন্যবাদ, অধ্যাপক চেন্। আপনি আমাকে একটা ভালো আইডিয়া দিলেন। এও নিশ্চয় আপনি জানেন যে ডলফিন্‌রা কখনো কখনো মানুষদের মাছ ধরতে সাহায্য করেছে আর ধরা মাছের অর্ধেকটা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছে? দু'শো বছর আগে

BanglaBook.org

আমাদের এই অঞ্চলে এ-ব্যাপার হামেশা ঘটতো।”

“তা জানি। তা আপনি কি সেই ব্যাপারটা আবার চালু করতে চান?”

“তা চাই। আরো অনেক কিছুই করতে চাই। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। খুব সাহায্য করলেন আপনারা। কয়েকটা পরীক্ষা শুরু করবো ভাবছি। তারপরে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাবো কমিটির কাছে। আমাকে হপ্তা দু'য়েক সময় দিন। আর খোঁজ করুন তো, কেউ আমাকে একটা খুনে তিমি ধার দিতে পারে কি না। আকারটা যেন একটু ছোট হয়, দিনে পাঁচশো কেজির বেশী খাবার দিতে পারবো না।”

রীফের উপর প্রথম রাত্রির অভিযানের কথা ডিকের সারা জীবন মনে থাকবে। ভাটার সময়। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ নেই। জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা। বীচ ছেড়ে নামলো সে আর চিকো, হাতে ওয়াটারপ্রুফ্ টর্চ, বর্শা, কাঁচের মাস্ক, দস্তানা আর থলে। ইচ্ছে, থলে-ভর্তি ক্রে ফিস্ ধরবে। আরও ইচ্ছে, দুষ্প্রাপ্য সুন্দর কিছু শঙ্খ ধরা, রীফের আরও অনেক বাসিন্দার মতো দিনের আলোয় যাদের দেখা মেলে না। এগুলো মেইনল্যাণ্ডের সংগ্রাহকদের কাছে বেচে বেশ দু'পয়সা রোজগার হবে। কাজটা অবশ্য একদম বেআইনী।

প্রবালের উপর দিয়ে কচ্‌মচ্ শব্দে পা ফেলে এগোলো তারা। টর্চের আলো সামনে অল্প একটু জায়গা আলোকিত করছে। সে আলোয় রীফের ব্যাপক অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হচ্ছে। অন্ধকার এত গাঢ় যে একশো গজ এগোতেই পিছনে দ্বীপকে আর দেখাই যাচ্ছে না। শুধু প্রধান বেতার টাওয়ারের উপর লাল আলোটাই দেখা যাচ্ছে। পথনির্দেশকের কাজ করবে ফেরার সময়।

BanglaBook.org

ভাঙ্গাচোরা প্রবালের অন্ধকার পথে খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে।

খানিক বাদে চিকো প্রথম ক্রে ফিস্‌টা ধরলো। এক জায়গায় অল্প জলের তলায় গুঁড়ি মেরে চলছিলো সেটা। চিকোর টর্চের আলোয় হতভম্ব হয়ে পালাতে পারলো না, স্থান পেলো চিকোর থলিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও বেশ কয়েকটা ধরা পড়লো।

রীফের উপর অন্য শিকারীরাও ঘুরছে খাদ্যের সন্ধানে। টর্চের আলোয় হাজার হাজার কাঁকড়া দেখা গেল। অধিকাংশই পালাচ্ছে তাদের দেখে। কিন্তু মাঝে মাঝে দু'টো একটা দাঁড়া উঁচিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গীতে রুখে উঠছে। এটা সাহস না নির্বুদ্ধিতা, কে জানে।

অপূর্ব চিত্রবিচিত্র 'কড়ি' আর 'কোন্‌' শঙ্খগুলো চলে বেড়াচ্ছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই শম্বুকগতি প্রাণীগুলি, আর অন্য আরো অজস্র ক্ষুদ্র প্রাণী যাদের সকলকে দেখা যাচ্ছে না, আসলে ঘুরছে শিকারের সন্ধানে। ডিকের পায়ের নীচে বিস্তৃত এই অপরূপ জগৎটা বস্তুত একটা যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে ঘটে চলেছে শত শত খুন আর রাহাজানি, শত শত আচমকা আক্রমণ আর গুপ্তহত্যা।

তারা এবার এসে পৌঁছালো রীফের কিনারার কাছাকাছি। ছপ্‌ছপ্‌ করে চলতে হচ্ছে কয়েক ইঞ্চি গভীর জলের মধ্যে দিয়ে। অন্ধকারে জল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে একটা আলো। প্রত্যেক পদক্ষেপে সৃষ্টি হচ্ছে অজস্র তারকা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও সামান্য পা নাড়ালেই জলের উপর দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে আলোর ছোট ছোট ঢেউ। কিন্তু জলে টর্চ ফেললেই আর সে-আলো দেখা যাচ্ছে না। যে প্রাণীরা এই আলো বিচ্ছুরণ করে তারা এত ক্ষুদ্র, এত স্বচ্ছ যে এমনিতে তাদের দেখাই যায় না।

জল ক্রমশ গভীর হচ্ছে। অন্ধকারে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে রীফের কিনারায় আছড়ে-পড়া ঢেউ-এর গর্জন। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল ডিক্‌। দিনের বেলায় বহুবার এখানে এলেও

BanglaBook.org

রাতের অন্ধকারে, টর্চের ক্ষীণ আলোয়, সবকিছুই অদ্ভুত অপরিচিত দেখাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে, ডিক্ জানে, পায়ের নীচে বিশাল গর্ত আর গভীর জল দেখা দিতে পারে।

হঠাৎ পায়ের নীচে প্রবাল শেষ হয়ে গভীর জল দেখা দিল। চম্‌কে উঠলো ডিক্। সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার, রহস্যময় জলাশয়ের একেবারে কিনারায়। জলটা স্ফটিক-স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও টর্চের আলো জলের দু'চার ইঞ্চি তলার বেশী আলোকিত করতে পারছে না।

"এখানে নির্ঘাত প্রচুর ক্রে পাওয়া যাবে।" ব'লেই চিকো দিব্যি জলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। ডিক্ দাঁড়িয়ে রইলো একা, তীর থেকে আধ মাইল দূরে, ঢেউ-এর বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে।

চিকোর পিছনে পিছনে নামার কোন দরকারই নেই। এখানে দাঁড়িয়ে ওর ফেরার অপেক্ষা করলেই চলে। জলটা দেখতেও বেশ ভয়ানক, আকর্ষণীয় মোটেই নয়। দেখে মনে হচ্ছে, অজস্র দৈত্য-দানো ঘুরে বেড়াচ্ছে তলায়। তবু নিজের ভয়কে নিজেই ব্যঙ্গ করে উঠলো ডিক্ মনে মনে। এইখানেই দিনের বেলায় অনেকবার ডুব দিয়েছি নিশ্চয়। এখানকার বাসিন্দাদের সকলকেই দেখেছি আমি। আর সন্দেহ নেই। ওরাই আমাকে ভয় পাবে বেশী, তার শেষ দ্বিধাটুকুও কেটে গেল যখন তার মনে হ'লো, জল থেকে উঠে চিকো চেষ্টা করবে হাসি চাপার, ভারিক্কি চালে বলবে, "ঠিকই করেছো, অনভিজ্ঞদের অন্ধকারে জলে নামা একেবারেই উচিত নয়।"

টর্চটা জলে ডুবিয়ে দেখে নিল ডিক্, ডুবলেও জ্বলে কি না। তারপরে কাঁচের মাস্‌কটা লাগিয়ে, বার ছয়েক বেশ করে দম নিয়ে নেমে পড়লো জলে।

জলের তলায় টর্চের আলোটা যথেষ্ট জোরালো দেখে অবাকই হ'লো ডিক্। আসলে এখন তার দৃষ্টি আর আলোটা একই দিকে বলেই ঔজ্জ্বল্যটা ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে। তাহলেও আলোটা

BanglaBook.org

পড়ছে সামান্য একটু জায়গা জুড়ে, বালি অথবা প্রবালের উপর। টর্চের আলোর সরু রশ্মির এলাকার বাইরে সবই অন্ধকার, অজানা সব বিভীষিকায় পূর্ণ! প্রথম কয়েক সেকেণ্ড ভয়ে প্রায় দিশেহারা বোধ করলো ডিক্। বারে বারে মনে হ'লো, পিছনে কে যেন অনুসরণ করে আসছে।

অবশ্য কয়েক মিনিট পরে ভয়টা কাটলো। জলের অন্ধকারের ভিতর কয়েক গজ মাত্র দূরে চিকোর টর্চের আলোর ইতস্তত নামাওঠা তাকে আশ্বস্ত করলো—সে একা নয়। ছোট ছোট গুহার মধ্যে, পাথরের তলায় উঁকি মেরে মাছগুলোকে চমকে দিতে বেশ মজাই লাগতে লাগলো। একবার একটা 'মোরে' ঈল-এর সামনে পড়লো ডিক্। গায়ে সুন্দর ডোরা-কাটা। ডিক্‌কে দেখে খুব চটে গিয়ে দাঁত বার করে ভয় দেখালো সে পাথরের গর্তের মধ্যে থেকে। সাপের মতো লম্বা দেহটা নড়ছিল জলে। ধারালো দাঁত দেখে ডিকের বিশেষ আনন্দ হ'লো না, কিন্তু ভয়ও খুব লাগলো না। সে জানে, বিরক্ত না করলে মানুষকে ওরা আক্রমণ করে না। সরে এলো ওখান থেকে ডিক্।

জলের মধ্যে নানারকম শব্দ হচ্ছে। যতবার চিকো পাথরে বর্শা ঠুকছে, আওয়াজটা ডিকের কানে আসছে। শব্দটা জলের বাইরের চেয়ে জলের তলায় বেশী স্পষ্ট। খানিক দূরে প্রবাল প্রাচীরে আছড়ে-পড়া ঢেউ-এর শব্দও শোনা যাচ্ছে। কখনো কখনো তার কম্পন শরীরেও অনুভব করা যাচ্ছে।

হঠাৎ ডিক্ একটা নতুন শব্দ শুনতে পেলো। ঠিক যেন পট্‌পট্ করে ছোট ছোট শিল পড়ছে। শব্দটা আস্তে হ'লেও স্পষ্ট, হাতের কাছেই তার উৎপত্তিস্থল বলে মনে হচ্ছে। সাথে সাথে সে দেখলো, টর্চের আলোটা যেন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে।

কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, আকারে এক-একটা বালির দানার মতো, আলো দেখে আকৃষ্ট হয়ে এসে টর্চের লেন্‌সের উপর

BanglaBook.org

পড়ছে, মোম জ্বলতে দেখলে যেমন মথ্‌গুলো এসে আছড়ে পড়ে। খানিকক্ষণের মধ্যে তারা সংখ্যায় এত বাড়লো যে টর্চের আলো হয়ে দাঁড়ালো একদম অকেজো। যারা লেন্‌সে পৌঁছতে পারলো না তারা ডিকের গায়ে এসে পড়তে লাগলো। তার খালি গা শিউরে উঠতে লাগলো। এতো জোরে ছুটছিলো প্রাণীগুলো যে তাদের চেহারা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে কয়েকটাকে মনে হ'লো যেন এক-একটা ধানের মতো ছোট কুঁচো-চিংড়ি গোছের।

ডিক বুঝলো, এগুলো হ'লো প্ল্যাঙ্কটন্‌ জাতীয় প্রাণী, যা নাকি সমুদ্রের সব্‌ মাছের প্রধান খাদ্য, টর্চ নিভিয়ে ওদের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য হ'লো ডিক। ঝাঁকটার চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ডিকের মনে হ'লো অন্য কোনো বড়ো প্রাণী এদের আকর্ষণে এসে উপস্থিত হবে না তো? ধরো যদি হাঙ্গর আসে? দিনের বেলা হাঙ্গর এলে কি করতে হবে ডিক্‌ জানে। কিন্তু রাতে? ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের হবে না।

চিকো যখন জল থেকে উঠতে লাগলো, খুশী মনেই ডিক্‌ তার পিছনে চললো। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা তার খুবই ভালো লেগেছে। সমুদ্রের একটা নতুন চেহারা দেখা গেল। রাত এসে সমুদ্রের তলার চেহারার কি অসাধারণ রূপান্তর ঘটায় তা বোঝা গেল। শুধু দিনের বেলা দেখলে সমুদ্রের আসল রূপের অনেকটাই অপরিচিত থেকে যায়। সমুদ্রের খুব সামান্য একটা অংশই দিনের আলো দেখা পায়। জলের গভীরের মাত্র কয়েকশো ফুট পর্যন্ত সূর্যের আলো ঢোকে। তারপরে শুরু হয় চির-অন্ধকারের রাজ্য। সেই অতলস্পর্শ গভীরতায় কোনো আলো নেই। সেই অন্ধকারে বাস করে শুধু কিছু দুঃস্বপ্নের বাসিন্দা—সেখানে না আছে সূর্য, না আছে ঋতু পরিবর্তন। আছে শুধু সেই সব প্রাণীদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হিমশীতল আবছা আলো।

"কি কি ধরলে?" ডিক জিজ্ঞেস করলো, ওপরে উঠে।

"আটটা ক্রে, তিনটে 'বাঘা কড়ি', তিনটে 'মাকড়সা' শঙ্খ। মন্দ



BanglaBook.org

নয়, কি বলো ?” উত্তর দিলো চিকো।

বিশাল প্রবাল অধিত্যকার উপর দিয়ে বেতার টাওয়ারের লাল আলোর দিকে ফিরতে ফিরতে ডিক্ অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করলো, পায়ের নীচে জল বাড়ছে। জোয়ার আসছে। জোয়ারের সময় এখানে আটকা পড়লে হাল কি হবে সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু সে ভয় আদৌ নেই। চিকো সময় ঠিক করেছে ভেবে চিন্তে। ডিক্‌কে পরীক্ষা করাও ছিল তার উদ্দেশ্য। সে-পরীক্ষায় ডিক্ একদম্ ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে। কিছু লোক কখনই রাত্রে স্কিন ডাইভিং করতে পারে না। স্নায়ুতে কুলোয় না। সামনে একটু আলো আর চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, এ অবস্থা অনেকেই সহ্য করতে পারে না। ডিক্ ভয় পেয়েছিল ঠিকই, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বড়ো কথা হ'লো, ভয়কে সে জয় করতে পেরেছে। অজানাকে সমঝে না চলা বোকামী, সত্যিকারের যে বীর সে ভয়কে জয় ক'রে অজানাকে জিতে নেয়।

ডিক্ মনে মনে ভাবলো, রীফের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এবার নামতে হবে খোলা সমুদ্রে, সত্যি সত্যি কাকে ডাইভিং বলে দেখতে হবে। সেদিন আর খুব দূরে নয়।

ডলফিন্‌রা কি অনুরোধ জানিয়েছে বিস্তারিতভাবে সকলকে জানানোর পর থেকে সারা দ্বীপে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। প্রত্যেকেই একটা ক'রে 'তত্ত্ব' উপস্থিত করছে। প্রত্যেকেই বলছে তার মতে কি করা অবশ্যকর্তব্য। অজস্র গুজব হাওয়ায় উড়ছে। ডিকের সাথে আর-একটি ছেলের প্রায় মারামারি হয়ে গেল। ছেলেটা ঠাট্টা করে বলেছিলো, ডলফিন্‌দের সাথে মিশে মিশে ডাঃ কিন্‌টে প্রায় ডলফিন্‌দের মতে দেখতে হয়ে যাচ্ছেন। ম্যারী চুপি চুপি ডিক্‌কে বলে গেছে, ঐ ছেলেটা অতি অসভ্য, ওকে মারাই উচিত। সাথে সাথে মায়ের তৈরী নার-

BanglaBook.org

কেলের মিষ্টিও খাইয়ে গেছে। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ডিক্ মিষ্টি-গুলো খেয়েছে।

গবেষক-বৈজ্ঞানিকরা স্বভাবতই ডলফিন্‌দের গোঁড়া সমর্থক। তাঁদের বক্তব্য—খুনে-তিমিরা যদি ডলফিন্‌দের চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয় তাতে কিছু আসবে যাবে না। ডলফিন্‌রাই আমাদের বন্ধু। বন্ধুত্ব করার সময় বন্ধুর বুদ্ধি কতো এটা কেউ বিচার করে না। ডলফিন্‌রা অনেক বেশী ভদ্র এবং ভালো লোক। ওদেরই আমরা সমর্থন করবো সবসময়।

জেলেদের মধ্যে দু'টো মত। একদল ডলফিন্‌দের খুব ভালো বন্ধু মনে করে। আরেক দল পিকিং-এর অধ্যাপক চেন-এর কথার সাথে একমত। তারা জানে ডলফিন্‌রা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। বহুবার জাল ছিঁড়েছে আর মাছ চুরি গেছে ডলফিন্‌দের উৎপাতে। তারা যে-সব বাক্য প্রয়োগ করছে ডলফিন্‌দের সম্বন্ধে তার একটাও কানে গেলে ডাঃ কিন্‌টের চোখ কপালে উঠতো। খুনে-তিমিরা ডলফিন্‌দের সংখ্যা কমিয়ে রেখে ভালোই করে, তাদের মত হ'ল এটাই।

এসব কথা কানে এলেও ডিক্ বিশেষ মাথা ঘামালো না এ-নিয়ে। ডলফিন্‌রা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সুতরাং ডলফিন্‌রা তার বন্ধু। এর মধ্যে কূট তর্কের কোনো অবকাশ নেই।

ইতিমধ্যে ডিক্ বেশ দক্ষ ডুবুরী হয়ে উঠেছে। চিকোর মতো ওস্তাদ অবশ্য হতে পারেনি। ফ্লিপার্, মুখের মাস্ক আর স্নরকেল-এর ব্যবহার সে ভালোই আয়ত্ত করেছে। এখন সে একডুবে অনেকক্ষণ জলের তলায় থাকতে পারে। কয়েক সপ্তাহ আগে ডিক্ কল্পনাই করতে পারতো না যে এতক্ষণ সে জলের তলায় নিঃশ্বাস না নিয়ে কখনো থাকতে পারবে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রা তাকে আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী করে তুলেছে। এখন জলের তলায় সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেছে। কি ক'রে একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সেটাকে বেশীক্ষণ

BanglaBook.org

ব্যবহার করা যায় সে-কায়দা তার রপ্ত হয়ে গেছে। অনায়াসে সে পুরো এক মিনিট জলের তলায় কাটাতে পারে। শুধু মজার খেলাই নয়, ডাইভিং খুব কাজেও লাগে, এটা বুঝেই সে জিনিসটা আরো ভালো ক'রে শেখার চেষ্টা করছে। তার দক্ষতা খুব শীঘ্রই কাজে লেগে গেল।

একদিন ডাঃ কিন্‌টে তাকে ডেকে পাঠালেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছে ডাঃ কিন্‌টেকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা কাজে তিনি খুব ব্যস্ত এবং কাজটা ভালোই এগোচ্ছে। "ডিক্, তোমার জন্যে একটা বিশেষ কাজ আছে", বললেন তিনি। "কাজটা তোমার পছন্দ হবে খুব। এটা দেখ দেখি।"

যে-যন্ত্রটা তিনি এগিয়ে দিলেন সেটা একটা ছোট ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে। পঁচিশটা বোতাম রয়েছে তাতে, পাঁচটা ক'রে পাঁচ সারিতে সাজানো। খুব বড়ো একটা হাতঘড়ির মতো। ব্যাণ্ড আর বক্‌লস দেখে বোঝা যাচ্ছে কব্জির একটু উপরে হাতে পরার জন্য তৈরী। তলাটা বাঁকানো নরম রবার, ডায়ালটা তিন ইঞ্চি বর্গ আকারের। কয়েকটা বোতাম ফাঁকা, কিন্তু বেশীর ভাগ বোতামের ওপর বড়ো বড়ো পরিষ্কার হরফে একটা ক'রে শব্দ খোদাই করা। ডিক্ পড়ে দেখলো, শব্দগুলো হ'লো—'না', 'হ্যাঁ', 'উপরে', 'তলায়', 'বন্ধু', 'বাঁয়ে', 'ডাইনে', 'দ্রুত', 'ধীরে', 'থামো', 'যাও', 'পিছু নাও', 'এসো', 'বিপদ' এবং 'বাঁচাও'! মোটামুটি সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে শব্দগুলো সাজানো। যেমন, 'উপরে' শব্দটা ডায়ালের ঠিক উপরে বসানো, 'তলায়' শব্দটা নীচে। 'ডাইনে' এবং 'বাঁয়ে' সত্যিই ডানদিকে আর বাঁদিকে। 'হ্যাঁ' বা 'না' 'থামো' অথবা 'যাও' ইত্যাদি শব্দের বোতামগুলো যতদূর সম্ভব দূরে দূরে বসানো যাতে এটা টিপ্‌তে ভুল করে অন্যটা কেউ টিপে না ফেলে। 'বিপদ!' আর 'বাঁচাও!' এই বোতাম দু'টো আবার বিশেষ একটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সরাতে হবে, কাজেই ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

"এটার পিছনে ইলেকট্রনিক্‌সের প্রচুর কারসাজি আছে, বুঝলে

BanglaBook.org

হে! ব্যাটারীটা কম ক'রে আটচল্লিশ ঘণ্টা চলবে। ঐ বোতামের একটা টিপ্‌লে তুমি শুধু একটা আবছা আওয়াজ পাবে, কিন্তু উপরে যে-শব্দটা লেখা সেটা ডলফিন্‌রা শুনবে ওদের নিজেদের ভাষায়। তারপরে কি হবে সেটাই আমাদের জানার ইচ্ছে। ফাঁকা বোতাম-গুলোতে দরকার মতো শব্দ পরে বসিয়ে নিতে হবে।

"তুমি এই যন্ত্রটা নিয়ে হাতে বেঁধে সাঁতরানো অভ্যেস করো। এমন অভ্যেস করো যাতে এটা তোমার শরীরের একটা প্রত্যঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বোতামগুলো ভালো করে চিনে নাও। চোখ বুজেও কোন্ বোতামটায় কি আছে বুঝতে যেন অসুবিধা না থাকে। তারপরে আমার কাছে এসো। পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব শুরু করবো তখন।"

"এটার কি কোনো নাম দিয়েছেন?" প্রশ্ন করলো ডিক্।"

"কেন? তোমার কোনো পছন্দসই নাম আছে নাকি?

" 'ফ্রেণ্ডশীপ্ ওয়ান' নামটা কেমন হবে?"

"চমৎকার হবে।" হেসে বললেন ডাঃ কিন্‌টে।

উৎসাহের চোটে সেদিন রাত্রে ডিকের ঘুমই হ'লো না। সারা রাত বোতামগুলো টিপে টিপে কোন্‌টার কি অর্থ মুখস্থ করে ফেললো সে। পরদিন সকাল না-হতেই হাজির হ'লো ডাঃ কিন্‌টের কাছে। কিন্‌টের মুখ দেখে বোঝা গেল, তিনি জানতেন, ডিক্ সকালেই আসবে।

"তোমার ফ্লিপার দুটো আর কাঁচের মাস্‌ক নিয়ে পুকুরের পাশে চলে এসো।" বললেন তিনি।

"চিকোকে সঙ্গে আনবো?"

"আনতে পারো, তবে দেখো, বক্-বক্ যেন না করে।"

যন্ত্রটা দেখে চিকো খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলো, কিন্তু ওটা ডিক্‌কে দেওয়ায় সে বিশেষ খুশী হতে পারলো না।

"ওটা তোমাকে দিলেন কেন ডাঃ কিন্‌টে?" প্রশ্ন করলো চিকো ঈর্ষাভরা গলায়।

BanglaBook.org

"জানোই তো", ডিকের গলায় আত্মতৃপ্তি, "ডলফিন্‌রা আমাকে কেমন পছন্দ করে।"

"ডলফিন্‌দের মাথায় গোবর।"

ডিক্ এত খুশী 'ফ্রেণ্ডশীপ্ ওয়ান' হাতে পেয়ে যে সে চিকোর এই ঔদ্ধত্য পরম বৈষ্ণবের মতো ক্ষমা করে দিলো।

ওদিকে, পুকুরের দিকে যেতে যেতে ডাঃ স্যাণ্ডারসন্ আর ডাঃ কিন্‌টে চিকোর বক্তব্য নিয়েই আলোচনা করছিলেন। দু'জনেরই হাতভর্তি নানারকম যন্ত্রপাতি।

"ডিকের প্রতি রিকির ব্যবহার কিন্তু ইতিহাসের গল্পগুলোকেই সঠিক প্রমাণ করে, তাই না, নীল?" কিন্‌টে বললেন। "মুক্ত অবস্থায় কোনো ডলফিন্ মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করলে শিশুদের অথবা বালকদের সাথেই বন্ধুত্ব করে প্রথমে।"

"বয়স অনুপাতে ডিক্ তো বেশ ছোটখাটো", উত্তর দিলেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন, "তাই ওর কাছে রিকি নিরাপদ বোধ করেছে। বড়োরা তো আকারেও বড়ো, তাই বিপজ্জনক ব'লে মনে হয় হয়তো ওদের কাছে। তাছাড়া, একটি শিশু তো আকারে একটি ডলফিনের বাচ্চারই প্রায় সমান।"

"ঠিকই বলেছো, নীল বললেন কিন্‌টে, "আর সমুদ্রের ধারে স্নানরত শিশুদের সাথে যেসব ডলফিন্ ভাব করে, তারা সম্ভবত তাদের সদ্যোজাত সন্তান হারিয়েছে এমন মা-ডলফিন্। হয়তো মানবশিশুকে ভালবেসে তারা নিজেদের শোক ভুলতে চায়।"

পুকুরের ধারে এসে ডিকের হাসিমুখ আর চিকোর গোমড়া মুখ দেখে দুই বৈজ্ঞানিক হাসি চাপলেন অনেক কষ্টে। চুপি চুপি স্যাণ্ডারসন কিন্‌টেকে বললেন, "ডিক্ তো লাফাচ্ছে, চিকোর মুখখানা এদিকে যে আষাঢ়ের মেঘ। বেচারী খুব আহত।"

"কি বলবো বলো! রিকি চিকোকে রীতিমত ভয় পায়। এমনকি রিটাও খুব স্বস্তি বোধ করে না। তুমি ওকে একটু গ্যাসট্যাস্

BanglaBook.org

খাইয়ে খুশী রাখো। মুভি তোলার কাজে লাগাও।"

কিন্তু কাজ শুরু হতে সকলেই এত মেতে গেল যে এসব কথা আর কারো মনেই রইলো না। ডিক্‌কে ডাঃ কিন্‌টে নির্দেশ দিলেন, "তুমি জলে নেমে সাঁতরে মাঝখানে চলে যাও। সেখানেই থাকো আমি অন্য কিছু না-বলা পর্যন্ত। পূব পাড়ে নীল আর চিকো ক্যামেরা সাজাবে। আমি পশ্চিম পাড়ে যাচ্ছি।" সকলের দিকে ফিরে বললেন, "এখন এখানে সম্পূর্ণ নীরবতা চাই। একটু কথা হ'লেও কিন্তু পুরো পরীক্ষাটাই বান্‌চাল হয়ে যাবে।"

ডাঃ কিন্‌টের হাতে কতকগুলো বড়ো কার্ডবোর্ডের টুক্‌রো। তার ওপরে 'ফ্রেণ্ডশীপ ওয়ান'-এর বোতামের শব্দগুলো লেখা।

"আমি এগুলো একটা একটা উঁচু করে ধরবো। তখন ডিক্, তুমি সেই সেই বোতামটা টিপ্‌বে। ভুল যেন না হয়।" বেশ জোরে মাথা নাড়লো ডিক্। "যদি একসাথে দু'টো কার্ড দেখাই তাহলে উপরের কার্ডের বোতামটা আগে টিপ্‌বে। বুঝেছো?"

ডিকের মাথা নাড়া দেখে মনে হ'লো মাথাটাই খুলে আসবে। "সব শেষে আমি তোমাকে 'বিপদ!' লেখা কার্ডটা দেখাবো, তারপরেই দেখাবো 'বাঁচাও!' কার্ডটা। দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যেই। 'বাঁচাও!' বোতামটা টিপেই তুমি এমন ভাব করবে যেন তুমি অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়ছো, ডুবে যাবার মতো করে তুমি আস্তে আস্তে একদম নীচে পড়ে যাবে। এবারে বলো তো কি কি করতে বললাম?"

ডিক্ বলে গেল কি কি করতে হবে।

কথা বলতে বলতে তারা পৌঁছে গেল পুকুরের পাশের তারের বেড়ার ধারে। সবাই কথা বলা বন্ধ করলো। রিটা আর রিকি প্রচুর শব্দ ক'রে জল ছিটিয়ে বন্ধুদের স্বাগত জানালো।

ডাঃ কিন্‌টে রিটাকে রোজকার মতো খেতে দিলেন। রোজকার মতোই রিকি ধারে-কাছে এলো না। ডিক্ জলে নেমে আস্তে আস্তে সাঁতরে চলে গেল মাঝখানে।

BanglaBook.org

ডলফিন দুটো তার পিছনে পিছনে গেল। ফুট বিশেক তফাতে থেকে। জলের ঠিক তলায় মাথা নামিয়ে ডিক্ এই প্রথম দেখলো জলের তলায় ডলফিনদের দেহ কি স্বচ্ছন্দগতি! পুকুরের মাঝখানে এক চোখ ডাঃ কিন্‌টের দিকে, অন্য চোখ ডলফিন্‌দের দিকে রেখে সে ভেসে রইলো।

ইশারা দেখে প্রথম যে বোতাম সে টিপ্‌লো সেটা হ'লো 'বন্ধু'। ডলফিনরা নিঃসন্দেহে শুনতে পেল এবং বুঝতে পারলো। খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো মা আর ছেলে। দ্বিতীয়বার 'বন্ধু' বোতাম টিপলো ডিক্। এবার, মহা আনন্দের সাথে সে দেখলো, দু'টো ডলফিন্ সাঁতরে তার পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে·এলো এবং তাদের কালো, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সরে গেল না।

ডিকের মনে হ'লো,তারা যেন পরীক্ষার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে এবং অপেক্ষা করছে পরের সংকেতের জন্য।

পরের নির্দেশ দেওয়া হ'লো জলের 'তলায়'। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো ডলফিন্ একডুবে চলে গেল তলায়। সেখানে ধৈর্য ধরে পড়ে রইল যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিক্ 'উপরে' বোতামটা টিপ্‌লো। বোঝা গেল, ডলফিন্‌রা এই নতুন খেলাটায় খুব মজা পেয়েছে। এমনিতেই ওরা খুব আমুদে। নিজেরাই খেলা তৈরী ক'রে নিয়ে হুল্লোড় করে এক-এক সময়। এ খেলাটায় মনে হ'লো, রিটা আর রিকি শুধু যে মজা পেয়েছে তাই নয়, এও বুঝেছে যে এর মধ্যে দিয়ে মানুষ আর ডলফিনদের মধ্যে বন্ধুত্ব একটা নতুন পর্যায়ে উন্নীত হতে যাচ্ছে।

এবার দু'টো কার্ড দেখালেন কিন্‌টে। ডিক্ যথাক্রমে দু'টো বোতাম টিপলো—'দ্রুত' আর 'যাও'। মুহূর্তের মধ্যে রিটা আর রিকি পুকুরের মধ্যে ছুটলো দ্রুত। 'ডাইনে' আর 'বামে' সংকেত পেয়ে মোড় নিলো ঠিকমতো, দ্রুত চলতে চলতেই। 'ধীরে' সংকেতের সাথে সাথে গতি কমালো তারা, 'থামো' বলতেই থেমে গেল।

এইবারে এলো চূড়ান্ত পরীক্ষা। কিন্‌টের ইসারা পেয়ে 'বিপদ!'

BanglaBook.org

বোতামটা টিপলো ডিক্। কি করবে ওরা এবার কে জানে।

কিচ্ছু করলো না ওরা। কেবল ডিকের দিকে তাকিয়ে ঠিক যেন বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগলো। বেশ বুঝেছে ওরা, এটা নিছক একটা খেলা। তাছাড়া যে-পুকুরের প্রতিটি ইঞ্চি তাদের পরিচিত সেখানে কোনো বিপদ দেখা দিলে যে-কোনো মানুষের চাইতে অনেক আগেই তারা সেটা বুঝতে পারতো।

এবারে না বুঝেই এক কাণ্ড বাধালেন ডাঃ কিন্‌টে। আগের সংকেত বাতিল করে সংকেত পাঠালেন 'বিপদ নেই'। হঠাৎ ডলফিন্ দু'টো যেন ক্ষেপে গেল। ভীষণ জোরে সারা পুকুর জুড়ে ছুটতে শুরু করলে। জল থেকে পাক্কা ছ' ফুট লাফিয়ে উঠলো ওপরে। এত জোরে ডিকের চারপাশে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগলো যে ডিক্ ভয়ই পেয়ে গেল। ধাক্কা না লাগে। বেশ কয়েক মিনিট এ-রকম চললো, সকলে বেশ ঘাবড়েই গেল। কিন্তু যখন পুকুরের পশ্চিম পাড়ের কাছে গিয়ে জল থেকে মুখ বার ক'রেআচমকা রিটা ডাঃ কিন্‌টেকে সশব্দে একটা 'প্যাঁক' দিয়ে উঠলো, তখন সবাই বুঝলো ডলফিন্‌রা তাদের নিয়ে ইয়ার্কি মারছে।

আর একটা সংকেত পরীক্ষা করা বাকি। 'বাঁচাও' বোতামটা টিপে হাত-পা ছেড়ে বুড়বুড়ি কাটতে কাটতে এলিয়ে প'ড়ে ডুবে যেতে লাগলো ডিক্। এবারেও কি ঠাট্টা করবে ওরা?

মুহূর্তেই জলের মধ্যে দিয়ে উল্কার গতিতে ছুটে এলো তার দিকে দু'টো ধূসর দেহ। আল্‌তো করে অথচ দৃঢ়তার সাথে তাকে ঠেলে তুল্‌লো জলের উপরে। ইচ্ছে করলেও আর ডুব দেবার উপায় নেই তার। মাথাটা জলের উপরে ভাসিয়ে তাকে ধরে রাখলো রিটা আর রিকি। সত্যিই, ডিকের সাহায্য চাওয়াটা খাঁটি কি না তা পরীক্ষা করার ঝুঁকি নিতে ওরা রাজী নয়।

ডাঃ কিন্‌টে তাকে উঠে আসতে ইশারা করছেন। কিন্তু ডিকের খেয়াল নেই। ডলফিন্‌দের উৎসাহ আর খুশীর ছোঁয়া লেগেছে তারও

BanglaBook.org

মনে। দারুণ আনন্দে সে একডুবে চলে গেল পুকুরের তলায়, জলের মধ্যে ডিগবাজী খেতে লাগলো একের পর এক, চিৎ হয়ে সাঁতরাতে লাগলো তলাতেই। সারাক্ষণ ডলফিন্ দু'টো তার পাশে পাশে রইলো। মাঝে মাঝে স্নেহ ভরে তার গা ছুঁয়ে যেতে লাগলো। অন্তত রিটা আর রিকির কাছে তাকে আর কোনোদিন 'বন্ধু' সংকেতটি ব্যবহার করতে হবে না।

উপরে উঠতেই বিশাল দু'হাত বাড়িয়ে ডাঃ কিন্‌টে ডিক্‌কে জড়িয়ে ধরলেন। এমনিতেই ডাঃ স্যাণ্ডারসন একটু কাঠখোট্টা মানুষ। তাঁরও মুখে একগাল হাসি। আনন্দে তাঁর ঘামে-ভেজা মুখ আরও চক্‌চক্ করছে। চিকো ডিকের পিঠে খুশীর আতিশয্যে এমন এক থাবড়া মারলো যে সে প্রায় উল্টে পড়ে আর কি!

পুকুরের খানিকটা দূরে গিয়েই দুই বৈজ্ঞানিক স্কুলের ছেলেদের মতো আনন্দে কিচির মিচির করতে লাগলেন। "ভাবতেই পারি নি এতটা হবে। আরে, ওরা তো আমাদের উদ্দেশ্য আগেই ধরে ফেলেছিল।"

"তা ঠিক!" সায় দিলেন কিন্‌টে। "ওরা আমাদের চাইতে বেশী বুদ্ধিমান কি না জানি না। তবে ওদের চিন্তার গতি যে আমাদের তুলনায় অনেক বেশী, তাতে সন্দেহ নেই।"

করুণ সুরে চিকো জানতে চাইলো, "এর পরের বার স্যার আমি কি যন্ত্রটা ব্যবহার করতে পারি?"

"ঠিক আছে। ক'রো ব্যবহার। ডিকের নির্দেশ ওরা শুনছে বোঝা গেল। এবারে দেখতে হবে অন্যদের প্রতি ওদের আচরণ কেমন। কি অসাধারণ ব্যাপার হবে, ভাবো, নীল। শিক্ষিত ডলফিন্‌রা সমুদ্রকে চিনতে আমাদের কতো সাহায্য করবে। সত্যি…!" হঠাৎ চুপ করে গেলেন ডাঃ কিন্‌টে। "দু'টো শব্দ আমাদের এক্ষুনি বসাতে হবে 'ফ্রেণ্ডশীপ ওয়ান'-এর দু'টো বোতামে। একটা হ'লো 'প্লীজ', আরেকটা 'থ্যাংক ইউ'।"

BanglaBook.org

পরপর থেকে রোজ চিকো আর ডিক্ সাঁতার কাটে ডলফিন্ দু'টোর সাথে। তাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করে, দেখে, কতদূর পর্যন্ত সহ-যোগিতা করতে ওরা রাজী। চিকোকে ওরা এখন কোনোক্রমে সহ্য করে। 'ফ্রেণ্ডশীপ ওয়ান' দিয়ে সংকেত পাঠালে ওর কথাও শোনে। কিন্তু ওর প্রতি ওদের অপছন্দের ভাবটা কাটে নি। মাঝে মাঝে দাঁত বার করে তেড়ে এসে ওকে ভয় দেখাবার ভান করে ওরা, কখনো কখনো এমন করে যেন এখুনি ধাক্কা দেবে। ডিক্‌কে কিন্তু এমন ওরা কখনো করে না। বরং নানা ভাবে ওর প্রতি ওদের স্নেহই প্রকাশের চেষ্টা করে।

এই পক্ষপাতিত্বে চিকো খুব অসন্তুষ্ট। ডিকের মতো একটা নড়-বড়ে বেঁটে বক্কেশ্বরকে পছন্দ ক'রে ওরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতাই নাকি প্রমাণ করে—চিকোর হ'লো এই মত। কিন্তু কি করা যাবে। মানুষের যেমন ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থাকে যার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ডলফিন্‌দেরও কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ভালো লাগা বা না-লাগা থাকতেই পারে, তা চিকো যতই চটে যাক্ না কেন।

যতই দু'জনে ঝগড়া করুক না কেন, যতই হিংসুটেপনা করুক না কেন, চিকো আর ডিকের মধ্যে একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে। কেউ কাউকে ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। ডিকের জীবনে চিকোই প্রথম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাবা-মাকে হারাবার পর ডিক্ একটা খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিল। ডলফিন্-দ্বীপে এসে তার জীবনের যে পরিবর্তন এসেছে তা তাকে সেই খোলস্ থেকে বার করে এনেছে। তাই দিল্‌খোলা উচ্ছল চিকো তাকে আকৃষ্ট করেছে। অবশ্য চিকোর মধ্যে মন-টানবার মতো গুণ অনেক আছে বৈকি! সমুদ্রের সাথে যুদ্ধ ক'রে জীবন কেটেছে তার বাপ-ঠাকুর্দার। তাদের

BanglaBook.org

কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সে পেয়েছে তার সুগঠিত দেহ। তার বুদ্ধি, তার চট্‌পটে স্বভাব, ডিকের অজানা নানা বিষয়ে তার জ্ঞান-ভাণ্ডার, সবই ডিকের চোখে তাকে দারুণ প্রশংসনীয় ক'রে তুলেছে। দোষের মধ্যে সে একটু গোঁয়ার আর একটু গুলবাজ। ডিকের প্রতি তার মনোভাবটা বড় দাদার মতো। ডিক্‌কে দেখাশুনা করা আর তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সবটাই সে নিয়েছে। তারা নিজেরা তিন ভাই চার বোন। মামা খুড়ো মাসী পিসীর সংখ্যা অগুণতি। তাই অনাথ ডিকের মনোবেদনা চিকোর সরল মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। ফলে, রাতটুকু লাবণ্যদির কাছে কাটলেও, দিনের বেশীর ভাগই তার কাটে হয় সমুদ্রে, বীচে, রীফে চিকোর সাথে, নয়তো চিকোর বাড়ীতে তার পরিবারের উষ্ণ সান্নিধ্যে।

আরেক চরিত্র এই লাবণ্যদি। শুকনো শরীর, খন্‌খনে গলা আর চোখা চোখা বাক্যির আড়ালে অদ্ভুত স্নেহময়ী একটা মানুষ যে লুকিয়ে আছে তা বুঝতে একটু সময় লাগে। ডিকের দেখাশোনার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। ডিকের গতিবিধি সম্পর্কে তাঁর অভিযোগের অন্ত নেই. কিন্তু পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়ায় তার কোনো অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে লাবণ্যদির প্রখর দৃষ্টি। হাসপাতালে তাঁর কাজ খুব বেশী নয়। দ্বীপের লোকজন অসুস্থ প্রায় হয়ই না। ছোটোখাটো হাত-পা কাটা বা চোট্‌ লাগার চেয়ে মারাত্মক কোনো রোগের চেহারা ডিক্‌ অন্তত দ্বীপে এসে থেকে দেখেনি।

ডাইভিং-এ প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করার পর থেকেই ডিক্‌ চিকোকে জ্বালিয়ে মারছে খোলা সমুদ্রে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। রীফের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে গভীর জলে অতিকায় মাছেদের মধ্যে নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য ডিক ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিকো রাজী হয়নি চট্‌ করে। এমনিতে সে খুব অধৈর্য, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপারে চিকো খুবই সাবধানী। সে জানে জেটির নীচে, অগভীর জলে বা বাঁধানো পুকুরে ডাইভিং আর গভীর জলের তলে নামা

BanglaBook.org

এক জিনিস নয়। হাজারটা গণ্ডগোল হতে পারে—চোরা স্রোত টেনে নিয়ে যেতে পারে, আকস্মিক ঝড় উঠতে পারে, হাঙ্গরের উৎপাত দেখা দিতে পারে। খুব অভিজ্ঞ ডুবুরীরাও অনেক সময় সামলাতে পারে না বিপদ এলে। সমুদ্র ভুল-ভ্রান্তি সইতে পারে না, সে কাউকেই দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয় না। এই দিক থেকে সমুদ্র খুবই নিষ্ঠুর।

রিটা আর রিকির মাধ্যমে ডিকের গভীর সমুদ্রে যাবার সুযোগ এলো শেষ পর্যন্ত। ডাঃ কিন্‌টে তাঁর পুকুরে কোনো ডলফিন্‌কেই কখনো এক বছরের বেশী রাখেন না। ডলফিন্‌রা খুবই সামাজিক জীব, বেশীদিন তাদের দলছাড়া ক'রে রাখাটা অন্যায় বলে কিন্‌টে মনে করেন। অবশ্য যে-সব ডলফিন্‌কে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি, তাদের কেউই দ্বীপের আশপাশ ছেড়ে যায়নি। জলের তলার লাউড স্পীকারে ডাকলেই তারা সাধারণত এসে উপস্থিত হয়।

রিটা আর রিকি যে তাই করবে এ-বিষয়ে ডাঃ কিন্‌টের কোনো সন্দেহ নেই।

প্রথমে তো ওরা পুকুর ছেড়ে যেতেই চায় না। পুকুরের দরজা খুলে দেবার পর তারা খালটা ধরে খানিকটা সাঁতরে গিয়ে আবার ফিরে এলো। যেন বাইরে যেতে খুবই আপত্তি। চিকো মুখ বাঁকিয়ে বললো, "বাবু হয়ে গেছেন ওঁরা। নিজেরা মাছ ধরে খেতে হবে তো বাইরে গেলে। অকম্মার ধাড়ী যতো।"

কথাটা একেবারে যে বাজে, তা নয়। অবশ্য শুধু একথা বললে অবিচার করা হবে। ডাঃ কিন্‌টে ডিক্‌কে বললেন, খাল ধরে সাঁতরে বাইরে যেতে। তখন ওরা ডিকের পিছনে পিছনে গেল বাইরে। স্থায়ীভাবে।

এরপর থেকে পুকুরটা খালিই রইলো। ওখানে সাঁতরানোও বন্ধ হয়ে গেল। ডাঃ কিন্‌টের মাথায় এখন আরেকটা পরিকল্পনা ঘুরছে। রোজ সকালে, একপ্রস্থ পড়াশুনা সেরে, চিকো আর ডিক্ ডলফিন্ দু'জনের সাথে মেলে জেটির নীচে। তারপরে রীফের উপর

BanglaBook.org

দিয়ে সাঁতরে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকে একটা সার্ফ বোর্ড। সাথে যা সরঞ্জাম থাকে আর যা মাছ-টাছ ধরা পড়ে সেগুলো তার উপর রাখে তারা।

চিকো একবার একটা গল্প বলল যা শুনে ডিকের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো। একবার নাকি চিকো একটা মাছ মেরেছে বর্শা দিয়ে, খেয়াল করেনি, ঝুলিয়ে রেখেছে জালে! আর যায় কোথায়? এক বিরাট হাঙ্গর এসে উপস্থিত। ঘুরে ফিরে মাছটাকে খাবার চেষ্টা করছে। চিকো নাকি তখন সার্ফ-বোর্ডটার উপর বসে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। "গ্রেট্ ব্যারিয়ার রীফে যদি টিঁকে থাকতে চাও, বর্শা দিয়ে মাছ মারলে তাকে সাথে সাথে জল থেকে তুলে ফেলবে। এখানে হাঙ্গরগুলো বড়ই শয়তান। বছরে দু'-তিনজন ডুবুরী তো ওদের পেটে যায়ই।" চিকো সাবধান করে দিলো ডিক্‌কে। কি কথাই না শোনালে, ভাবলো ডিক্।

তবে সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে রিটা আর রিকি থাকলে কোনো ভয়ই নেই। বিশেষ করে হাঙ্গরের হাত থেকে। কখনো কখনো ড্যানিয়েল আর রুথও এসে ভেড়ে ওদের সাথে। একবার তো প্রায় পঞ্চাশটা ডলফিন্ ওদের সাথে অনেকক্ষণ খেলে বেড়ালো। গভীর সমুদ্রে কোনো ডুবুরীই বোধহয় কোনোদিন এত নিরাপদে ঘুরতে পারেনি।

বিশাল প্রবাল অধিত্যকার অগভীর জলে সাঁতরানো এক ব্যাপার, আর রীফের কিনারা ছাড়িয়ে গভীর জলে চলে যাওয়া আবার অন্য রকমের অভিজ্ঞতা। স্বচ্ছ জলের মধ্যে একটা উচ্চতায় ভাসতে ভাসতে এক-এক সময় ডিকের মনে হয় সে যেন শূন্যে ভেসে আছে। এক্ষুণি আছড়ে পড়বে অনেক নীচে চোখা চোখা ধারালো প্রবাল-ঢাকা জমিতে।

কোনো কোনো জায়গায় প্রবাল প্রাচীর শেষ হয়েছে খাড়া একটা দেওয়ালে, যা সোজা নেমে গেছে জলের মধ্যে অনেক নিচে।

BanglaBook.org

এই-দেওয়াল বরাবর আস্তে আস্তে ডুব দিতে ভারী মজা। দেওয়ালের ফাঁক-ফোকরে থাকে অজস্র প্রকার রকমারী রং-এর মাছ। তাদের চম্‌কে দিতে খুব ভালো লাগে ডিকের।

মাঝে মাঝেই এক-একটা বড়ো পাথরের চাঁই চোখে পড়ে। দেখা যায় এক-একটা মিনার, একেবারে সমুদ্রের তলা থেকে প্রায় উপরিতলের কাছাকাছি পর্যন্ত খাড়া উঠেছে। এগুলো কিন্তু সেই প্রবালেরই তৈরী, প্রবালের কঙ্কাল জমে জমেই বেড়ে উঠেছে। উপরে পাত্‌লা একটা আস্তরণ শুধু জীবিত প্রবালের, বাকীটা এখন নিছক চূণা পাথর। এই বিশাল আকৃতিগুলোর গা সাধারণত গুহায় ভর্তি। গুহাগুলোতে কে বাস করে না জেনে এদের মধ্যে ঢোকা কিন্তু খুবই বিপদ্‌জনক। হয়তো একটাতে রয়েছে একটা 'মোরে ঈল', বীভৎস দাঁত বার ক'রে কামড়াতে আসবে। আরেকটাতে আছে হয়তো 'স্কর্পিয়ান' মাছের ঝাঁক, গা-ভর্তি বিষাক্ত কাঁটা। গুহাটা যদি বড়ো হয় তাহলে হয়তো তার মধ্যে দেখা মিলবে একটা 'রক কড' অথবা 'গ্রুপার'-এর। এরা আকারে ডিকের চাইতে অনেক সময় বড়ো হ'লেও নির্ভেজাল ভালোমানুষ এবং ভীরু প্রকৃতির। কতকগুলো 'গ্রুপার' আবার পোষমানা, গায়ে হাত দিলেও সরে যায় না।

এরা হ'লো রীফের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু কখনো কখনো নতুন আগন্তুকদের আবির্ভাব সাড়া জাগিয়ে তোলে। রীফের সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ হ'লো এর অবাক্ করে দেবার ক্ষমতা। এখানে কখন যে কার দেখা মিলবে বলা মুস্কিল।

সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় রীফের ওপর ঘুরে বেড়ায় অবশ্য হাঙ্গর। ডিকের সাথে এদের একজনের প্রথম মোলাকাতের কথা ভোলার নয়। একদিন চিকো আর ডিক্ বেরিয়ে পড়েছে দু'জনে, পাহারাদারদের এড়িয়ে। সাঁতরাচ্ছে ডিক্, হঠাৎ দেখে তার দিকে আসছে ধূসর, অসাধারণ সুগঠিত একটি দীর্ঘ আকৃতি, ধীর গতিতে, স্বচ্ছন্দে।

BanglaBook.org

এত সুন্দর এবং এত সুঠাম সেই আকৃতি যে ডিক্ ভুলে গেল, সমুদ্রের সবচেয়ে বিপদ্‌জনক প্রাণীটি তার সামনে। যখন মাত্র কুড়ি ফুট দূরে এসে পড়েছে হাঙ্গরটা তখন ডিক্ চিন্তিত হয়ে এদিক ওদিক চিকোকে খুঁজতে লাগলো। দেখলো, তার ঠিক উপরে স্পীয়ারগান হাতে তৈরী, অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করছে চিকো।

অন্য সমস্ত হাঙ্গরের মতোই এটাও নিছক কৌতূহলের বশেই ডিকের কাছে এসেছে। হিমশীতল দৃষ্টিতে তাকে ভালো করে দেখে দশ ফুটের মধ্যে এসে পাশ কাটিয়ে চলে গেল হাঙ্গরটা। ডিক্ পরিষ্কার দেখতে পেলো, হাঙ্গরটার সামনে চলেছে 'পাইলট' মাছ আর পেটের দিকে আট্‌কে রয়েছে 'রেমোরা' অথবা 'শোষক' মাছ।

হাঙ্গরের সামনে পড়লে সত্যি বলতে কি ডুবুরীর কিছুই করার থাকে না। এক তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখো আর বিরক্ত করো না। যদি তুমি ওদের মুখোমুখি দাঁড়াও, ওরা প্রায় সব সময়ই চলে যাবে নির্বিবাদে। কিন্তু যদি মূর্খের মতো পালাবার চেষ্টা করো তাহলেই সর্বনাশ। একজন ডুবুরী ঘণ্টায় খুব বেশী হ'লে তিন মাইল বেগে সাঁতরাতে পারে। আর একটা হাঙ্গর, একটুও চেষ্টা না করে, চলতে পারে ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে। কাজেই···।

হাঙ্গরের চেয়ে ডিকের বেশী ভীতিপ্রদ মনে হয় 'বারাকুদা'র দলকে। এই নেকড়েগুলো ঘুরে বেড়ায় প্রবাল প্রাচীরের কিনারা ঘেঁসে। একবার সাঁতরাতে সাঁতরাতে এদের ঝাঁকের ঠিক মাঝখানে পড়েছিলো ডিক্। আকারে এরা ছোটই, তিন ফুট মতো লম্বা। কিন্তু এদের হিংস্র চোখ আর আগ্রাসী ঝোলানো চোয়াল দেখলে খুবই ভয় করে। মাছগুলো ডিক্‌কে দেখার জন্যে ঘুরে ঘুরে কাছে আসছিলো। জলের মধ্যে চিৎকার ক'রে, হাত নেড়ে ভয় দেখালেও যায় না কিছুতেই। ডিক্ খুব ঘাবড়ে গেছে, এমন সময় হঠাৎ বিনা কারণেই কোথায় হাওয়া হয়ে গেলো সবক'টা।

পরে চিকোর কাছে শুনেছিলো 'বারাকুদা'গুলো খুব ভীতু হয়।

BanglaBook.org

একটাকে মারলে অন্যগুলো পালিয়ে যায়। কে জানে বাবা, যা সব চেহারা, ডিক্ তার কথায় বিশেষ আশ্বস্ত হতে পারেনি। তবে পরে আবার এদের সাথে দেখা হ'তে ভয়ও পায়নি খুব একটা।

রীফের মধ্যে ভালো করে অভিযান চালানোর প্রধান বাধা হলো এর বিশালতা। সাঁত্‌রে এর সর্বত্র ঘোরা অসম্ভব। দিগন্তের ওপাশে অনেক জায়গায় ইচ্ছা থাকলেও ডিক্ যেতে পারে নি। একবার প্রচুর মাছ ধরে সার্ফবোর্ড ঠেলে ফিরতে ফিরতে ডিকের মাথায় বুদ্ধিটা এলো। চিকোকে বলতে সে প্রথমে উড়িয়ে দিলেও পরে বললো, "পরিকল্পনাটা ভালোই। তবে ডলফিন্‌রা এতো সুঠাম যে কোনো জোয়ালই ওদের গায়ে আটকে থাকবে না। হড়কে বেরিয়ে যাবে। বানানো মুস্কিল হবে।"

"চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? আমি ভাবছি একটা ইলাস্‌টিক কলার বানাবো, ফ্লিপার দু'টোর সামনে লেগে থাকবে। যদি যথেষ্ট চওড়া আর আঁটসাঁট হয় সেটা তা'হলে খুলে আসবে না মনে হয়। যাই হোক্, কাউকে ব'লো না কিন্তু, সবাই হাসবে", বললো ডিক্। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপন রাখা গেল না। জিনিষপত্র যোগাড় করতে গিয়ে সবার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো তাদের মতলব। সুতরাং প্রথম যেদিন ডিক্ তার তৈরী জোয়ালটা পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হ'লো, বেশ কিছু দর্শক সমুদ্রতীরে জুটে গেল। সকলে নানা রকম ফাজলামি করতে লাগলো। কর্ণপাত না ক'রে ডিক্ কলারটা লাগালো শক্ত করে, ফ্লিপার দু'টোর সামনে। সাবধানে, নিশ্বাস নেবার ফুটোটাকে সামলে সেটা বাঁধলো ডিক্। রিটার পিছন দিকে ক্রমশ সরু-হয়ে-আসা দেহ থেকে কলারটা খুলে আসবে না যদি ফ্লিপার দু'টো আর ডর্সাল ফিনের সামনে ওটা বাঁধা থাকে, এই আশা নিয়ে সে কলারটার সাথে বক্‌ল্‌স দিয়ে আটকানো লম্বা বেল্‌টে লাগালো সার্ফবোর্ডটাকে।

ডিকের উপর এতই আস্থা রিটার যে সে একটু না নড়ে চুপ

BanglaBook.org

করে ভেসে রইলো। ভাবখানা এই রকম—একটা নতুন খেলা খেলতে চাও তো! ঠিক আছে নিয়মগুলো জেনে নিতে আমিও রাজী।

কোনো নির্দেশ দিতে হ'লো না। তীর থেকে নিজেই তাকে টেনে নিয়ে চললো রিটা। এমনিতেই তার বোঝার ক্ষমতা খুব বেশী। এ ব্যাপারটা বুঝতেও তার সময় লাগলো না। একশো গজ মতো গিয়ে 'ফ্রেণ্ডশীপ ওয়ান-'এর 'বাঁয়ে' বোতামটা টিপলো ডিক্। ঠিকমতো দিক্ পরিবর্তন করলো রিটা।

'ডাইনে' বলতে ডান দিকে চললো দিব্যি। ইতিমধ্যেই সার্ফ-বোর্ডটা চলতে শুরু করেছে বেশ দ্রুত। সোজা খোলা সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে ডিক্ হঠাৎ ভাবলো, এবারে ওদের দেখিয়ে দেবো। ভেবেই সংকেত করলো, 'দ্রুত চলো'। এক ঝটকা মেরে সার্ফবোর্ডটা ছুটলো বিদ্যুৎ গতিতে।

একটু পিছিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখলো ডিক্। মুখ থুবড়ে জলে না ডুবে যায় বোর্ডটা। সোজা শুয়ে আছে সে জলের উপর। হাওয়া আর জলের ঝাপটা লাগছে মুখে। অন্তত পনেরো মাইল ঘণ্টায় তো যাচ্ছেই সে। তার পরীক্ষা তাহলে পুরোদস্তুর সফল!

হঠাৎ 'ফট্' শব্দে বোর্ডটা ছিট্‌কে গেল একদিকে, ডিক্ অন্যদিকে। কি হ'লো? ছিঁড়লো নাকি কিছু? কই না তো! আসলে কলারটা খুলে এসেছে হড়কে। বোতল থেকে ছিপি খুলে যাবার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেছে। খানিকটা জলটল গিলে, সাঁত্‌রে ফিরে চললো ডিক্ তীরের দিকে।

প্রথম বার এরকম হতেই পারে। কিন্তু তার পরিকল্পনাটা মোটেই বাজে নয়। আরেকটু ঠিকঠাক করে নিলেই জিনিষটা বেশ কাজের হবে। তীরে উঠলে সকলে তার পিছনে লাগবে বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে-যাবে না। নতুন একটা জিনিষ সে মাথা খাটিয়ে বার করেছে। জলের বুকে তার একটা নতুন উদ্যম এবার কার্যকরী হবে, এই ভেবে ডিক্ খুব একচোট হেসে নিল আপন মনে।

BanglaBook.org

ডিকের নতুন বাহনের কথা শুনে ডাঃ কিন্‌টে মহাখুশী। তাঁর পরিকল্পনার সাথে ভালো খাপ খাবে। পরিকল্পনাটা অবশ্য এখনো দানা বাঁধেনি পুরো, আস্তে আস্তে চেহারা নিচ্ছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উপদেষ্টা মণ্ডলীর সামনে কতকগুলো প্রস্তাব নিয়ে হাজির হওয়া যাবে, আশা আছে। সকলকে চম্‌কে দেওয়া যাবে। ডলফিন্‌দের ভাষা সম্পর্কে যতটা জেনেছেন ডাঃ কিন্‌টে, তার সবটাই এবার কাজে লাগাতে হবে। ডলফিন্‌রাই এসেছে দাবী নিয়ে।

খুনে তিমির সমস্যা নিয়ে কি করা যাবে, সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছতে পারেননি ডাঃ কিন্‌টে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এটুকু তিনি ঠিক করেই ফেলেছেন যে সাহায্য ডলফিনদের করতেই হবে। কিন্তু সমস্যাটা হ'লো, সকলকে একথা বোঝানো যে ডলফিন্‌রাও মানুষকে সাহায্য করতে পারে, অনেক উপকার তাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশকেই বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা শুরু করেছিলেন ডলফিন্‌দের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দুই জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক—এ-স্বপ্ন তাঁদেরও ছিল। তাঁদের আশা ছিলো ডলফিন্‌রা জাহাজডুবি হ'লে সেখানে উদ্ধারকার্য চালাবে। সমুদ্রকে ভালোভাবে জানতে বুঝতে মানুষকে অপরিসীম সাহায্য করবে। তারা নিশ্চয় সমুদ্রের এমন সব অঞ্চলে গেছে যেখানে মানুষ কখনো যায়নি, যেতেও পারবে না কোনোদিন। তারা এমন সব সামুদ্রিক প্রাণী দেখেছে যাদের চেহারা পর্যন্ত মানুষের কল্পনার অতীত। মানুষের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তারা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে মাছ ধরার কাজে ব্যাপকভাবে সাহায্য ক'রে।

ডাঃ কিন্‌টে অবশ্য আরও একটু বেশী দূর পর্যন্ত ভেবেছেন।

BanglaBook.org

জলের হাজার ফুট গভীরে ডুব দিতে পারে ডলফিন্‌রা। সুতরাং বেশীর ভাগ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ডলফিন্‌রা খুঁজে বার করতে পারবে। শত শত বছর আগে ডুবে-যাওয়া জাহাজের অবশিষ্ট অংশগুলোও বার করা কঠিন হবেনা তাদের পক্ষে, বালি অথবা প্রবালের তলায় সেগুলো চাপা পড়লেও। কারণ, ডলফিন্‌দের ঘ্রাণশক্তি অথবা আস্বাদ করার ক্ষমতা অসাধারণ। জলের মধ্যে ধাতু, তেল অথবা কাঠের সামান্যতম উপস্থিতিও তারা ধরে ফেলতে পারবে। সামুদ্রিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের প্রভূত সাহায্য করতে পারবে তারা। তাছাড়া, যদি একবার তাদের গন্ধ শুঁকে সোনা খুঁজে বার করা শেখানো যায়, তাহলে তো কথাই নেই।

বিশেষ কতকগুলো পরীক্ষা চালাতে প্রস্তুত হয়েছেন ডাঃ কিন্‌টে। ড্যানিয়েল, রুথ, রিটা আর রিকিকে নিয়ে 'করমোরাণ্ট' পাড়ি দেবে বেশ কিছুদিনের জন্য দূরপাল্লায়। চারদিকে 'সাজো' 'সাজো' রব। অনেক বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি যাবে সঙ্গে। ইতিমধ্যে ডিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো 'হ্যাল'-এর একটা সুনির্দিষ্ট আদেশ পেয়ে।

ডাঃ কিন্‌টে তাকে জানিয়ে দিলেন, এবারের অভিযানে ডিকের যাওয়া বন্ধ। কেননা, 'হ্যাল' জানিয়েছে, বেশ বিরক্ত-সহকারেই জানিয়েছে, একমাত্র জীববিদ্যা ছাড়া অন্য সব বিষয়েই ডিকের লেখা-পড়া একেবারেই এগোয়নি। দু' সপ্তাহ পড়াশুনা বন্ধ থাকলে ডিক্ একদম গণ্ডমূর্খে পরিণত হবার দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগোবে। এ-ব্যাপারে 'হ্যাল' যা বলবে তাই বহাল থাকবে, বলাই বাহুল্য। কাজেই, এক ঝক্‌ঝকে সকালে, কাঁদো-কাঁদো মুখে জেটিতে দাঁড়িয়ে 'করমোরাণ্ট'কে বিদায় জানালো ডিক্। ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চিকোও মুখটা ভার করে রইলো। বন্ধুকে ফেলে যেতে তার মোটেই ভালো লাগছে না।

BanglaBook.org

৫'সপ্তাহ পরে ফিরলো 'করমোরাণ্ট'। মাঝে মাঝেই রেডিওতে খবর আসতো, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেল চিকোর মুখে, ওরা ফেরার পরে। এই দিন পনেরো ডিক্ অবশ্য 'হ্যাল'এর তাড়নায় লেখাপড়া ছেড়ে অন্য দিকে মন দিতেই পারে নি। জলে নামতে পেরেছে মোটে দু'তিন দিন। ফলে পড়াশুনা খানিকটা এগিয়েছে তার।

ডিক্‌কে চিকো যা বললো তার সারমর্ম, গালগল্প বাদ দিলে, দাঁড়ায় এই রকম।

চারটি ডলফিনের সাহায্যে অনেক পরীক্ষা চালিয়েছেন ডাঃ কিন্‌টে। সাফল্যের পরিমাণ শতকরা নব্বই ভাগ। প্রচুর শুক্তি তুলে এনে দিয়েছে ড্যানিয়েল, রুথ, রিকি আর রিটা। বেশ কয়েকটা ভালো মুক্তো পাওয়া গেছে তার মধ্যে। ঝিনুকগুলো বেচে গোটা অভিযানের খরচটাই উঠিয়ে নেওয়া যাবে। ডলফিন্‌দের সাহায্যে ঝিনুকের খুব চমৎকার ব্যবসা চালানো যেতে পারে। ডলফিন্‌রা বেশ কয়েকটা জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করেছে। অবশ্য সেগুলো সব ক'টাই পরিচিত, নৌবাহিনীর মানচিত্রে চিহ্নিত।

মাঝে দু'টো মাছধরা জাহাজের সাথে দেখা হয়েছিল। ডলফিন্‌রা কয়েক ঝাঁক 'টুনা' মাছ তাড়িয়ে এনে তাদের জালে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় জাহাজ দু'টোর ক্যাপ্টেন বিশ্বাস করেননি এটা ডলফিন্‌দের কাজ কিন্তু পরে তাঁরা বুঝেছেন এবং যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন এ ব্যাপারে।

ডলফিন্‌দের ভালো ক'রে ট্রেনিং দিলে তাদের দিয়ে এজাতীয় বহু কাজ করানো যাবে বলে মনে হয়—চিকোর এই কথা শুনে ডিকের মনে পড়ে গেল ডাঃ কিন্‌টের একটা কথা। তিনি বলেছিলেন, "ডলফিন্‌রা মুক্ত, স্বাধীন। ওদের যেন কেউ কোনোদিন দাসে পরিণত না করে। জলের মধ্যে ওরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে, ডাঙ্গায় তার

BanglaBook.org

সিকি ভাগও আমরা পাই না।” ডলফিন্‌রা কি সেই স্বাধীনতা খোয়াতে চলেছে? ডাঃ কিন্‌টে কি নিজের অজান্তেই ডলফিন্‌দের পরাধীনতা ডেকে আনছেন? মানুষের কাছে শিক্ষা নিয়ে মানুষের কাজের দাবী মেটাতেই হয়তো ডলফিন্‌দের এবার জীবন যাবে।

পরক্ষণেই তার মনে হ'লো—কিন্তু ডলফিন্‌রা কি সত্যিই স্বাধীন? তাদের কি অনেক ব্যাপারে পরিবেশের দাসত্ব করতে হয় না? খুনে তিমিদের আক্রমণের সামনে ওরা কতো অসহায়, সেই আক্রমণ রুখতে ওরা আজ মানুষের সাথে মিতালী পাতাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, সেই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিচ্ছে। পরিবেশ আর পারিপার্শ্বিক যে প্রয়োজনকে সৃষ্টি করেছে তাকে অস্বীকার ক'রে যে স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব নয় সেই সত্য ডলফিন্‌রা উপলব্ধি করতে পেরেছে, এটাই তো তাদের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তির পরিচায়ক।

তাছাড়া, ডলফিন্‌রা যদি সত্যিই বুদ্ধিমান প্রাণী হয়, তাহলে পৃথিবীর অন্যতম বুদ্ধিমান জীব মানুষের সাথে তার সখ্য তো অনিবার্য। দুই জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যে-বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে তাতে দু'জনেই উপকৃত হতে পারবে।

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ডাঃ কিন্‌টে দেখেছেন, ডলফিন্‌দের ঠোঁট দু'টো বিভিন্ন কাজে হাতের মতোই ব্যবহৃত হয় যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে। সুতরাং অনেক সূক্ষ্ম কাজ তারা করতে পারবে বলেই মনে হয়। ডলফিন্‌দের লিখতে শেখানো যাবে বলেই ডাঃ কিন্‌টের ধারণা। আঁকতে শেখানো তো যাবেই।

ডলফিন্‌রা মানুষকে যে আরেকটা অতি মূল্যবান জিনিষ দিতে পারবে তা হ'লো সমুদ্রের ইতিহাস। ডলফিন্‌দের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। জাতির ইতিহাস তারা লিখে রেখেছে নিজেদের স্মৃতি-পটে। মানুষ যখন লিখতে শেখেনি, তখন চারণ কবিরা কোটি কোটি শব্দ মুখস্থ রাখতেন এবং বংশ-পরম্পরায় সেইসব কথা ও কাহিনী প্রচারিত হ'তো। তাঁদের এইসব গাথার মধ্যে কল্পনার

BanglaBook.org

সাথে মিশে থাকতো ঐতিহাসিক সত্য। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক আর পুরাতত্ত্ববিদের কাজ হ'লো সেইসব সত্য খুঁজে বের করা এবং তাদের সঠিক অর্থ নিরূপণ করা। মানব-জাতির ইতিহাসের অনেকটাই এইভাবে আবিষ্কার হয়েছে।

ডলফিন্‌দেরও এরকম চারণ আছে। অবশ্য এখনও ডাঃ কিন্‌টের সাথে কোনো চারণ ডলফিনের দেখা হয়নি। কিন্তু ড্যানিয়েলের মুখে তার ছোটবেলায় শোনা কিছু গল্পের সারাংশ ডাঃ কিন্‌টে পেয়েছেন। এইসব গল্প শুনে ডাঃ কিন্‌টে এবং ডাঃ স্যাণ্ডারসন নিশ্চিত হয়েছেন যে ডলফিন্‌দের কাছ থেকে বহু তথ্য পাওয়া যাবে। সতেরো হাজার বছর আগে যে শেষ তুষার যুগ পৃথিবীর বুকে বর্তমান ছিলো সে-বিষয়েরও দু'একটা উল্লেখ এই গল্পগুলোতে পাওয়া যায়।

"এইসব গল্পগুলো চারণ ডলফিন্‌দের কাছে থেকে আমরা পেতে পারি। তা থেকে সমুদ্রের ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ আমরা জানতে পারবো। তারপরে, প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে তাকে সঠিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব মানুষের", বললেন ডাঃ কিন্‌টে।

"ঠিক। কিন্তু তার আগে খুনে তিমিদের ব্যাপারটা সমাধান করতে হবে আমাদের," ডাঃ স্যাণ্ডারসন বলে উঠলেন। "না হলে ডলফিন্‌রা আমাদের পুরো সাহায্য করবে না।"

ডিক্ মনে মনে ভাবলো, খুনে তিমিদের উৎপাত থেকে তার বন্ধুদের এমনিই রক্ষা করা উচিত। প্রতিদানের কথা ভাবার কি দরকার?

BanglaBook.org

ডলফিন্‌দের প্রতি তার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও ডিক্ স্বীকার করতে বাধ্য হলো কনির চেহারাটা সত্যিই সুন্দর। পিঠটা কালো, পেট্‌টা সাদা, দু'চোখের পিছনে সাদা দু'টো বড়ো দাগ—সত্যিই

চোখ টানবার মতো চেহারা।

কিন্তু খুনে তিমি—সেই 'অরসিনাস্ অর্কা', সমুদ্রের দানব—আকারে এত ছোট? ডিক্ বেশ হতাশ হ'লো। পরে সে জানলো, কনি মেয়ে, তাই আকারে পুরুষ খুনে তিমিদের চেয়ে অনেক ছোট। মাত্র সতেরো ফুট লম্বা। ওকে পুষতেও সুবিধা, দিনে মাত্র পঞ্চাশ কিলোর মতো মাছ খাবে।

যেদিন কনি দ্বীপে প্রথম এলো, সারা দ্বীপ ভেঙে পড়লো পুকুর ধারে। হেলিকপ্টার থেকে দড়িদড়া দিয়ে তাকে নামানো হ'লো জলে। জলে নেমেই খুব জোরে ঘুরে ঘুরে 'কোথায় এলাম' দেখে নিল কনি। পুকুরের তলাটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ ক'রে নিয়ে জল থেকে তার বিশাল মাথা বার করে বুদ্ধিতে জ্বল-জ্বল চোখ দিয়ে তাকালো চারপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকজনদের দিকে। হাই তুললো তার ভয়াবহ গজালের মতো বড়ো বড়ো দাঁতের সারি বার ক'রে। দর্শকবৃন্দের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল সেই দৃশ্য দেখে। ডলফিন্দের দাঁত হয় ছোট ছোট ছুঁচের মতো। গোটা মাছ গিলে ফেলার আগে ভালো ক'রে তাদের আঁকড়ে ধরার জন্য সে দাঁত তৈরী। কিন্তু খুনে তিমি তার দাঁত দিয়ে হাঙ্গরের মতো এক কামড়ে একটা সীলকে বা ডলফিন্কে, এমনকি একটা মানুষকেও, দু' টুকরো ক'রে ফেলতে পারে দিব্যি।

প্রথম তিনদিন ডাঃ কিন্টে কনিকে একা থাকতে দিলেন যাতে সে নতুন পারিপার্শ্বিকের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাছাড়া সুদূর টাসমানিয়া থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে এসে কনি বেশ উত্তেজিত। তার একটু ঠাণ্ডা হওয়াও দরকার। কনির অবশ্য থিতু হয়ে বসতে বেশী সময় লাগলো না। প্রায় ছ'-সাত মাস আগে ধরা পড়েছিল সে। এতদিন মানুষের সংস্পর্শে থেকে লোকজন দেখতেও সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই, সহজেই সে খাওয়া-দাওয়া করতে শুরু করলো। মরা আর জ্যান্ত দু'রকম মাছই সে চিকোর

BanglaBook.org

বাবা টিমোথি ব্লো অথবা চিকোর কাকা টোবির হাত থেকে খেতে লাগলো।

চিকোর পরিবারের লোকেরা কনিকে খাওয়ানোর দায়িত্ব প্রথমে নিয়েছিল অতিরিক্ত কাজ হিসেবে নিছক কিছু টাকা রোজগার হবে বলে। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই কনির প্রতি তাদের দারুণ মায়া পড়ে গেল। কনির বুদ্ধি দেখে কেউ আশ্চর্য হয়নি। বুদ্ধি তার থাকারই কথা। সকলে অবাক হ'লো তার প্রকৃতি দেখে। ভারী ঠাণ্ডা মেজাজের আমুদে প্রকৃতি তার। খুনে তিমির প্রকৃতি সম্পর্কে সকলের ধারণাকেই পালটে দিল সে। কনির সবচেয়ে বেশী ভাব হ'লো চিকোর সাথে। চিকো পুকুরের কাছে এলেই নানাভাবে কনি তার আনন্দ প্রকাশ করে। তাকে কিছু খাবার না দিয়ে চিকো যদি চলে যায় তাহলে কনির হতাশা দেখলে সত্যিই হাসি পায়।

যখন বোঝা গেল, কনি দ্বীপের জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়েছে তখন ডাঃ কিন্‌টে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

জলের নীচের হাইড্রোফোনের মাধ্যমে প্রথমে তাকে শোনানো হ'লো ডলফিন্‌দের ভাষায় কয়েকটা সরল বাক্য। সঙ্গে সঙ্গে কনি ক্ষেপে উঠলো। কথাগুলো কোন দিক থেকে আসছে সেটা দেখতে পুকুরের মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলো। বোঝা গেল, ডলফিন্-কণ্ঠস্বর শুনেই সে ধরে নিয়েছে তার কিছু খাদ্য এসে গেছে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো—ব্যাপারটা ফাঁকি, পুকুরে আদৌ কোন ডলফিন্ নেই। তারপর থেকে স্থির হয়ে মনোযোগ দিয়ে শব্দগুলো সে শোনে, কিন্তু আর ছোটাছুটি করে না। ডাঃ কিন্‌টে একটু একটু আশা করছিলেন যে ডলফিন্‌দের কথাগুলোর উত্তরে কনি নিজের ভাষায় কিছু হয়তো বলবে। তাঁর সে আশা মিটলো না। কনি শুধু শুনেই গেল, নিজে কিছু বললো না।

ডাঃ কিন্‌টে কিন্তু অন্য একদিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

খুনে তিমিদের ভাষা, যার নাম তিনি দিলেন 'অরকান্', তাঁর খানিকটা বোধগম্য হ'লো। কনির উচ্চারিত বিভিন্ন শব্দের রেকর্ডিং নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। কমপিউটার 'হ্যাল'-এর নির্ভুল স্মৃতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তিনি ডলফিন্‌দের ভাষার সাথে 'অরকান'-এর মিল আছে কিনা দেখতে লাগলেন। দেখা গেল মিল আছে প্রচুর। যেমন, বেশ অনেকগুলো মাছের নাম দু'টো ভাষাতেই এক। মনে হ'লো, দু'টো ভাষাই একই প্রাচীন ভাষা থেকে উদ্ভূত। যেমন একই উৎস থেকে এসেছে ইংরেজী আর জার্মান ভাষা, বাংলা আর অসমীয়া ভাষা।

এইভাবে দ্বীপে কনির সপ্তাহ দুয়েক কাটলো। তারপর, কনিকে নিয়ে পরীক্ষার আসল পর্যায় শুরু হ'লো। কলকাতা থেকে একদল চিকিৎসক ও যন্ত্রবিদ্ এসে পৌঁছলেন। পুকুরের পাড় ধরে বসানো হ'লো বহু ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি। কাজ সারা হতেই পুকুরের প্রায় সব জল বার করে দেওয়া হ'লো। হাঁটুজলের মধ্যে অসহায় পড়ে রইল কনি, অতিশয় বিরক্ত হয়ে।

চিকোও খুব বিরক্ত হ'লো তার প্রিয় কনিকে এরকমভাবে অপমান করায়। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা পাইপ দিয়ে কনির গায়ে জল ছিটোতে, যাতে ওর গা বেশী শুকিয়ে না যায়। জল দিতে দিতে চিকোর মনে হ'লো, কনি যেন তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে মনে মনে বলছে—তুমিও শেষে এই করলে!! চিকোও কনির প্রতি মনে মনে বললো—ভেবো না দিদি, এক্ষুনি আবার জলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে দশজন লোক শক্ত দড়িদড়া দিয়ে একটা বিরাট কাঠের মঞ্চের ওপর কনির মাথাটা শক্ত ক'রে আটকে বেঁধে ফেলেছে, একটুও যাতে মাথাটা না নড়তে পারে। একজন ডাক্তার কনির মাথার উপর উঠলেন একটা যন্ত্র নিয়ে। চিকো অস্থির হয়ে লক্ষ্য করলো, যন্ত্রের ফলাটার চেহারা একটা ইঞ্জেকশনের ছুঁচ আর যান্ত্রিক

BanglaBook.org

তুরপুনের মাঝামাঝি। কনির মাথায় একটা বিশেষ জায়গা বেছে নিয়ে ফলাটা সন্তর্পণে সেখানে বসিয়ে একটা বোতাম টিপলেন সেই ডাক্তার। 'গোঁ' শব্দ ক'রে ফলাটা কনির মাথার শক্ত মোটা খুলির মধ্যে অতি সহজে ঢুকে গেল। কনিকে কিন্তু একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না। তার ব্যথা প্রায় লাগলোই না। কোনো প্রাণীরই মস্তিষ্কে কোনো রকম ব্যথা-বেদনার অনুভূতি নেই। ফলে মস্তিষ্ক ফুটো করলে বা কাটলে কোনো ব্যথাই লাগে না।

সবশুদ্ধ দশটা বৈদ্যুতিক তার কনির মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হ'লো। সবক'টা তার নিয়ে জুড়ে দেওয়া হ'লো একটা চ্যাপ্টা কালো মসৃণ বাক্সের সাথে। বাক্সটাকে বেশ ক'রে আটকে দেওয়া হ'লো কনির মাথার উপরে পুরো কাজটা সারতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগলো। তারপর পুকুরটা আবার জলে ভরে দেওয়া হ'লো। কনি আবার দিব্যি সাঁতরে বেড়াতে লাগলো এদিক ওদিক।

পরের দিন কলকাতা থেকে অধ্যাপক লাহিড়ী এসে পৌঁছলেন ডলফিন্ দ্বীপে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক প্রাণী-সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থার, সংক্ষেপে 'ইম্ব্রি' ( IMBRI ), উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ইনি, ডাঃ কিন্‌টের বহুদিনের ব্যক্তিগত বন্ধু। মানুষের শরীরের সবচেয়ে জটিল যন্ত্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর গবেষণা। এ-বিষয়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। রোগা ছোটখাটো মানুষটি, নাকের নিচে সরু গোঁফ, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। দেখলে বোঝাই যায় না কত বড় পণ্ডিত এই ভদ্রলোক। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো, তিনি ডান-বাঁ দু'হাত দিয়েই সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, লিখতে পারেন। এক সময় নাকি তাঁর ডান হাতে একটা স্নায়বিক রোগ দেখা দিয়েছিলো। রোগটার নাম 'রাইটার্স ক্র্যাম্প'। লিখতে গেলেই হাত কাঁপতো। কাজ বন্ধ রাখবেন না কিছুতেই, সুতরাং তিনি বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করতে থাকেন এবং সব কাজও

BanglaBook.org

বাঁ হাতে করতে শুরু করেন। চিকিৎসার ফলে রোগটা সেরে গেছে, কিন্তু দু'হাতে সমানে কাজ করার কায়দাটা আয়ত্ত হয়ে গেছে তাঁর। ভদ্রলোকের হাঁটাচলা, কথাবার্তার ধরণ দেখে ডিক্ আর চিকোর খুব মজা লাগলো। চিকো তাঁর একটা নামকরণ ক'রে ফেললো—ডাঃ ঠক্‌ঠকি।

কনিকে দেখে গোঁফে তা দিতে দিতে অধ্যাপক লাহিড়ী বললেন, "কিচ্ছু চিন্তা নেই। এর আগে আমি আমার যন্ত্রটা দিয়ে একটা হাতির উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। শেষের দিকে হাতিটার শুঁড় দিয়ে পিয়ানো পর্যন্ত বাজাতে পারতাম। এ তো শিশু।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে!" উত্তর দিলেন ডাঃ কিন্‌টে। "অত কায়দা করতে হবে না এখানে। তুমি শুধু কনির ঘোরাফেরাটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে দাও। আমরা শুধু ওকে শেখাতে চাই, ডলফিন্ খাওয়া চলবে না।"

"আমার লোকেরা যদি ঠিক ঠিক জায়গায় তারগুলো লাগিয়ে থাকে তাহলে সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে আগে আমার খানিকটা সময় চাই। ওর মস্তিষ্কের একটা ম্যাপ তৈরী করতে হবে।"

কাজ শুরু হ'লো ম্যাপ তৈরীর। কাজটা খুব সূক্ষ্ম, খুব সময়-সাপেক্ষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যন্ত্রের সামনে বসে অধ্যাপক লাহিড়ী কনির ব্যবহারের বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। কনির ডুব দেওয়া, সাঁতারকাটা, রোদ-পোহানো, চিকোর দেওয়া মাছ-খাওয়া ইত্যাদি কাজের সাথে সাথে ওর মাথায় বসানো রেডিও ট্রান্সমিটারের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে তারগুলো ডাঃ লাহিড়ীর গ্রাহক যন্ত্রে বৈদ্যুতিক বার্তা পাঠাতে লাগলো। সেই বার্তাগুলো দেখে দেখে ছক তৈরী করতে লাগলেন তিনি। এক-একটা বিশেষ কাজের এক-একটা বিশেষ প্যাটার্ন পাওয়া যেতে লাগলো। দিন কতক এভাবে কাজ চললো। যখন অধ্যাপক লাহিড়ী কনির কোন্ ব্যবহারের সাথে তার মস্তিষ্কের কোন্ অংশের

BanglaBook.org

যোগাযোগ সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন তখন তিনি তৈরী হলেন পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য।

এবারে পদ্ধতিটা উল্টে গেল। কনির মস্তিষ্ক থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রাহক যন্ত্রে ধরা বন্ধ ক'রে তার মস্তিষ্কে এবার সংকেত পাঠানো শুরু করা হ'লো। ফল যা দাঁড়ালো তা দেখে সকলে তাজ্জব বনে গেল। ম্যাজিক নাকি?

ছোট্ট একটা মানুষ, এক জায়গায় বসে, একটা সুইচ্ টিপে বা একটা নব্ ঘুরিয়ে অতবড় বিশাল একটা জীবকে ইচ্ছামতো এদিক ওদিক চালাচ্ছে। অবাক কাণ্ড! অধ্যাপক লাহিড়ীর অঙ্গুলী হেলনে কনি কখনো ডানদিকে যাচ্ছে, কখনো বাঁদিকে, কখনো গোল হয়ে ঘুরছে, কখনো এঁকেবেঁকে চলছে। কখনো আবার পুকুরের মাঝখানে নিশ্চল হয়ে ভেসে থাকছে। মস্তিষ্কে প্রেরিত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো কনিকে বানিয়ে ফেলেছে একটা জীবন্ত রোবো ( Robot ), তার নিজের ইচ্ছার কোনো দামই আর নেই। অধ্যাপক লাহিড়ী বা অন্য কেউ তাকে যা নির্দেশ দেবে তা পালন করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।

ব্যাপারটা ডিকের একটুও পছন্দ হ'লো না। রিটা আর রিকি তার কথা শোনে স্বেচ্ছায়। ইচ্ছে করলে তারা না-ও শুনতে পারে তার কথা। মাঝে মাঝে ওরা ডিক্ যা করতে বলে তার উল্টোটাই করে ডিক্‌কে চটাতে বা খেলাটা আরো জমিয়ে তুলতে। সেটাই ভালো। কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীকে এভাবে পরাধীন করে ফেলাটা আদৌ ভালো নয়। ভেবেই ডিকের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। যে কোনো প্রাণীকেই কি এভাবে পরিচালনা করা যায়? মানুষকেও? না করতে পারার কোনো কারণ নেই। ঠিকমতো মস্তিষ্কে তার লাগালেই পারা যাবে। খবর নিয়ে ডিক্ জানতে পারলো, তার অনুমান ঠিকই। গবেষণাগারে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে মানুষের ব্যবহারও বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে পুরো-

BanglaBook.org

পুরি পরিচালনা করা যায়। কি বিশ্রী ব্যাপার। খারাপ লোকের হাতে পড়লে এই যন্ত্রটা তো খুবই ক্ষতিকর হতে পারে।

অবশ্য ডাঃ কিন্‌টে যে যন্ত্রটাকে ভালো কাজেই লাগাবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তত ডলফিন্‌দের পক্ষে কাজগুলো তো নিশ্চয় ভালো হবে। কিন্তু কিভাবে? ডিক্ আরো অবাক হ'লো যখন সে শুনলো ডাঃ কিন্‌টে ডাঃ স্যাণ্ডারসনকে বলেছেন, "বুঝলে নীল, এবার আমাদের বন্ধুদের ডেকে পাঠাও। কিছু স্বেচ্ছাসেবক চাই।"

ক'দিন পরেই অবশ্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'লো। ডাঃ কিন্‌টে অধ্যাপক লাহিড়ীর যন্ত্রটা ব্যবহার ক'রে কনির খাওয়ার অভ্যাসটাই পাল্টে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। প্রথমে এক ধরণের মাছ কনির সামনে ছাড়া হ'লো। সেই মাছ যেই সে খেতে গেল অমনি অধ্যাপক লাহিড়ী তার মস্তিষ্কের এক বিশেষ কেন্দ্রে দু' ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠালেন। ছিটকে সরে গেল কনি যন্ত্রণায় মাথা নেড়ে। এভাবে কয়েকবার 'শক' দিতেই কনি বুঝলো ওই বিশেষ ধরণের মাছটি তার খাওয়া চলবে না। তারপর থেকে অন্য সব মাছ খেলেও ওই বিশেষ মাছটি দিলে কনি তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। মাছগুলো দিব্যি কনির সাথে পুকুরে সাঁত্‌রে বেড়ায়, কনি তাদের খাওয়ার চেষ্টা করে না।

"বুঝলে ডিক্, একে বলে 'কণ্ডিশনিং'। এইভাবে কনির সমস্ত ব্যবহারই আমরা পাল্টে দিতে পারি।" ডাঃ কিন্‌টে ডিক্‌কে বললেন।

"তাহলে তো ডলফিন্ খাওয়ার অভ্যাসটাও বদ্‌লানো যাবে, তাই না?" জানতে চাইলো ডিক্।

BanglaBook.org

"আরে, তাই তো করতে চাই। সেই জন্যেই তো ডলফিন্‌দের মধ্যে থেকে ভলান্‌টিয়ার ডাকতে বলছিলাম ডাঃ স্যাণ্ডারসনকে।"

ইতিমধ্যে ডাঃ কিন্‌টের একটা পরীক্ষা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে। কোথেকে তিনি একটা যন্ত্রের তৈরী ডলফিন্‌ সংগ্রহ করেছিলেন। ডলফিন্‌দের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে কোন্‌ বৈজ্ঞানিক যেন সেটাকে তৈরী করেছিলেন। পর্যবেক্ষণটা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়নি, আসল ডলফিন্‌দের ধারেকাছেও আসেনি মডেলটা। সেটা তুলে রাখা ছিল, এখন ডাঃ কিন্‌টের কাজে লাগবে মনে হ'লো। কনির পুকুরে ছাড়া হ'লো সেটাকে, কনি কি করে দেখার জন্যে। কনি মডেলটাকে দেখেই ভাঁওতাবাজী ধরে ফেলে তার দিকে চোখও ফেরালো না। ডাঃ কিন্‌টেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্থির করতে বাধ্য হলেন যে ডলফিন্‌দের সাথে কনি কেমন ব্যবহার করবে সেটা দেখতে হ'লে জীবন্ত ডলফিন্‌ তার সামনে না ধরলে চলবে না। তাই চাই ডলফিন্‌দের মধ্যে থেকে ভলান্‌টিয়ার।

কনিকে নিয়ে টানা-হেঁচড়ায় কয়েকজন ব্যক্তি অবশ্য খুব বিরক্ত; তারা হ'লো ব্লো-পরিবার। সবচেয়ে বিরক্ত চিকো। সারাক্ষণ সে গজ্‌গজ্‌ করে ডিকের কাছে, "এ-ধরণের কাণ্ড-কারখানা মোটেই ভালো নয়! বেচারা নিরীহ কনি! তাকে নিয়ে এভাবে খোঁচাখুঁচি না করলেই নয়।"

ডিক্‌ হেসে বাঁচে না। নিরীহ? খুনে তিমি নিরীহ? কিন্তু কান-মাথা চুলকে, অপরাধী-অপরাধী মুখ ক'রে চিকো তাকে যা বললো তা শুনে ডিকের হাসি তো উবে গেলই, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়! চিকো নাকি বেশ ক'দিন যাবৎ পুকুরে নেমে কনির সাথে সাঁতার কাটছে, খেলছে। প্রথমে ডিক্‌ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বিস্তারিত শুনে এবং স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করতে সে বাধ্য হ'লো।

"একদিন আমি কনিকে খাওয়াচ্ছিলাম।" চিকো পুরো ঘটনাটা বলে ডিক্‌কে। "ওর সাথে বক্‌বক্‌ না করলে ও চটে যায় বলে

BanglaBook.org

নানান্ গল্প বলে বলে মাছ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি, খেয়াল নেই, কোথায় পা দিতে কোথায় দিয়েছি। ব্যাস্। ঝপাৎ। একদম জলে। পড়ে তো আত্মারাম আমার খাঁচাছাড়া! ভেসে উঠে দেখি, আমার সামনে শুধু সারি সারি দাঁত। মনে হ'লো লাখখানেক ছোরা। ভাবছি, কামড়ে দু'-আটখানা করবে, না টুপ্ করে গিলে ফেলবে? ওমা, কোথায় কি? নাক দিয়ে শুধু একটা হাল্কা ধাক্কা দিলে আমায়। ঠিক যেন বন্ধুত্ব পাতাতে চায়। হয়ে গেল সেই থেকে। দিব্যি বন্ধু হয়ে গেছি আমরা। একদিনও যদি ওর সাথে জলে না নামি তাহলে কনি খুব অভিমান করে। ডাঃ কিন্‌টেকে লুকিয়ে নামতে হয় তো! রোজ জলে নামতে খুব মুস্কিল হয়! তুমি ব'লো না কিন্তু ওঁকে।"

"তা বলবো না। কিন্তু কাজটা কি ভালো করছো?" ডিকের স্বরে দুশ্চিন্তা, "যদি হঠাৎ ক্ষিদেটিদে পায় ওর?"

"আরে না, না! কনি আমার খুব বাধ্য। তোমার ব্যাঙাচিদের চেয়ে অনেক বেশী মজারও। আর আমাকে ও কক্ষনো কামড়াবে না।"

ডিকের চিন্তিত মুখ দেখে চিকো যেন আরও খুশী হয়ে উঠলো। "কনি তো আমার প্রথম তিমি-বন্ধু। আমি ভাবছি তিমিদের সাথে সাঁত্‌রানোই 'হবি' হিসেবে নেবো। দেখি যদি একটা নীল তিমির সাথে বন্ধুত্ব করা যায়। কম করে দেড়শো টন ওজন তাদের, বুঝলে খোকা!"

"ওরা তো আর তোমাকে গিলে ফেলতে পারবে না! নীল তিমিদের গলার ফুটো তো খুব ছোট হয়। কুচো চিংড়িটিংড়ি ছাড়া কিছু গিলতে পারে না।"

"আচ্ছা, তাহলে আমি একটা 'স্পার্ম' তিমির সাথে খাতির জমাবো। ওরা তো গিলতে পারে অনেক কিছু। তিরিশ ফুট লম্বা একটা 'স্কুইড্' গিলে ফেলা কিছু নয় ওদের কাছে।"

এইভাবে অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চললো দুই বন্ধুর। একথা ডিক্ স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো যে চিকো যা করছে তা একটা

BanglaBook.org

যুগান্তকারী ব্যাপার। খুনে তিমির মতো হিংস্র প্রাণী যে মানুষের সাথে মিতালী পাতাতে পারে এটা না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না। মানুষের সাথে যদি বন্ধুত্ব হতে পারে তাহলে ডলফিন্-দের সাথে বন্ধুত্ব কি হবে না?

কিছুদিন থেকেই ডাঃ কিন্‌টে তাঁর টেপ্‌রেকর্ডার আর অন্যান্য যন্ত্র নিয়ে কাজে লেগে ছিলেন। বিভিন্ন টেপ্ থেকে শব্দ নিয়ে নিয়ে আরেক টেপ-এ সেগুলো রেকর্ড ক'রে, নানান টুকরো টেপ্ জোড়া দিয়ে দিয়ে ডলফিন্ ভাষায় লম্বা লম্বা বাক্য তৈরী করছিলেন তিনি। ওগুলোর মাধ্যমেই ডলফিন্‌দের কাছে তাঁর বক্তব্য রাখবেন—এই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। একটু চিন্তিতও ছিলেন তিনি। কে জানে, তাঁর এই জোড়াতালি দেওয়া কথামালার অর্থ ডলফিন্‌রা বুঝবে কিনা! আসলে তো বিভিন্ন গলায় উচ্চারিত টুকরো টুকরো কথার সমষ্টি ওগুলো। শুনলে মনে হয় এক-একটা ডলফিন্ দুটো চারটে ক'রে শব্দ বলে সরে যাচ্ছে, অনেক ডলফিনের বলা শব্দ পাশাপাশি বসে তৈরী হচ্ছে এক-একটা বাক্য। তবে এর আগে দেখা গেছে, ডলফিন্‌রা এসব কথা মোটামুটি বোঝে। ওদের প্রখর বুদ্ধি এ ব্যাপারে ওদের প্রধান সহায়ক।

যাই হোক্, নবতম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে 'করমোরাণ্ট' একদিন বেরিয়ে পড়লো ডাঃ কিন্‌টে, ডাঃ স্যাণ্ডারসন, ডিক্, চিকো, অধ্যাপক লাহিড়ী,—সকলকে নিয়ে।

"কে জানে কি করবে কনি! ধরো, যদি লাহিড়ীর যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ না করে? বন্ধুদের ডেকে এনে শেষে বিপদে ফেলতে যাচ্ছি না তো ওদের?" ডাঃ কিন্‌টের গলা শুনে বেশ মালুম হচ্ছে, তিনি রীতিমতো ঘাবড়ে আছেন।

"আরে না, না!" আশ্বাস দেন ডাঃ স্যাণ্ডারসন। "লাহিড়ীর যন্ত্র বহু-পরীক্ষিত। আর তাছাড়া ডলফিন্‌রা তো স্বেচ্ছায়ই আসছে। আপনি তো লুকোননি কিছু ওদের কাছে। আপনার উপর ওদের

BanglaBook.org

গভীর বিশ্বাস।”

“সেই জন্যই তো চিন্তা। বিশ্বাসঘাতক না বনতে হয়।”

হঠাৎ চিকোর উত্তেজিত গলা শোনা গেল। “খুলছে! খুলছে! পুকুরের দরজা খুলছে!” দ্বীপ থেকে রওনা হওয়া ইস্তক সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলো। “কিন্তু কনি তো বাইরে আসার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে না!”

দূরবীন চোখে লাগিয়ে ডাঃ কিন্‌টে তাকালেন এবার দ্বীপের দিকে।

“লাহিড়ীকে ব'লো. এখুনি ওকে কোনো রকম পরিচালনা না করতে। খুব দরকার ছাড়া কিছু করার প্রয়োজন নেই।”

পুকুর থেকে সমুদ্রে আসার খালটা বরাবর কনি আস্তে আস্তে সাঁত্‌রে আসছে। খাল থেকে বেরিয়ে খোলা সমুদ্রে পড়তেই কেমন যেন বিভ্রান্ত আর হতচকিত দেখালো ওকে। এদিক ওদিক কয়েকবার পাক্ খেয়ে বোঝার চেষ্টা করলো, সে কোথায়। যে কোনো প্রাণী, সে মানুষই হোক আর কোনো জানোয়ারই হোক্, দীর্ঘ দিন বন্দী অবস্থায় থাকলে এই রকমই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে মুক্ত হ'লে।

“ডেকে পাঠাও ওকে।” নির্দেশ দিলেন ডাঃ কিন্‌টে। জলের মধ্যে দিয়ে ডলফিন্ ভাষায় সংকেত গেল, ‘এদিকে এসো’। ডলফিন্‌দের ভাষা কনি ভালোই বোঝে। সে সাঁত্‌রে এগোতে লাগলো ‘করমোরাণ্ট’-এর দিকে। দ্বীপ ছেড়ে রীফের ওপারে খোলা সমুদ্রের দিকে চললো ‘করমোরাণ্ট’। সেও চললো সাথে সাথে!

গভীর সমুদ্রে বেশ খানিকটা চলে এসেছে ‘করমোরাণ্ট’। চমৎকার আবহাওয়া। ঝল্‌মলে রোদ। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র প্রায় নিস্তরঙ্গ।

“রিটা আর রিকির দল কোথায় কে জানে! দেখা নেই কেন এখনো?” ডাঃ স্যাণ্ডারসন একটু যেন চিন্তিত। “সকাল থেকেই তো চারদিকে ডাক পাঠানো হচ্ছে হাইড্রোফোনগুলো দিয়ে। এতক্ষণে চারদিকে বহু মাইলের মধ্যে সব ডলফিন্‌ই ব্যাপারটা জেনে গেছে।

BanglaBook.org

আসবে ওরা ঠিকই।”

এবারে ব্রীজের ওপর থেকে শোনা গেল অধ্যাপক লাহিড়ীর শান্ত গলা, “কিন্‌টে, তোমার ভলান্‌টীয়াররা এসে গেছে। পশ্চিম দিকে দেখ।”

সকলের চোখ গেল পশ্চিমে। ঠিকই। আধ মাইল-মতো দূরে, ‘করমোরাণ্ট’-এর সমান্তরাল পথে সাঁত্‌রে চলেছে ছোট এক ঝাঁক ডলফিন্‌। কাছে আসার জন্য বিশেষ উৎসাহ নেই। তাদের স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তাও আজ দেখা যাচ্ছে না। বেশ চুপচাপ তারা।

“চলো, ব্রীজে যাই। লাহিড়ী কি করছে দেখা যাক্‌।” ব’লে, কিন্‌টে উঠে এলেন ব্রীজে। পিছনে পিছনে এলেন স্যাণ্ডারসন। ছোট্ট ব্রীজটা আরও ছোট লাগছে অধ্যাপক লাহিড়ীর যন্ত্রপাতির ভীড়ে। বেশ কয়েকটি বেতারযন্ত্র লাগিয়েছেন তিনি। ‘করমোরাণ্ট’-এর ক্যাপ্টেনের সাথে তাঁর খুব ভালো বোঝাপড়া না থাকলে চলবে না। তাই তিনি ব্রীজে জায়গা নিয়েছেন।

হঠাৎ কনির হাবভাব একদম পাল্টে গেল। প্রথম মুক্তি পেয়ে তার ব্যবহারে যে দ্বিধা জড়িয়ে ছিলো তা আর এখন একদম নেই। সে ডলফিন্‌দের দেখতে পেয়েছে। স্পীড্‌বোটের মতো দ্রুত গতিতে এবারে সে ছুটলো ডলফিন্‌দের দিকে।

সাক্ষাৎ যম আসছে। ডলফিন্‌রা ছড়িয়ে পড়লো এদিক ওদিক। কনি কিন্তু লক্ষ্যে স্থির। একটা মোটাসোটা তেল চুক্‌চুকে ডলফিন্‌কে নিশানা করে ছুটেছে সে।

যখন মোটে তিরিশ ফুট দূরে, তখন হঠাৎ ছিটকে লাফিয়ে উঠে ভীষণ শব্দ ক’রে জলে আবার আছ্‌ড়ে পড়লো কনি। জলে পড়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে থেকে খুব জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সে। মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তার, মনে হ’লো।

সুইচ্‌ থেকে হাত সরিয়ে নিতে নিতে অধ্যাপক লাহিড়ী বললেন, “দু’ ভোল্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গ ওর মস্তিষ্কের যন্ত্রণা-অনুভূতি কেন্দ্রে পাঠিয়ে-

BanglaBook.org

ছিলাম। দেখা যাক্ এবার ও কি করে।”

তাদের চিরশত্রুর অবস্থা দেখে ডলফিন্‌রা অবাক এবং বেশ চমৎকৃত। কয়েক শো গজ দূরে আবার জোট বেঁধে জল থেকে মাথা তুলে নিশ্চল হয়ে তারাও লক্ষ্য করছে, কি করে কনি!

মাথার যন্ত্রণা কেটে যাচ্ছে। আবার নড়াচড়া করলো কনি। এবারে সে আস্তে আস্তে সাঁত্‌রাতে শুরু করলো। ডলফিন্‌দের দিকে এগোলো না মোটেই। ডলফিন্‌দের প্রতি যেন সে একেবারেই উদাসীন। তার মতলব বুঝতে দর্শকদের বেশ খানিকটা সময় লাগলো।

অনেকটা জায়গা নিয়ে বৃত্তাকারে সাঁত্‌রাতে লাগলো কনি, নিশ্চল ডলফিন্‌দের কেন্দ্র ক'রে। ভালো ক'রে দেখলে তবেই বোঝা যাবে যে বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে।

“ভাবছে, আমাদের বোকা বানাবে।” প্রশংসা ভরা গলায় বলে উঠলেন ডাঃ লাহিড়ী। “দেখো, এ রকম ঘুরতে ঘুরতে যতোটা সম্ভব কাছে গিয়ে হঠাৎ ছোঁ মারবে ও।”

ঠিক তাই করলো কনি। ডলফিন্‌রা একটুও নড়াচড়া না করে দাঁড়িয়ে রইলো এক জায়গায় মানুষ বন্ধুদের প্রতি তাদের আস্থা অটল। তাছাড়া, কনি যে কিছু করতে পারবে না এও তারা বুঝতে পেরেছে।

ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছে কনি। সকলে দম বন্ধ করে দেখছে—কি হয়। যখন কেন্দ্র থেকে সে আর চল্লিশ ফুট দূরে তখন বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করলো কনি।

একটা খুনে তিমি অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত হারে গতি বৃদ্ধি করতে পারে। প্রায় নিশ্চল অবস্থা থেকে চোখের পলকে তীরের মতো ছুটতে পারে সে। কিন্তু অধ্যাপক লাহিড়ী বেতারযন্ত্রে সুইচটি প্রায় ছুঁয়েই ছিলেন। ডলফিন্‌দের দিকে এগোবার বহু আগেই আবার 'শক্' খেয়ে লাফিয়ে উঠলো কনি।

ডলফিন্‌দের মতো অতটা না হলেও কনি যথেষ্টই বুদ্ধিমান। সে

BanglaBook.org

বুঝলো, ডলফিন্‌দের আক্রমণ ক'রে কোনো লাভ নেই। এবারে তাই সে ডলফিন্‌দের ছেড়ে রওনা দিলো সিধে উল্টো পথে। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক লাহিড়ী আবার হাত রাখলেন সুইচে।

"করছেন কি, করছেন কি? এখন তো ও আপনার কথা মতোই কাজ করছে!" সকলের অলক্ষ্যে চিকো যে কখন উঠে এসেছে ব্রীজে, কেউ খেয়াল করেনি। কনি-র ওপর এই অত্যাচার তার মোটেই ভালো লাগছিল না। এবারে সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না।

"ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই।" ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন অধ্যাপক লাহিড়ী। "আমি ওকে শাস্তি দিচ্ছি না, পুরস্কার দিচ্ছি। এই সুইচটা যতক্ষণ টিপে থাকবো, ততক্ষণ ওর মনে হবে ও স্বর্গে আছে। ওর মস্তিষ্কে যে আনন্দ অনুভব করার কেন্দ্র আছে সেখানে দু' ভোল্ট বিদ্যুৎ যাচ্ছে এই সুইচের মাধ্যমে।"

"আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। লাহিড়ী, এবার ওকে আবার পুকুরে ফিরিয়ে নিয়ে চল। কাল আবার হবে।"

"দিন সাতেকের বেশী শিক্ষার দরকার হবে বলে মনে হয় না।"

সত্যিই দেখা গেল তাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই কনি-র শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক 'পুরস্কার' দিলেই সে আর ডলফিন্‌দের দিকে এগোয় না। একই সাথে ডলফিন্‌রাও ওকে ভয় না-পেতে শিখে গেল। এখন তারা একই সাথে সাঁতার কাটে। জলের মধ্যে এক সাথে মাছ ধরে। কয়েকটা তরুণ ডলফিন ইতিমধ্যেই তাদের স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় কনি-র সাথে ইয়ার্কি মারতে শুরু করে দিয়েছে। সেও আর ডলফিন্‌দের দেখলে রাক্ষুসে ব্যবহার করে না।

দশ দিনের দিন কনিকে আর পুকুরে ফিরিয়ে আনা হ'লো না।

"অনেক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবার ওকে মুক্ত করে দেবো।" জানালেন ডাঃ কিন্‌টে।

"বেশী ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে না?" প্রশ্ন করলেন স্যাণ্ডারসন।

ক তো বটেই। কিন্তু না ছেড়ে দিলে বোঝা যাবে কি করে যে

BanglaBook.org

কতোটা শিক্ষিত ওকে করতে পেরেছি আমরা বা কতোদিন ও এই শিক্ষা মনে রাখবে? আর ও যদি আবার ডলফিন্ খেতে শুরুও করে আমরা সাথে সাথেই খবর পেয়ে যাবো। ফের ধরে আনা তো কোনো সমস্যা হবে না! ওর মাথায় যে বেতারযন্ত্রটি আছে তার সাহায্যে ওকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে।"

সকলের মাথায় এতদিন ধরে একটা প্রশ্ন ঘুরছিলো। কেউ সেটা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে নি। ডিক্ ফস্ ক'রে সেই প্রশ্নটা উচ্চারণ করে ফেললো, "একটা খুনে তিমিকে না হয় ডলফিন্ খাওয়া থেকে বিরত রাখলেন। কিন্তু আরও যে লক্ষ লক্ষ খুনে তিমি রয়েছে? তাদের সকলকে কি আর শিক্ষিত করতে পারবেন?"

ডিকের দু'কাঁধে হাত রাখলেন ডাঃ কিন্‌টে। "না ডিক্, তা পারবো না। আর তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা তো শুধু পরীক্ষা চালাচ্ছি। জানি না, এর থেকে কি উপকার পাবো। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে খুব সামান্য একটা সুফলও অনেক কিছু শেখাতে পারে। তাছাড়া, ডলফিন্‌রা কিরকম জিভ-আল্‌গা তো জানই। ডলফিন্ খায় না এমন একটা খুনে তিমি আছে, যাকে শিক্ষিত ক'রে তুলেছি আমরা, এতদিনে এ খবর সারা পৃথিবীর ডলফিন্‌দের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে।

"আমরা তো এখানেই থামবো না। সমুদ্রে এক-একটা অঞ্চল বেছে নিয়ে সেখানে নারী খুনে তিমি কয়েকটা ক'রে ধরে শিক্ষিত ক'রে ছেড়ে দেবো। তারা তাদের পুরুষ সাথীদের এবং সন্তান-সন্ততিকে শেখাবে—তোমরা ডলফিন্ খেয়ো না, ডলফিন্ খেলে বড়ো মাথা ধরে।"

ডিকের মুখে খুব একটা আস্থার ভাব ফুটছে না দেখে একটু হাসলেন কিন্‌টে।

"বুঝতে পারছো না, তাই না? আচ্ছা, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস মনে পড়ে তোমার? বিংশ শতাব্দীতে লোকের ধারণা ছিলো, পৃথিবীর

BanglaBook.org

বিভিন্ন জাতি যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারে না। দেশে দেশে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং আণবিক যুদ্ধের ফলে মানবজাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তা, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কি? হয়নি। কেন হয়নি? মানুষ তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে, শক্তি দিয়ে পৃথিবী থেকে শ্রেণীবিভেদ ঘুচিয়েছে, শোষণ-নিপীড়ন দূর করেছে। মানুষে মানুষে খাওয়া-খাওয়ি মারামারি বন্ধ করেছে। ডলফিন্ আর খুনে তিমি তো একই জাতি, দু'জনেই বুদ্ধিমান প্রাণী। কালক্রমে সঠিক শিক্ষা পেলে তারাই বা কেন শান্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাঁচতে পারবে না? অনেক সময় হয়তো লাগবে। তুমি-আমি হয়তো সেদিন দেখতে পাবো না। আমাদের আজকের কাজটাকে তাই ছোটো মনে ক'রো না। ভবিষ্যতে এর মূল্য বোঝা যাবে।"

তখন দিগন্তে তাদের দ্বীপ একটি কালো বিন্দুর মতো লাগছে। সমুদ্রের নীল জলের উপর দিয়ে দ্বীপের দিকে ফিরে চললো 'করমোরাণ্ট'।

টেলিভিসনে আবহাওয়া-দপ্তরের সতর্কবাণী শোনার আগেই দ্বীপের সকলে বুঝতে পেরেছিল সেদিন, দুর্দান্ত একটা ঝড় আসছে। আগের দিন রাত্রে সমুদ্রের বুকে দূরে বিরাট বিরাট জলস্তম্ভ দেখা গেছে। সকাল থেকেই গরম পড়েছে প্রচণ্ড। পরিষ্কার নীল আকাশ। সম্পূর্ণ নির্মেঘ। ঝড় আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে সমুদ্রও ক্ষেপে উঠেছে। সারাদিন প্রবালপ্রাচীরের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে অতিকায় ঢেউ। তাদের ধাক্কায় গোটা দ্বীপটাই যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

টিভি-র পর্দায় যে ছবিটা দেখা গেল সেদিন সকালে, সেটা দেখলে সত্যিই আতংক হয়। আবহাওয়া-পর্যবেক্ষক উপগ্রহ থেকে দেখা যাচ্ছে, মেঘের একটা বিশাল আবর্ত, অন্তত এক হাজার মাইল চওড়া,

BanglaBook.org

ঢেকে রেখেছে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশকে। মহাকাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে আবর্তটা স্থির হয়ে আছে। আসলে কিন্তু আদৌ তা নয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাচ্ছে মেঘের কুণ্ডলীগুলো দ্রুত ছুটে চলেছে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাতাস, ঘণ্টায় দেড়শো মাইল পর্যন্ত গতিতে।

ডলফিন্ দ্বীপের প্রায় প্রত্যেকেই সব কাজের মধ্যেও আবহাওয়া দপ্তরের কথার দিকে এককান খোলা রেখেছে। টিভি-র পর্দায় সকলের চোখ বাঁধা। প্রতি ঘণ্টায় রিপোর্ট পাল্টাচ্ছে। কমপিউটার হিসেব ক'রে বলে দিচ্ছে ঝড়ের অগ্রগতির খবর। কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে ঝড়টা এগোবে সে-বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ আসছে প্রতিঘণ্টায়।

একটা জিনিষ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এ অঞ্চলে এতবড় ঘূর্ণিঝড় পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে হয়নি।

ডিক্ লক্ষ্য করলো, দ্বীপবাসীরা কেউই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েনি। একটা চাপা উত্তেজনার ভাব থাকা সত্ত্বেও সকলেই সজাগ এবং সতর্ক। সারাদিন ধরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নাড়ানো যায় এমন কোনো জিনিষ খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হচ্ছে না। সব জানলাগুলো ভালো ক'রে আটকে কাঠ দিয়ে বন্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। নৌকাগুলোকে জল থেকে যতোটা সম্ভব দূরে ডাঙ্গায় তুলে রাখা হচ্ছে। চারটে ভারী নোঙর দিয়ে 'করমোরাণ্ট'কে বাঁধা হয়েছে। তারপরেও সাবধানের মার নেই ব'লে অনেকগুলো দড়িদড়া দিয়ে বড়ো বড়ো কতকগুলো প্যাণ্ডানাস গাছের সঙ্গে তাকে আটকানো হ'লো।

একটাই বাঁচোয়া। ঘূর্ণিঝড়টা যখন চরমে উঠবে তখন সমুদ্রে ভাটা থাকবে। কাজেই বিশাল বিশাল ঢেউ এসে দ্বীপের ওপর থেকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

সন্ধ্যে হ'ল। তখনও আকাশ পরিষ্কার। আকাশ-ভর্তি তারা উঠলো। অন্যদিনের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল লাগছে তাদের। সকলেই অন্ধকার হতে যে যার বাড়ীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। চিকোর বাড়ীর সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে ডিক্ চারদিক একবার দেখে নিচ্ছিল। হঠাৎ ঢেউ-এর গর্জন ছাপিয়ে তার কানে এলো একটা অপরিচিত শব্দ। ঠিক মনে হ'ল যেন একটা অতিকায় দানব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে। সে শব্দ এতই ভয়াবহ যে ডিকের বুক কেঁপে উঠলো। সাথে সাথে আকাশে পূব দিকে ডিক্ দেখলো, দিগন্ত থেকে ভীষণ দ্রুত উপরের দিকে আকাশের গা বেয়ে উঠে আসছে মিশমিশে কালো মেঘের একটা দেওয়াল। 'হারিকেন' এসে গেছে। আরও কি হয় দেখতে অপেক্ষা করার সাহস তখন আর ডিকের নেই। এক লাফে পিছন ফিরে দরজা খুলে সে চিকোর বাড়িতে ঢুকে পড়লো। দরজা বন্ধ করতে করতেই শুনলো, চিকো বলছে, "এতক্ষণ ছিলি কোথায়? আমি ডাকতে···!" চিকোর কথার বাকি অংশটা ডিকের কানে আর পৌঁছতে পারলো না। তার মনে হ'ল, হঠাৎ বিকট গর্জন ক'রে অনেকগুলো উন্মত্ত বন্য পশু যেন বাড়ীটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সমস্ত বাড়ীটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো কোন এক বিরাট হাতের ক্রমাগত আঘাতে। একসাথে হাজারটা জেট্-প্লেনের ইঞ্জিন যেন গর্জাতে লাগলো চতুর্দিকে। সেই আওয়াজের মধ্যে কথা বলা অসম্ভব। কাজেই থরথর কম্পমান বাড়ীটার মধ্যে বসে রইল সকলে।

ঘূর্ণি ঝড়ের শব্দেই কান পাতা যাচ্ছে না, তার সাথে এবার যুক্ত হ'ল বৃষ্টির শব্দ। আকাশ ভেঙে যে জলপ্রপাত নামলো তাকে নিছক 'বৃষ্টি' বললে কিছুই বোঝানো যাবে না। আকাশ থেকে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায় নয়, ধারাতেও নয়, জল পড়ছে যেন একসাথে হাজার হাজার রাক্ষুসে নল থেকে। একটুও বিরাম নেই। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে বাইরে কেউ গেলে সেই জলধারার মধ্যে ডুবেই মারা যাবে সে, অথবা জলের আঘাতেই চেপ্টে যাবে।

ডিক্ ভাবার চেষ্টা করলো, দ্বীপের সর্বত্র কি হচ্ছে। যে মহা-প্রলয় নেমেছে দ্বীপের বুকে তার হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে

BanglaBook.org

বলে মনে হ'ল না তার। গাছপালা নিশ্চয় একটাও দাঁড়িয়ে থাকবে না। বাড়ীগুলো সব তো মাটিতে মিশে যাবেই। ডাঙ্গায় বসে ঝড়কে যে এতো ভীতিপ্রদ মনে হতে পারে, ডিক্ তা স্বপ্নেও ভাবেনি। তার মনে হ'ল, যে ঘরে সে বসে আছে, পৃথিবীতে সেটা ছাড়া আর কিছু নেই। আশ্রয়টা নেহাতই পলকা। চারিদিকে যে ক্ষ্যাপা দৈত্যটা তাণ্ডব নৃত্যে ব্যস্ত, তার এক ফুঁয়ে অথবা আঙ্গুলের ঠেলায় এ আশ্রয় যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

এর মধ্যে ডিক্ একটু সান্ত্বনা পেলো চিকোর পরিবারের সকলকে দেখে। কাউকেই বিশেষ বিচলিত দেখাচ্ছে না। চিকোর ভাই-বোনেরা টিভি-র সামনে বসে ছবি দেখছে, যদিও শব্দ শোনা যাচ্ছে না একটুও। চিকোর মা উল বুনছেন, বাবা একটা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছেন। চিকো ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লাগিয়ে তাকিয়ে আছে ডিকের দিকে। স্বাভাবিক মুরুব্বিয়ানা তার মুখের ভাবে। 'এ আর এমনকি', বলতে চাইছে যেন।

হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টির সব শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল একটা মড়্‌মড়্ শব্দ। বিরাট একটা কিছু কোথাও হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলোগুলো নিভে গেল।

সেই আচম্‌কা অন্ধকারের মধ্যে, চারদিকের বিকট কর্কশ শব্দের মধ্যে বসে ডিকের সমস্ত শরীর ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। তার সব বিচার-বিবেচনা যেন লোপ পেয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য তার মনে হ'ল পৃথিবী এবার ধ্বংস হয়ে যাবে, বিপুল অন্ধকারের গহ্বরে সবকিছু তলিয়ে যাবে অন্ধ প্রকৃতির রুদ্ররোষে।

অন্ধকার অবশ্য বেশীক্ষণ রইলো না। সবকিছুর জন্যই চিকোর বাবা তৈরী ছিলেন। একটা ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠন তিনি হাতের কাছেই রেখেছিলেন। সেটা জ্বলে উঠতেই ডিকের সাহস খানিকটা ফিরে এলো। টেলিভিসন বন্ধ হয়ে গেছে। ছোটরা এবার নানারকম খেলনা আর ছবির বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চিকো একটা

BanglaBook.org

দাবার ছক বার করলো। বিশেষ ইচ্ছে না থাকলেও অন্যদিকে মন ফেরাবার জন্য ডিক্ তার সাথে খেলতে শুরু করলো।

এভাবে রাত বেড়ে চললো। 'হারিকেন' দাপাতেই থাকলো চারদিকে। মাঝে মাঝে তার বিক্রম একটু কমে। আওয়াজের প্রাবল্যও কমে একটু। তারপরেই আবার নতুন উদ্যমে তার আস্ফালন শুরু হয়ে যায়। একটু বেশী রাতে, চিকোর মা সকলের জন্য স্যাণ্ডউইচ্ আর কফি বানিয়ে আনলেন। ডিক্ কিছু খেতে পারবে ভাবেনি। ভয়ে তার ক্ষিদেটিদে উবে গিয়েছিল। কিন্তু গরম কফির গন্ধ আর স্যাণ্ডউইচের চেহারা দেখেই তার পেটের মধ্যে একদল ছুঁচো ডন্ মারতে শুরু করলো।

ভোর চারটে নাগাদ ঝড় কমতে লাগলো। উন্মত্ততা কমতে কমতে পাঁচটা নাগাদ সাধারণ ছোটোখাটো ঝড়ের চেহারা নিলো বাতাস। বৃষ্টিও কমতে শুরু করলো ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে এক-একবার এক-একটা দম্‌কা আসছিলো বটে। কিন্তু সেগুলো ঘূর্ণিঝড়ের শেষ পর্যায় এবং তাও কেটে যাচ্ছিল চট্‌পট্। যখন ভোর হ'লো তখন ঝড় প্রায় থেমেই গেছে। ঘর ছেড়ে বাইরে বের হওয়া যাচ্ছে।

বাইরে যে-দৃশ্য ডিক্ আর চিকোর চোখে পড়লো তা দেখলে কোন বোমারু বিমান-হানায় বিধ্বস্ত শহরের কথা মনে পড়ে। দ্বীপের অধিবাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেকটা হতবাক হয়ে। তাদের কারো মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কারোর হাত ঝুলছে গলা থেকে দড়িতে বাঁধা অবস্থায়। চারদিকে ওপড়ানো গাছ পড়ে আছে ছড়িয়ে। বিরাট ক্ষতি হয়েছে জিনিসপত্রের। সমস্ত ইলেক্‌ট্রিকের তার ছিঁড়ে পড়ে গেছে। একটা বিরাট গাছ ভেঙে প্রায় একশো গজ উড়ে এসে ধাক্কা মেরেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বাড়ীটাতে। সে-বাড়ী একদম চুরমার হয়ে গেছে। আপৎকালীন বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যবস্থার যে ডিজেল-চালিত যন্ত্র, সেটারও হাল একই। ফলে বিদ্যুৎ-চালিত

BanglaBook.org

সবগুলি যন্ত্রপাতিই বিকল।

জেলেদের সবক'টা নৌকা নষ্ট হয়েছে। কিছু জলে ডুবে গেছে। আর কিছু ডাঙ্গায় আছড়ে পড়ে দেশলাই-এর বাক্সের মত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। 'করমোরাণ্ট' জলের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে আছে আধডোবা অবস্থায়। তাকে উদ্ধার করা যাবে বটে, কিন্তু তাকে সারিয়ে টারিয়ে চালু করতে বেশ কয়েক সপ্তাহ তো লাগবেই।

ডিক্ দেখে অবাক হ'ল, দ্বীপের কেউই এত ক্ষতিতেও বিশেষ মুষড়ে পড়ে নি। ডাঃ কিন্‌টে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, "গ্রেট ব্যারিয়ার রীফে বাস করতে হ'লে প্রথম কাজ হ'ল 'হ্যারিকেন' জিনিসটাকে জীবনের অঙ্গ বলে মেনে নেওয়া। এ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর ক্ষয়ক্ষতি? সে আর কি করা যাবে। এই ধর না, এবার। এই ঝড়ে আমাদের কাজ অন্তত ছ'মাস পিছিয়ে গেল। কিন্তু জিনিষপত্র যতই নষ্ট হোক্, তা আবার জোগাড় করা যায়। যা আর ফিরে পাওয়া যায় না তা হ'ল মানুষের জীবন আর আহরিত জ্ঞান। এ দু'টোর কোনটাই আমাদের নষ্ট হয় নি। কাজেই কেঁদে-কেটে লাভ কি?"

"'হ্যাল'-এর কি অবস্থা?"

"বন্ধ। যতক্ষণ না বিদ্যুৎ ফিরে আসছে। যান্ত্রিক কোন ক্ষতি অবশ্য হয়নি।"

কিন্তু একটা ক্ষতির কথা জেনে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লো। লাবণ্যদি-র হাসপাতালের ওষুধপত্র একদম নষ্ট হয়ে গেছে। যে ঘরে সব রাখা ছিলো, তার দরজা ভেঙ্গে গিয়ে জল ঢুকে সবকিছুর বারোটা বেজে গেছে। যা কিছু বেঁচেছে তাতে টুকটাক কাটা-ছেঁড়া-মচ্‌কানোর চিকিৎসার বেশী কিছু করা চলবে না। এ ধরনের ঝড়বৃষ্টির পরে নানান রকম রোগ দেখা দেয়, বিশেষ ক'রে ঠাণ্ডা লেগে যেসব অসুখ হয় সেগুলো অনেককেই কাবু ক'রে ফেলে। বাড়াবাড়ি কোনো অসুখ করলেই মুশকিল হবে খুব।

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের একটা ফর্দ বানিয়ে লাবণ্যদি টলেন বেতার-কেন্দ্রে। মেইনল্যাণ্ডে খবর গেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব সে যাবে হেলিকপ্টারে। কিন্তু রেডিও ঘরে যে দৃশ্য লাবণ্যদি দেখলেন, াতে তাঁর দুশ্চিন্তা শতগুণ বেড়ে গেল।

রাত্রে একটা বিরাট গাছের ডাল উড়ে এসে পড়েছিল ছাদে। ছাদ ভঙ্গে নিচে পড়েছে সেটা প্রেরক যন্ত্রের উপর। সমস্ত যন্ত্রপাতি কতক-লো তার আর লোহার কুণ্ডলীতে পরিণত হয়েছে তার ফলে। 'জন ইলেক্ট্রনিক টেকনিসিয়ান ব্যাজার মুখে এটা-ওটা নাড়াচাড়া রছে। লাবণ্যদির প্রশ্নের উত্তরে তারা জানালো, সাতদিনের মধ্যে কান খবর কোথাও পাঠানো একদম অসম্ভব।

লাবণ্যদি সেখান থেকে ছুটলেন জেটির দিকে। সেখানে খবর পলেন, নৌকোগুলো অর্ধেক জলের তলে, বাকি অর্ধেক পরিণত হয়েছে াঙ্গা কাঠের টুকরোয়। 'করমোরাণ্ট'-এর অবস্থাও তথৈবচ। কাজেই মইনল্যাণ্ডে যে নৌকো ক'রে খবর পাঠানো যাবে সে উপায়ও নেই। াথায় হাত দিয়ে বসলেন লাবণ্যদি। মনে মনে প্রার্থনা করতে াগলেন, কেউ যেন বেশী অসুস্থ না হয়, কেউ যেন বেশী অসুস্থ া হয়।

কিন্তু সে প্রার্থনা বিফলেই গেল। সন্ধ্যের সময় একজনের পায়ের ক্ত দেখে মনে হ'ল গ্যাংগ্রীন হলেও হ'তে পারে। আর তার একটু ারেই ম্যারীর বাবা আর কাকা ম্যারীকে কম্বলে জড়িয়ে হাসপাতালে নিয়ে এলেন। ম্যারীর চোখ বন্ধ। মুখ টকটকে লাল। নিশ্বাসে াব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড় ক'রে। চিন্তিত লাবণ্যদি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা রলেন ম্যারীকে। তিন চার ঘণ্টা পরে নিশ্চিত হলেন লাবণ্যদি— া নিউমোনিয়া ছাড়া কিছু নয়। পেনিসিলিন চাই এক্ষুণি। নাহ'লে াকে বাঁচানো অসম্ভব।

ম্যারী ভীষণ অসুস্থ, তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করা যাচ্ছে না ষুধ নেই বলে—এ কথা সারা দ্বীপে ছড়িয়ে পড়লো। সকলে খুব

BanglaBook.org

চিন্তিত হয়ে পড়লো। ডাঃ কিন্‌টে সব কাজ ফেলে বারে বারে হাসপাতালে ছুটে ছুটে আসতে লাগলেন। সর্বক্ষণ হাসপাতালের বাইরে উদ্বিগ্ন লোকের জটলা। দ্বীপের সকলেই সকলকে চেনে এবং সকলেই পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়ের মতো। এই বিপদের সময়ে তাই সকলেই ম্যারীর জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। কিন্তু কি করা যাবে? অনেক ভেবেও ডাঃ কিন্‌টে আর ডাঃ স্যাণ্ডারসন কোন পথ খুঁজে পেলেন না। তবে কি বসে বসে দেখতে হবে ফুট্‌ফুটে ফুলের মতো ছোট্ট ম্যারী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে?

সব চাইতে বেশী ভেঙ্গে পড়লো ডিক্। ম্যারী তার ভক্তদের মধ্যে ছিল প্রধান। দ্বীপে তিনজন লোক সম্পর্কে তার টান সবচেয়ে বেশী। ডাঃ কিন্‌টে ছেলেবেলায় হারানো তার বাবার স্থান নিয়েছেন। চিকো আর ম্যারী, দু'জন তার জীবনের প্রথম বন্ধু। ছায়ার মতো তার পাশে পাশে ম্যারী ঘুরে বেড়াত, তার ফাইফরমাস্ খাটতো, তার পাঁচটা অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতো। সেই ম্যারী মৃত্যুমুখে! কেবলমাত্র ওষুধের অভাবে! ভেবে ডিক্ ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। আজকের যুগে, যখন বিভিন্ন গ্রহ আর চাঁদের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করাও ছেলেখেলা, তখন মাত্র একশো মাইল দূরে একটা খবর পাঠানো যাচ্ছে না বলে একটা প্রাণ অকালে ঝরে যাবে! চিন্তাই করা যায় না। মাত্র একশো মাইল। যখন সে প্রথম দ্বীপে আসে ডলফিন্‌দের পিঠে চড়ে তখনই তো সে একশো মাইলের অনেক বেশী অতিক্রম ক'রে এসেছিল।

ডলফিন্! মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠলো ডিক্। তাইতো! এই সহজ সমাধানটা তার এতক্ষণ মনে পড়ে নি। এক মুহূর্তে ডিক্ স্থির করে ফেললো সে কি করবে। মাঝসমুদ্র থেকে ডলফিন্‌রা তাকে ডলফিন্ দ্বীপ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছিল। এখন তারাই তাকে মেইনল্যাণ্ড পর্যন্তও টেনে নিয়ে যাবে।

রিটা এবং রিকি পালা ক'রে তার তৈরী জোয়াল লাগিয়ে সার্ফ-

BanglaBook.org

বোর্ডটাকে অতি সহজেই একশো মাইল টেনে নিয়ে যেতে পারবে, এবিষয়ে ডিকের কোন সন্দেহ নেই। সময় লাগবে খুব বেশী হ'লে ঘণ্টা বারো। এতদিন রীফের আশেপাশে সে রিটা আর রিকির সাথে জলের মধ্যে খেলা করেছে, মাছ ধরেছে, ঘুরে বেড়িয়েছে। কমিউ-নিকেটর ব্যবহার না ক'রেও ডিক্ তাদের বোঝাতে পারে সে কি চায়। ওরাও ডিকের সব কথা, সব ইচ্ছে চট্ করে ধরে ফেলে। কাজেই অসুবিধা কিছুই হবে না। ডলফিন্‌রা সঙ্গে থাকলে সমুদ্রে কোন বিপদের সম্ভাবনাও নেই।

ডিকের মনে পড়লো, কিছুদিন আগে দশ মাইল দূরে একটা জনশূন্য দ্বীপে সে আর চিকো গিয়েছিল। চিকোর বড় সার্ফবোর্ডটা টেনেছিল রিটা, ডিকের ছোট বোর্ডটা টেনেছিল রিকি। সময় লেগেছিল মাত্র এক ঘণ্টা, তাও খুব আস্তে আস্তে সাঁত্‌রে। কাজেই একশো মাইল যেতে দশ-বারো ঘণ্টাই লাগবে।

কিন্তু ডাঃ কিন্‌টে অথবা দ্বীপের অন্যান্যরা জানতে পারলে তাকে কখনোই যেতে দেবেন না। দরকার নেই ওঁদের বলে। চুপি-চুপিই যেতে হবে। চিকো অবশ্য বুঝবে ব্যাপারটা। ওকে বলে ওর সাহায্য নিতে হবে।

চিকো গম্ভীর হয়ে শুনলো সব। কাজটা করা সম্ভব, একথা সে স্বীকার করলো। কিন্তু প্রশ্ন তুললো কতকগুলো।

"যাওয়া যাবে অবশ্যই। কিন্তু তুই একা কি করে যাবি?"

মাথা নাড়লো ডিক্। "আমাকে একাই যেতে হবে। তোমার ওজন বড্ড বেশী। তোমাকে টানতে গেলে এক তো দেরী হবে, তাছাড়া ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে তাড়াতাড়ি। আমি একাই যাবো।"

যুক্তি অকাট্য। চিকো এবার অন্য আপত্তি তুললো। "প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের মেইনল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কি ব্যাপার দেখতে কেউ না কেউ অল্পক্ষণের মধ্যে হেলিকপ্টার নিয়ে আসবে ঠিক। তোর এই বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটা খামোখা হয়ে যাবে না?"

BanglaBook.org

"আসতে পারে কেউ ঠিকই।" ডিক্ স্বীকার করলো। "কিন্তু দেরী হ'তে পারে অনেক। আমাদের কি অপেক্ষা করার সময় আছে? মেইনল্যাণ্ডে ঝড়ের পরে সবাই নিশ্চয় খুব ব্যস্ত। এখানকার খবর নিতে হয়তো সাতদিন লেগে যাবে ওদের।"

"ঠিক আছে তাহলে। তৈরী হয়ে থাকি আমরা। ইতিমধ্যে যদি সাহায্য এসে না পৌঁছয় মেইনল্যাণ্ড থেকে, আর ম্যারীর অবস্থা যদি আরও খারাপ হয়, তাহলে যাস্ তুই।"

"কাউকে বলবে না তো তুমি?"

"না না, বলবো. না। আচ্ছা, সবই তো হ'লো। কিন্তু রিটা আর রিকি কোথায়?"

"সকালে ওরা আমাদের খোঁজ ক'রে গেছে একবার। আর 'সাহায্য চাই' বলে কমিউনিকেটর-এ খবর পাঠালে তক্ষুণি এসে উপস্থিত হবে ওরা।"

যাবার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল দুই বন্ধু। জিনিষপত্র লাগবে—প্লাষ্টিকের চ্যাপ্টা একটা জলের বোতল, কিছু খাবার, একটা কম্পাস্ আর একটা টর্চ। রাত বারোটা নাগাদ ডিক্ রওনা হবে, ঠিক হ'লো। তাহলে অর্ধেক পথ চাঁদের আলো থাকবে আর মেইনল্যাণ্ডের উপকূলে দিনে দিনে পৌঁছনোও যাবে।

সারাদিন দ্বীপের অন্য সকলের সাথে চিকো আর ডিক্‌কেও ব্যস্ত থাকতে হ'লো নানারকম জরুরী মেরামতির কাজে। সন্ধ্যের পরেও অনেকক্ষণ কাজ চললো মোমবাতির আলোয়। কাজেই সবকিছু যোগাড়যন্তর করে যখন তারা জেটিতে এসে পৌঁছলো তখন রাত প্রায় সাড়ে-দশটা। চুপি চুপি সার্ফবোর্ডটা জলে ভাসালো দু'জনে। চারপাশে ভাঙ্গা নৌকোর কাঠ ভাসছে। তার মধ্যে ভালো ক'রে না দেখলে সার্ফবোর্ডটাকে চেনা যাচ্ছে না।

ডিক্ কমিউনিকেটরটা চিকোর হাতে দিলো। "তুমি রিটা ও রিকিকে ডাকো। আমি চট্ ক'রে একবার হাসপাতাল ঘুরে আসছি।

BanglaBook.org

যাবো আর আসবো।”

আস্তে আস্তে মখমলের মত নরম আর অন্ধকার জলের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে চিকো বোতাম টিপলো ‘ফ্রেণ্ডশীপ ওয়ান’-এ।

হাসপাতালের বাড়ীটা চুপচাপ, নিথর। সবটাই অন্ধকার। শুধু একটা ঘরে আলো জ্বলছে। উঁকি মারলো ডিক্ জানলা দিয়ে। সঠনের হলদে আলোয় লাবণ্যদি কি যেন লিখছেন বড় একটা খাতায়। সারা চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। মাঝে মাঝে চোখের জল মুছছেন। দেখেই ডিক্ বুঝলো, ম্যারী কেমন আছে প্রশ্ন করা অবান্তর। অবস্থা খুবই খারাপ, নাহ'লে লাবণ্যদির মতো মানুষ ভেঙ্গে পড়তেন না।

তবু, ভেতরে ঢুকলো ডিক্। “কেমন আছে ম্যারী?”

“ভালো নয়।” খানিকটা সামলে নিলেন লাবণ্যদি। “ঠিক ঠিক ওষুধ থাকলে সারিয়ে তুলতে কয়েক ঘণ্টার বেশী লাগতো না। শুধু ম্যারী নয়। আরও দু'জনের অবস্থা খারাপ। একজনের পায়ে গ্যাংগ্রীন হতে যাচ্ছে, আর-একজনকে এক্ষুনি অ্যান্টিটেটেনাস দেওয়া দরকার।”

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মুখরা অথচ স্নেহশীলা এই মহিলাকে মনে মনে বিদায় জানিয়ে ডিক্ বেরিয়ে এলো। দেরী হয়নি তো। সময়মতো সাহায্য নিয়ে আসতে পারবো তো।

জলের ধারে ফিরে ডিক্ দেখলো, রিটা আর রিকি এসে গেছে। রিটাকে চিকো ইতিমধ্যেই জোয়ালটা পরিয়ে দিয়েছে। পাশেই অপেক্ষা করছে রিকি। তার ডরসাল ডানার পাশে একটা কাটা দাগ। ঝড়ের সময় এরা কোথায় ছিলো কে জানে। ডিক্ তাদের চক্‌চকে শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করলো। ডিকের গায়ে গা ঘসে সাড়া দিলে ওরা দু'জনে।

জলের বোতল, কম্পাস্, টর্চ, খাবার, ফ্লিপার, মুখের মাস্ক, স্নরকেল, কমিউনিকেটর—সব দেখে নিল ডিক্। “চলি তাহলে, চিকো।”



BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো চিকো, "তোর সাথে আমিও যেতে পারলে ভালো হ'ত। সাবধানে যাস্।" তার গলাটা ভারী।

"চিন্তা ক'রো না। আমি ঠিক ফিরে আসবো। রিটা আর রিণ সঙ্গে রয়েছে, ভয় কি?" মুখে কথাটা বললেও মনে মনে তারও একটু ভয় করতে লাগলো। আর কিছু না বলে, সার্ফবোর্ডে উঠে রিটাকে বললো ডিক্, "চলো।"

মৃদু ঝটকা দিয়ে সার্ফবোর্ডটা চলতে শুরু করলো। পিছন ফিরে ডাঙ্গার দিকে তাকিয়েই বুঝলো ডিক্, সে খুব সময়মতো রওনা হয়েছে। বেশ কয়েকটা টর্চের আলো ছুটে আসছে জলের দিকে। সকলে টের পেয়ে গেছে। বেচারা চিকো! প্রচুর গালাগাল খেতে হবে ওকে। দু'একটা চিৎকারও তার কানে এসে পৌঁছলো। রিটাকে সংকেতে জানালো ডিক্, "জোরে চলো।"

সার্ফবোর্ডের গতি বেড়ে গেল। সামনে এবার প্রশান্ত মহাসাগরের অন্ধকার অথৈ জলরাশি। মেইনল্যাণ্ডে পৌঁছতেই হবে! ম্যারীকে বাঁচাতেই হবে।

ঢেউ থাকলেও, সমুদ্র উত্তাল নয়। মাঝে মাঝে গায়ের উপর ছোট ছোট ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে, কখনোসখনো বোর্ডটা একটু বড় ঢেউয়ের মধ্যে মাথা নামিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। তবে প্রায় সবসময়ই সে ভেসে চলেছে জলের বুকের উপরেই। গতিবেগ কত, অন্ধকারে বোঝা মুস্কিল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখলো ডিক্, কালো জল তার পাশ দিয়ে অসম্ভব জোরে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওটা অনেকটাই চোখের ভুল। তার গতিবেগ ঘণ্টায় দশ মাইলের বেশী হবে না।

ঘড়ি দেখলো ডিক্। মাত্র পনেরো মিনিট আগে তারা দ্বীপ ছেড়ে এসেছে। মাথা ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। একটা দু'টো আলোও না। এর মধ্যেই দ্বীপ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে তারা। বছরখানেক আগে ডিক্ ভাবতেই ভয় পেত, রাতের অন্ধকারে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে সে একা

BanglaBook.org

চলেছে এমন একটা কাজে যার সাফল্যের সম্ভাবনা খুব বেশী নয়। তখন অবশ্য তার ভয় করছে না, কারণ সঙ্গীদের উপর তার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। জলের মধ্যে যে-কোন বিপদের হাত থেকেই তাকে তারা বাঁচাতে পারবে।

যতক্ষণ রীফের এলাকার মধ্যে তারা ছিলো, ততক্ষণ পথ ঠিক করার কোন চেষ্টা ডিক্ করে নি। রিটা বা রিকি তার চাইতে অনেক ভালো পথ চিনবে তা সে জানে। শব্দতরঙ্গ সামনে ছুঁড়ে দিয়ে, ফিরে-আসা প্রতিধ্বনির গতি প্রকৃতি বুঝে নিয়ে পথের বাধাবিপত্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার যে অসাধারণ ক্ষমতা ডলফিন্‌দের শরীরে আছে যাকে বলা হয় তাদের 'সোনার সিষ্টেম্'—তার মাধ্যমে রিটা যে-কোন মানুষের চেয়ে অনেক সঠিকভাবে বুঝতে পারে সে এই মুহূর্তে সমুদ্রের ঠিক কোথায়। মানুষ 'র‍্যাডার' আবিষ্কার করার লক্ষ লক্ষ বছর আগে ডলফিন্‌রা আর বাদুড়রা এই ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিল। শুধু, মানুষ 'র‍্যাডার' যন্ত্রে বেতারতরঙ্গ ব্যবহার করে, আর ডলফিন্‌রা ব্যবহার করে শব্দতরঙ্গ। কিন্তু মূল ব্যাপারটা একই। এই শব্দ-তরঙ্গগুলি আবার এমন উচ্চগ্রামের যে তা মানুষের কানে ধরাই পড়ে না।

পনেরো মিনিটে দ্বীপ থেকে কমক'রে আড়াই-তিন মাইল তো চলে আসা গেছেই। তার মানে, এখন তারা রীফের বাইরে খোলা সমুদ্রে। এবারে মোটামুটি পশ্চিম দিকে চললেই অষ্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডের দীর্ঘ উপকূলের কোথাও না কোথাও পৌঁছনো যাবেই। কম্পাসের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ভীষণ অবাক হ'ল ডিক্। তারা ঠিক পশ্চিম দিকেই চলেছে। রিটা আর রিকি ঠিক বুঝেছে কোনদিকে গেলে সাহায্য পাওয়া যাবে। একমাত্র মেইনল্যাণ্ড থেকেই সাহায্য আসতে পারে এবং পশ্চিম দিকে গেলে তবেই যে কুইনস্‌ল্যাণ্ড উপকূলে পৌঁছনো যাবে এটা তারা বুঝেছে এবং কিছু না বলতেই সেই দিকে চলেছে। অভিভূত হয়ে গেল ডিক্।

যথেষ্ট দ্রুতগতিতে চলেছে তারা। তবু, অবস্থার গুরুত্ব বোঝাবার

BanglaBook.org

জন্য ডিক্ 'জোরে' বোতামটা টিপলো। বোর্ডে একটু ঝাঁকুনি লাগলো। তবে গতি আরও বাড়লো কিনা তা বোঝা গেল না। অবশ্য রিটা যে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গাঢ় অন্ধকার। চাঁদ এখনো ওঠেনি। ঝড়ের পরে আকাশে বেশ মেঘ আছে। আকাশের প্রায় সব তারাগুলোই সেই মেঘের আড়ালে। এমনকি সমুদ্রের বুকে জোনাকীর মতো উজ্জ্বল প্রাণীরাও আলো দিচ্ছে না। ঝড়ের ধাক্কা তারা এখনো যেন সামলে উঠতে পারে নি। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এই উদ্দাম অগ্রগতি ডিক্‌কে মাঝে-মাঝে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। এ যেন চোখ বুজে অপরিচিত জায়গায় ছুটে চলার মত। কোথায় কখন ধাক্কা লাগে ঠিক নেই। জলের ইঞ্চি তিনেক উপরে মুখ রেখে ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে চলেছে তারা, কে জানে তার চোখের আড়ালে হয়তো একটা মহাকায় ঢেউ অথবা একটা মস্ত পাথর মাথা তুলছে! সামনেটা দেখতে পেলে হ'ত। রিটার উপর সম্পূর্ণ আস্থা সত্ত্বেও এই ভয়গুলো উঁকি মারছিল কখনো কখনো। চেষ্টা ক'রে তাদের দাবিয়ে রাখতে হচ্ছিল তাকে।

তাই পূব আকাশে মেঘের চাদরের মধ্যে দিয়ে প্রথম চাঁদের আবছা আলোর আভা যখন দেখা গেল তখন ডিকের মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। চাঁদটা দেখা না গেলেও তার প্রতিফলিত আলো অন্ধকার অনেকটা কাটিয়ে দিল। চারদিকের খুঁটিনাটি দেখা না গেলেও সামনে যে বিরাট পাথর অথবা প্রবালপ্রাচীর নেই এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে। ডিক্ তাতেই অনেক আশ্বস্ত বোধ করলো। এতক্ষণ রিটার ওপর তার নির্ভরতাটা ছিলো নিরুপায় অসহায়তার ফল, এবার সে জেনেবুঝে চলতে পারবে এই বোধটা তাকে সাহস দিল। অবশ্য রিটা থাকতে তার কোন চিন্তাই নেই। তবু—।

এবারে তারা এসে পড়েছে গভীর জলে। প্রথম প্রথম যে ছোট ছোট ঢেউগুলো বারে বারে ডিকের পল্‌কা যানটাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল তাদের জায়গায় এবার দেখা দিয়েছে বিরাট বিরাট ঢেউ। ঢেউগুলোর

BanglaBook.org

একটার মাথা থেকে আরেকটার মাথার দূরত্ব কয়েক শো ফুট। বিরাট ঢেউগুলোর উপর তালে তালে উঠে-নেমে ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছে ডিক্। ঢেউগুলোর উচ্চতা কত বোঝা মুস্কিল। শোয়া অবস্থায় দেখে ডিকের মনে হচ্ছিল, তারা পর্বত-প্রমাণ। কিন্তু আসলে হয়তো অতোটা উঁচু নয়। এক-একবার রিটা ডিক্‌কে টেনে তুলছে একটা ঢেউ-এর অল্প খাড়াই ঢাল বেয়ে। উপরে উঠে এক মুহূর্ত তারা ঝুলে থাকছে চলন্ত জলের পাহাড়ের চূড়োয়, তারপর দু'টো ঢেউ-এর মাঝে উপত্যকায় নেমে আসছে তারা। তারপরেই আবার আরেকটা ঢেউ-এর ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে তাদের। ওঠানামার সাথে সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে ডিক্‌কে বোর্ডের উপর এগোতে পিছোতে হচ্ছে। অবশ্য তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হচ্ছে না। সাইকেল চালাবার সময় ভারসাম্য রাখাটা যেমন অভ্যাস থেকেই রপ্ত হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আলাদা ক'রে ভাবতে হচ্ছে না কিছু।

হঠাৎ বাঁকা চাঁদ বেরিয়ে এলো মেঘের ভেতর থেকে। এই প্রথম ডিক্ তার চারপাশের অসীম জলরাশি দেখতে পেলো পরিষ্কার। মাইলের পর মাইল, শত সহস্র ঢেউ অবিশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে চারদিকে। জ্যোৎস্নায় ঢেউ-এর মাথাগুলো রুপালী আলোয় ঝল্‌মল্ করছে। সেই তুলনায় দু'টো ঢেউ-এর মাঝখানের উপত্যকাগুলো বেশ অন্ধকার। ফলে ডিক্ একবার আলোয় একবার অন্ধকারে গিয়ে গিয়ে পড়ছে সার্ফবোর্ডটার ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ডিক্ দু'তিনবার বোর্ডের উপর শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে, গড়িয়ে পড়ে গেছে জলে। জলে পড়েই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই অবশ্য রিটা ঘুরে এসে আবার তাকে জল থেকে তুলে নিয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে একা জলে ভেসে থাকাটা, মিনিট খানেকের জন্য হলেও, মোটেই আনন্দদায়ক লাগেনি ডিকের কাছে।

ঘড়ি দেখলো ডিক্। চার ঘণ্টা কেটে গেছে। তার মানে চল্লিশ মাইল পথ সে পার হয়ে এসেছে। তার মানে ভোর হতেও

BanglaBook.org

আর দেরী নেই। ডিকের মনে পড়লো এমন আরেক সকালের কথা। 'সিলভার ষ্ট্রীক্'-এর ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে ভাসতে ভাসতে সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে, একটু পরেই তার সারা শরীর ঝল্‌সে যাবে নির্দয় রোদ্দুরে। এবারে কিন্তু অবস্থাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখন তার গোটা শরীর অনেকদিন ধরে রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। নিরক্ষীয় সূর্যকে আর ভয় নেই তার।

আস্তে আস্তে ভোর হ'ল। জলের রং পাল্টে হ'ল ঘন নীল। পিঠে সূর্যের উত্তাপ লাগতেই ডিক্ নেমে পড়লো জলে। রিটাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। ওর খাবারও সময় চাই। সাঁতরে এগিয়ে জোয়ালটা খুলে দিতেই আনন্দে জল থেকে লাফিয়ে উঠে জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল রিটা।

সারাক্ষণ চোখে যাতে জল না ঢোকে তার জন্য মুখে মাস্‌কটা ডিক্ পরেই ছিল। এবারে সেটাকে ঠেলে কপালে উঠিয়ে দিয়ে সার্ফবোর্ডের উপর দু'পাশে পা ঝুলিয়ে বসলো ডিক্। চিকোর দেওয়া ওয়াটারপ্রুফ পলিথিনের ব্যাগ খুলে একটা কলা, দু'টুকরো মাংস, আধখানা মিল্ক চকোলেট আর কয়েক ঢোক কমলালেবুর রস খেয়ে নিল সে। বাকীটা পরে খাওয়া যাবে। এখনো তো পাঁচ ছ'ঘণ্টার পথ যেতে হবে। এইভাবে পনেরো মিনিট আরাম ক'রে বসে ঢেউ-এর দোল খেল ডিক্। তারপরে 'ফেণ্ডশীপ ওয়ান'-এ বোতাম টিপে ডাক পাঠালো রিটা আর রিকিকে। এক্ষুনি এসে যাবে ওরা।

কিন্তু কোথায় ওরা? পাঁচ মিনিট পার হয়ে যেতে একটু চিন্তা হ'ল ডিকের। কি ব্যাপার? কতো দূর চলে গেল ওরা? পাঁচ মিনিটে তো তিন মাইল সাঁতরাতে পারে একটা ডলফিন্। তার চাইতেও দূরে চলে গেছে নাকি? তারপরেই নিশ্চিন্ত হয়ে সে দেখলো জল কেটে একটা পরিচিত 'ডরসাল' পাখনা তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

পর মুহূর্তেই লাফিয়ে উঠলো ডিক্। পাখনাটা চেনা ঠিকই। কিন্তু কার পাখনা ওটা? রিটা বা রিকির তো নয় ওটা তো

BanglaBook.org

একটা খুনে তিমির পাখনা!

ঘণ্টায় তিরিশ 'নট' গতিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ যম। ডিকের হাত পা ছেড়ে এলো ভয়ে। তারপরেই মনে এলো একটু আশার আলো। সংকেতটা শুনে তিমিটা এসেছে মনে হচ্ছে! তাহলে কি—?

সার্ফবোর্ডের কয়েক ফুট দূরে বিরাট মাথাটা ভেসে উঠতে ডিক্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এ তো কনি! বিশাল তালুর উপর মসৃণ বাক্সটা এখনো মজবুত। "কনি, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! আর এমন ক'র না দয়া করে।" নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলো ডিক্। অবশ্য বিপদ কেটেছে এখনো বলা যায় না। যতদূর জানা গেছে কনি এখনো মাছ খেয়েই আছে। ডলফিন্‌রা কোন অভিযোগ করেনি তার বিরুদ্ধে। কিন্তু ডিক্ তো আর ডলফিন্ নয়! সে চিকোও নয় যে কনি তাকে খুব বন্ধু মনে করবে!

ভাবতে ভাবতে কনি বোর্ডটার পাশে এসে গেছে। আলতো ক'রে একবার বোর্ডটার গায়ে গা ঘষে বেরিয়ে গেল। 'আলতো' গা ঘষার চোটে ডিকের প্রায় উল্টে জলে পড়ার অবস্থা। কনির অবশ্য দোষ নেই। পনেরো ফুট লম্বা খুনে তিমির পক্ষে এর চাইতে আস্তে কিছু করা তো সম্ভব নয়। এবারে ঘুরে অন্যদিকে এসে গা ঘসলো কনি। বোঝা যাচ্ছে, কনি ভাব জমাতেই চাইছে। একটু ভয়ে ভয়ে ডিক্ হাত বাড়িয়ে কনির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। জলে একটুও ঢেউ না তুলে চলে গেল কনি পাশ দিয়ে। তার গায়ে হাত দিয়ে ডিকের মনে হ'ল আরেকটা ডলফিনের গায়েই সে হাত দিচ্ছে। বিশ্বাস করা অবশ্য কষ্টকর যে সমুদ্রের এই আতংকটি আসলে নিছক আরেকটা ডলফিন্, আকারেই যা একটু বড়।

কনি বারে বারে আদর খেতে আসছে দেখে ডিকের একটু মায়াই হ'ল। "বেচারী কনি! বড়ো একা একা লাগে এখন চিকোকে ছেড়ে এসে, তাই না?" কথাটা মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই

BanglaBook.org

মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে ডিকের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে যেন গলার কাছে উঠে এলো। কনি মোটেই একা আসেনি।

একটা পুরুষ খুনে তিমি। 'ডরসাল' পাখনাটা একটা মানুষের চেয়েও বড়ো। সেই কালো ত্রিভুজটা ধীরে ধীরে ডিকের দিকে এগিয়ে আসছে। এত বড় কোন প্রাণী ডিক্ কোনোদিন দেখেনি। লম্বায় অন্তত তিরিশ ফুট তো হবেই ওটা। কাঠ হয়ে বসে থাকতে থাকতে ডিক্ ভাবলো, 'গেলাম এবার।' তার মনে হ'ল, এই তিমি 'ভদ্রলোক'কে তো আর ডাঃ লাহিড়ী কণ্ডিশনিং করেন নি, ইনি তো আর চিকোর সাথে খেলতে খেলতে সাঁতার কাটেন নি। কনিকে এতক্ষণ বিশালকায় মনে হচ্ছিল, এখন তাকে খুবই পুঁচকে মনে হতে লাগলো।

কনি কিন্তু অবস্থাটা পুরো আয়ত্তের মধ্যেই রাখলো। পুরুষ তিমিটা ডিক্‌কে ঘিরে সাঁতরাচ্ছে। ক্রমশ বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে। কনিও সাঁতরাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, সব সময় নিজেকে ডিক্ আর পুরুষ তিমি-টার মাঝে রেখে। কখনোই তাকে ডিকের মুখোমুখি হতে দিচ্ছে না।

একবার পুরুষ তিমিটা থেমে গিয়ে মাথা তুললো। কম ক'রে ছ'ফুট উঠলো জল থেকে তার মাথা। ডিকের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো সে। সে দৃষ্টিতে ক্ষিদে আছে, হিংস্রতা আছে, বুদ্ধি তো আছেই, নেই শুধু একরত্তি বন্ধুত্ব।

বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। একটু পরেই কনি আর ঘোরার জায়গা পাবে না। ধাক্কা খাবে সার্ফবোর্ডের সাথে। তার পরেই—।

দূরত্ব যখন আর মাত্র দশ ফুট, কনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। পুরুষ তিমিটার দেহের মাঝ বরাবর মারল এক গুঁতো। সে গুঁতোর 'ধমাস' শব্দ ডিক্ পরিষ্কার শুনতে পেল। একটা ছোট নৌকোকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করার পক্ষে ওই আঘাত যথেষ্ট।

এইবারে পুরুষ তিমিটা বুঝলো, এখনকার মতো জলখাবার খাওয়া স্থগিত রাখতে হবে। গৃহিণীর আপত্তি আছে। ডিক্ হাঁফ ছেড়ে দেখলো যে সে ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলে যেতে শুরু করেছে। পঞ্চাশ

BanglaBook.org

ষাট ফুট দূরে গিয়ে পুরুষ তিমিটা আরেকবার মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করলো। কনি আরেক গুঁতো মারলো। আর কোন ঝামেলা না ক'রে কনির সঙ্গী চলে গেল সোজা উত্তর দিকে। পিছন পিছন কনিও চললো। যাবার আগে আরেকবার জল থেকে মুখ তুলে ডিক্‌কে দেখে যেন বিদায় জানালো কনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ডিক্ তাদের যাত্রাপথের দিকে। সমুদ্রের ভয়াবহ দানব কেমন স্ত্রৈণ-স্বামীতে পরিণত হয়েছে!

বেশ খানিক সময় গেল ডিকের হাত-পায়ের কাঁপুনি থামতে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে এবার ভাবতে লাগলো রিটা আর রিকির কথা। এই জন্যই ওরা সরে পড়েছে। তার মানে অনেক আগেই ওরা বুঝেছিল, খুনে আসছে। এবারে ওরা নিশ্চয় ফিরে আসবে।

কিন্তু—আসবে তো? ভয়ে একেবারে অঞ্চল ছেড়ে পালায় নি তো ওরা? অথবা আগেই খুনেরা ওদের ধরে ফেলেনি তো? তা'হলে তো তার দফারফা। তীর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে এই সার্ফবোর্ডের উপর বসে কতক্ষণ টিঁকবে সে?

সুদীর্ঘ পনেরো মিনিট পরে দক্ষিণ দিক থেকে রিটা আর রিকি ফিরে এলো। বুদ্ধিমানের মতো তারা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল বিপদ কাটার জন্য। ওদের দেখে ডিকের ধড়ে প্রাণ এলো। এত খুশী সে কোনোদিন কোনো মানুষকে দেখেও হয় নি। জলে নেমে ওদের বেশ খানিকক্ষণ আদর ক'রে নানারকম কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানাল ডিক্। ওরাও নানারকম ভঙ্গী করে ডিক্‌কে বুঝিয়ে দিল, কতটা খুশী ওরাও হয়েছে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে।

এবার জোয়ালটা লাগালো ডিক্ রিকির গলায়। নাসারন্ধ্র আর ডানাগুলো বাঁচিয়ে জোয়ালটা বেঁধে সার্ফবোর্ডে উঠে শোওয়ার সাথে সাথে চলতে শুরু করলো রিকি।

কিন্তু চলতে শুরু করলো পশ্চিম দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে। "এদিকে নয়" চেঁচালো ডিক্। পরক্ষণেই তার মনে হ'ল কাজটা ঠিকই

BanglaBook.org

করছে রিকি। একটু ঘুরে গেলে যদি খুনে তিমিদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মোলাকাত এড়ানো যায় তো মন্দ কি ?

এবারে কিন্তু তারা চললো অনেক জোরে। জলের অতো কাছে থেকে গতির সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে ঘণ্টায় খুব সম্ভব পনেরো 'নট' গতিতে চলেছে তারা। মিনিট কুড়ি দক্ষিণ মুখে চলার পর রিকি মুখ ফেরালো আবার পশ্চিমে। আর কোন অসুবিধা নেই। সামনেই মেইনল্যাণ্ড।

মাঝে মাঝে ডিক্ মুখ ফিরিয়ে দেখছিল ভয়ে ভয়ে। বিশাল কোন 'ডরসাল' পাখনা আসছে না তো তেড়ে! আর কিছুই হ'ল না। মাঝখানে একবার শুধু একটা বিরাট 'মাণ্টা রে' তাদের কয়েক শো গজ দূরে জল থেকে লাফিয়ে উঠে বাতাসে এক সেকেণ্ড বিশাল একটা বাদুড়ের মত ঝুলে থেকে ঝপাত্ ক'রে আবার জলে পড়লো। জোর একটা শব্দ হ'ল। শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত নিশ্চয় শোনা গেল। আর কোন মাছ বা সামুদ্রিক জীব তাদের চোখে পড়ল না।

ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ রিকিকে দেখে একটু ক্লান্ত মনে হ'ল। গতিও যেন একটু কমলো। মেইনল্যাণ্ড আর বেশী দূরে নয়। ডিক্ একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। আর কতক্ষণ ? ফলে, খানিক থেমে রিকিকে একটু বিশ্রাম দিতে ইচ্ছে করলেও সে থামলো না আর।

ঢেউ-এর উপর উঠছে নামছে, উঠছে নামছে। এমন সময় একটা বিশেষ রকম বড় ঢেউ-এর মাথায় যখন ডিক্ আর তার বাহিন, তখন হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতেই ডিকের চোখে পড়ল গোটা দিক্‌চক্রবাল জুড়ে একটা সাদা রেখা। ওই তো, ওই তো মেইনল্যাণ্ড !

আনন্দে তার দম বন্ধ হয়ে এলো। বুক ধড়ফড় করে উঠলো। পৌঁছে গেছে তারা। সমুদ্রের এই অভিযান তা'হলে সার্থক। ম্যারীকে তা'হলে আর বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না !

আধ ঘণ্টা মতো পরে, একটা আরও বড়ো ঢেউ তাকে তুলে নিয়ে আরও ভালো ক'রে উপকূলের চেহারাটা দেখালো। ডিক্ দেখলো,

BanglaBook.org

তার পরীক্ষার আসল অংশই এখনো বাকী। সমুদ্র তাকে নিয়ে খেলা এখনও শেষ করেনি। সবচেয়ে বড়ো বাধাই এখনো পার হওয়া হয় নি।

ঘূর্ণীঝড় বয়ে গেছে দু'দিন আগে। সমুদ্রে তার আগমনের ছাপ এখনো স্পষ্ট উপকূলের কাছে এসে ডিক্ সেই ছাপ দেখতে পেলো। ডাঙ্গায় গাছপালা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে দেখা যাচ্ছে কিছু পাহাড়। সবার উপরে যা ডিকের চোখকান ভরিয়ে দিল তা হ'ল সমুদ্রের রুদ্রমূর্তি। সমস্ত উপকূল জুড়ে, সার্ফবোর্ডের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ডিক্ দেখলো, উত্তর থেকে দক্ষিণে সাদা ফেনার মুকুট মাথায় পর্বতপ্রমাণ শত শত ঢেউ তীরের দিকে চলেছে। তাদের গর্জনে বাতাস কাঁপছে। ঢালু হয়ে আসা বেলাভূমির উপর পড়ে তীর থেকে হাজার ফুট দূরে দৈত্যাকার ঢেউগুলি ভেঙ্গে পড়ছে। আছড়ে পড়ার আগে তাদের গতিবেগ বাড়ছে বহুগুণ। যখন শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ছে তখন অনেক উঁচু পর্যন্ত জলকণা লাফিয়ে উঠছে।

ডিক্ দেখার চেষ্টা করলো—উপকূলের কোথাও এই পাহাড়গুলোর মধ্যে কোন ফাঁক আছে কিনা, কোন উপসাগরের মুখ বা কোন নদীর মোহানা দেখা যায় কিনা। কিছুই তার চোখে পড়ল না। যতদূর চোখ যায় শুধু চলন্ত জলের প্রাচীর। উপায় নেই। এখান দিয়েই তীরে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি এগোতে হবে, দেরী করলে ভয়ে হয়তো আর এগোনোই যাবে না।

সার্ফবোর্ডতো তার সাথেই আছে। যদিও সার্ফবোর্ড সে কখনো ব্যবহার করেনি, ব্যবহারের মূল পদ্ধতিটা সে জানে। ডলফিন্ দ্বীপের চারপাশে প্রবালের দীর্ঘ সমতলভূমি থাকায় সেখানে বড় বড় ঢেউ এসে পড়ে না। তাই সেখানে 'সার্ফ রাইডিং' করার সুযোগ নেই। কিন্তু চিকোর কাছে শুনেছে কিভাবে ঢেউ ধরে ধরে তীরে উঠতে হয়। যেখানে ঢেউগুলি ভাঙ্গে সেখানে অপেক্ষা করতে হয়। যেই একটা সুবিধামতো ঢেউ আসে তখন তার সামনে সামনে তাড়াতাড়ি করে সাঁতরে এগোতে হয় বোর্ডটার উপর শুয়ে। তারপরে শুধু বোর্ডটা আঁকড়ে পড়ে

BanglaBook.org

থাকা আর ভারসাম্য বজায় রাখা। বাকী কাজটা ঢেউই করে দেবে।

শুনে ব্যাপারটা খুব কঠিন মনে হয় না। কিন্তু সে কি পারবে? এক বারে না পারলে দ্বিতীয়বার আর সে সুযোগ পাবে না।

কিন্তু অন্য কোন উপায় তো নেই।

তীর থেকে আধ মাইল দূরে এসে রিকিকে থামালো। জোয়ালটা খুলে দিয়ে বোর্ড থেকে দড়িদড়া কেটে ফেলে দিল। অনেক কষ্টে তৈরী জিনিষ, ফেলতে মায়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন এগুলো কোন কাজে তো লাগবেই না, বরং অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

নিজেই এবারে বোর্ড নিয়ে সাঁতরে চললো ডিক্। রিটা আর রিকিও তার পাশে পাশে চললো। তারা আর কোন সাহায্য করতে পারবে না। জলের ওই তাণ্ডবের মধ্যে পড়লে ওরাই বাঁচবে কিনা সন্দেহ। ঢেউ যদি পার হতেও পারে, তীরে গিয়ে আটকে পড়বে। সংকেতে ওদের চলে যেতে বললো ডিক্।

এই জায়গাটা তুলনামূলক ভাবে সহজতর। ঢেউগুলো বেলাভূমির সাথে সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে। এদিক ওদিক থেকে উল্টোপাল্টা স্রোত নেই। বালির উপর কিছু লোকজনও দেখা যাচ্ছে। ডাঙ্গায় উঠতে ওরা সাহায্য করতেও পারবে।'

বোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে কোনো রকমে হাত নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো ডিক্। দেখতে পেয়েছে ওরা। ক্ষুদে ক্ষুদে দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। বালির ওপর অনেকগুলো সার্ফবোর্ড রাখা রয়েছে। কতকগুলো রয়েছে গাড়ীর উপর, কতকগুলো বালিতে খাড়া গেঁথে দাঁড় করানো। কিন্তু জলের মধ্যে নেই একটাও। দেখে, ডিকের মনটা দমে গেল। অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা 'সার্ফরাইডিং' আর সাঁতারে পৃথিবীর সেরা। তারাও যে-সমুদ্রে নামতে সাহস পায় না সেখানে নেমেছে সে, যে নাকি এই প্রথম সার্ফবোর্ড ব্যবহার করবে!

আস্তে আস্তে হাত দিয়ে জল কেটে এগোলো ডিক্। ঢেউ-এর

BanglaBook.org

গর্জন আরও বাড়ছে। এতক্ষণ তার চারপাশে ঢেউগুলো ছিল মসৃণ। এবার তাদের মাথাগুলোতে দেখা দিচ্ছে ফেনার ছোঁয়া। আর মাত্র একশো গজ দূরেই তারা ভাঙতে শুরু করছে। এখনো সে নিরাপদ। এ জায়গাটা খোলা সমুদ্র আর তরঙ্গসংকুল তটভূমির মাঝখানে।

অনেকক্ষণ সেখানে থেমে থেকে ঢেউ-এর সাথে উঠে-নেমে ডিক্ ঢেউগুলির প্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগলো। কোথায় ভাঙছে, কিভাবে ভাঙছে, কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত মসৃণ। দু'একবার এগোতে গিয়েও থেমে গেল সে। একবার এগোলে ফেরার আর পথ থাকবে না।

বীচের উপর লোকজন ক্রমশ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছে। হাত নেড়ে তাকে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে। একটু দেখেই ডিক্ বুঝলো, ওরা ওকে পথ দেখাবার চেষ্টা করছে। হাত নেড়ে চলে যেতে বলছে যখন এক-একটা বিপজ্জনক ঢেউ আসছে। আবার নিরাপদ ঢেউ দেখে তাকে এগোতে ইশারা করছে। একবার তারা এগোবার ইশারা করতেই ডিক্ দেখলো, একটা ঢেউ দিব্যি সুন্দর গড়িয়ে গিয়ে বীচে উঠলো। ডিক্ বুঝলো, এরা সকলেই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ, এদের উপদেশ নেওয়াই ভালো।

বোর্ডটাকে তীরের দিকে সোজা তাক্ ক'রে রেখে ডিক্ পিছন ফিরে দেখতে লাগলো। এইবার একটা ঢেউ আসছে সমুদ্র থেকে পিঠ উঁচু করতে করতে। ইতিমধ্যেই তার মাথায় ফেনা। ভাঙতে শুরু করবে এবার। এক ঝলক দেখে নিল ডিক্ বীচের দিকে। সকলে এগোতে ইশারা করছে তাকে প্রাণপণে। এইবার। এইবার।

সবকিছু ভুলে হাত দিয়ে দাঁড় বাইবার মতো জল কাটতে শুরু করলো সে, যতো জোরে বোর্ডটাকে এগিয়ে নেওয়া যায়। কিছুতেই জোরে এগোচ্ছে না যেন। পিছনে ঢেউটার গর্জন ক্রমশ বাড়ছে। পিছনে তাকাবার সময় নেই। জলটা উঠছে উঠছে উঠছে।

এবার বোর্ডটা ঢেউ-এর কবলে পুরোপুরি। হাত দিয়ে জল কাটার চেষ্টা এখন বৃথা। একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাকে হাতের

BanglaBook.org

মুঠোয় তুলে নিয়েছে। সে শক্তিকে বাধা দেওয়া বৃথা, সাহায্য করা হাস্যকর। তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ঢেউটা তাকে তুলে নিতেই ডিকের মনে হ'ল সব যেন শান্ত হয়ে গেছে। মসৃণ বরফের উপর সে যেন স্কেটিং ক'রে চলেছে। চারদিকে যেন কোন শব্দ নেই, কোলাহল নেই। শুধু ফেনার হিস্‌হিস্‌ শব্দ। সে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। ফেনায় তার চোখ ঢাকা।

বোর্ডটা যেমন ভালো ক'রে তৈরী, ডিকের ভারসাম্যের জ্ঞানও তেমনই ভালো। তার সহজাত ক্ষমতা তাকে ঢেউ-এর চূড়ায় স্থির থাকতে সহায়তা করলো। নিজে নিজেই, অচেতন চেষ্টাতেই অতি সাবধানে কখনো এগিয়ে কখনো পেছিয়ে ভরকেন্দ্র ঠিক রাখলো ডিক্‌। একটু পরেই তার চোখের সামনে থেকে ফেনার আস্তরণ সরে গেল। এবার সে সামনে দেখতে পাচ্ছে। তার ঘাড় এবং মাথা জলের বাইরে। ফেনার মালা তার কোমরের কাছে। হাওয়া এসে লাগছে তার মুখেচোখে।

ঘণ্টায় অন্তত তিরিশ চল্লিশ মাইল বেগে সে এগোচ্ছে। যে ঢেউ-এর মাথায় সে রয়েছে সেটার উচ্চতা অবিশ্বাস্য। নিচের দিকে তাকিয়ে ডিকের মাথা ঘুরতে লাগলো।

এবারে ডিক্‌ অনুভব করলো তার নিচে বোর্ডটা সামনে-পিছনে উঠতে-নামতে শুরু করেছে। এবারে বোর্ডের মুখটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়বে। সাম্‌লে না নিলে ঢেউ-এর সামনের ঢাল বেয়ে তাকে পড়তে হবে অনেক নিচে এবং তার মাথার উপর ভেঙে পড়বে রাক্ষুসে ঢেউটা।

অত্যন্ত যত্নসহকারে, খুব সতর্কতার সাথে সে বোর্ডটার উপরে পিছিয়ে এসে নিজের ওজনটা পিছনে রাখতে লাগলো। ধীরে ধীরে বোর্ডের নাকটা আবার উঁচু হ'লো। বেশী পিছানো আবার চলবে না। তাহলে পিছনের ঢাল বেয়ে পড়ে যেতে হবে পরের ঢেউ-এর পায়ের তলায় চূর্ণবিচূর্ণ হবার জন্য।

পাহাড়টা তার তলায় এবার ছোট হতে শুরু করেছে। সাথে-সাথে ডিক্‌ও নামছে। নিচে, আরও নিচে, আরও নিচে। এখন শুধু

BanglaBook.org

একটা ফেনার স্তূপের উপর রয়েছে ডিক্। ফেনাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। বোর্ডটা কিন্তু ডিক্‌কে নিয়ে চলছেই সামনে। তীরের সঙ্গে লড়াইয়ে ঢেউ-এর সব শক্তি ফুরিয়ে গেল। একটা ধাক্‌কা। সড়্‌সড়্ করে খানিকটা হড়কে এগোলো। শেষ। ডিকের চোখের ইঞ্চি তিনেক দূরে আর জল নেই, শুধু বালি।

অনেকগুলো হাত তাকে টেনে তুললো। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর। "পাগল নাকি?" "জোর বেঁচে গেছে!" "চেনো নাকি?" "আমাদের এখানকার ছেলে নয়।"

হাতগুলো ছাড়িয়ে দাঁড়ালো ডিক্। "আমি ঠিক আছি।"

পিছন ফিরে সমুদ্রের দিকে তাকাল। এতক্ষণে সে ঢেউগুলোর আসল চেহারা দেখলো। তাদের দানবিক চেহারা দেখে মাথাটা ঘুরে গেল তার। জ্ঞান হারিয়ে বালির ওপর লুটিয়ে পড়লো ডিক্।

ডলফিন্ দ্বীপে ডাঃ কিন্‌টের অফিস। সদ্য ফিরেছে ডিক্। গম্ভীর মুখে বসে আছেন কিন্‌টে ডিকের দিকে তাকিয়ে।

"কাজটা মোটেই ভালো করনি। কি ভয়ানক বিপদ হতে পারতো?"

"আমি···মানে···"

গাম্ভীর্য আরো বাড়লো কিন্‌টের মুখে, "তোমাকে এ-যাত্রা ক্ষমা করা হবে কিনা ভাবা হচ্ছে। তোমার কাজের ফলটা অবশ্য ভালোই হয়েছে।"

ডিকের মুখটা আরও ব্যাজার। কোথায় খাতির পাবে, তা না বকুনি! বড়োরা যেন কি! তার মুখ দেখে আর হাসি চাপতে পারলেন না ডাঃ কিন্‌টে। হো হো করে হেসে উঠে চেয়ার ছেড়ে ডিক্‌কে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"আরে আমি ঠাট্টা করছিলাম। ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ঝুঁকি না নিলে কি ভালো কাজ বা বড় কাজ করা যায়? ঠিক করেছিলে তুমি।"

এতক্ষণে ডিকের মুখেও হাসি দেখা দিল।

"বলো কি কি করলে তুমি কুইন্‌সল্যাণ্ডে?"

BanglaBook.org

"অনেক কিছু! রেডিওতে বললাম, টেলিভিসনে কথা বললাম। শেষকালে বিরক্ত ধরে গেল। সকলে অবশ্য খুব খাতির-যত্ন করেছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে সার্ফ রাইডিং। জানেন, আমি এখন কুইন্‌সল্যাণ্ড সার্ফ ক্লাবের আজীবন সদস্য।"

"বাঃ বাঃ। খুব ভালো। এবারে তোমাকে দু'টো খবর দিই। একটা শুনে তোমার ভালো লাগবে। তোমার মাসী তোমাকে এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন। দ্বিতীয়টা শুনে একটু দমে যাবে। সামনের মাস থেকে তোমাকে কুইন্‌সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সামুদ্রিক প্রাণীতত্ত্ব পড়তে যেতে হবে।"

আবার কালো হ'লো ডিকের মুখ।

"সারা জীবন রীফে সাঁতরে বেড়ালেই তো আর চলবে না। অনেক কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে তোমাকে। ডলফিন্‌রা তো তোমার বন্ধু। তাদের যদি ঠিকমতো সাহায্য করতে চাও তাহলে তোমাকে তৈরী হতে হবে না?

"তোমার অনেক ক্ষমতা আছে, অনেক উৎসাহ আছে। কিন্তু শুধু তাতে তো চলবে না। তোমাকে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বে শিক্ষিত হতে হবে। তোমাকে শৃঙ্খলা শিখতে হবে, জ্ঞান আহরণ করতে হবে।"

"খুনে তিমিদের কি হবে?" প্রশ্ন করলো ডিক্।

"ডলফিন্‌দের সাথে ওদের সন্ধি স্থাপন করাতে হবে। সেটা অবশ্য অনেক দীর্ঘ চেষ্টা আর উদ্যমের ব্যাপার। সে কাজেও তোমাদের সাহায্য চাই।"

ডাঃ কিন্‌টের অফিস ছেড়ে বাইরে এলো ডিক্। পা চালালো হাসপাতালের দিকে। ম্যারীর সাথে দেখা করতে হবে। চিকোর সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি। চোখ তুলে সমুদ্রের দিকে তাকালো ডিক্। তোমার সাথে আমার সংগ্রাম এই শুরু। তোমার সাথে বন্ধুত্বেরও শুরু হবে এইবার। রিটা, রিকি, তোমরাও অপেক্ষা করো। আসছি আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG